মনীষা

সামাজিক নাটক

(পাবনা জেলার ১৮৭২-৭৩ সালের অন্নবিপ্লবের ভিত্তিতে বিরচিত।)

শ্রীযুক্ত জে. এন. গুপ্ত, এম. এ., আই. সি. এস্.
প্রণীত

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

মনীষা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	নয়নগঞ্জের বড়তরফের জমিদার।
অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	ঐ ছোটতরফের জমিদার (সমরের ভ্রাতা)।
মুরারি	...	সমরবাবুর পুত্র।
সোনা	...	অমরবাবুর পুত্র।
গৌরীশঙ্কর	...	অমরেন্দ্র বাবুর প্রধান কর্ম্মচারী।
হরিদাস	...	লক্ষ্মীনারায়ণের পুরোহিত (মনীষার পিতা)।
বৃন্দাবন	...	হরিদাসের ধর্ম্মপুত্র।
ডাক্তার ফণীন্দ্র বোস	...	বিলাত ফেরত ডাক্তার।
রাখালচরণ	...	জমিদারের আমলা।
অনীল, সুশীল, মৃগেন্দ্র, দেবেন্, নিতাই, ননীগোপাল প্রভৃতি	...	নব্য উকীল ও অমরের ইয়ার।
রামতনু ভাদুড়ী	...	অমরবাবুর প্রতিবেশী বৃদ্ধ।
রাঙ্গনারায়ণ	...	সমরবাবুর কর্ম্মচারী।
সেখ আব্দুল	...	সহকারী জেলার।

জেলার বড়সাহেব, পুলিশ সাহেব, জেলার বাবু, প্রজাগণ,
কৃষ্ণ সা, রমানাথ ডাক্তার, দস্যুগণ, অনুচরগণ,
ওয়ার্ডার, পাহারাওয়ালা, দ্বারবান্,
চাপরাশী, ভৃত্য।

স্ত্রী

মনীষা ... অমরবাবুর স্ত্রী।

রাজলক্ষ্মী ... সমরবাবুর স্ত্রী।

শশীর মা, নীরজা, গিরিবালা প্রভৃতি } ... বিধবা আশ্রমের বিধবাগণ।

লীলা ... অমরের বিধবা ভগ্নী।

অন্না, ফুলমণি, ঝি প্রভৃতি।

উদ্বোধন।

ক্ষুদ্র দেব মন্দির।

দৃশ্যবিবৃতি—কাল পাথরের নারায়ণ মূর্ত্তি, লাল মণির চোখ, আধ অন্ধকারে ঝলমল ক'রচে; সম্মুখে কুশাসনে মুদিত নয়নে পট্টবস্ত্র পরিহিতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা আরাধনায় নিমগ্না, আর্দ্র কেশরাশি দেহলতে ছাইয়া রহিয়াছে। চন্দন ও পুষ্পের মধুর গন্ধে ক্ষুদ্র মন্দির পরিপূরিত। অদূরে নিবিড় বনানী রেখা; ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী মন্দিরের পাদমূল ধৌত করিয়া চলিয়াছে, মন্দিরের গায়ে লাগান খড়ের চালের একটী ছোট বারান্দা, মাটির মেজে সুন্দর গোময় মার্জ্জিত।

মন্দিরের অদূরে একটী বকুল গাছ তলায় বাঁধান রকের উপর বসিয়া হরিদাস ও রাখালচরণ আস্তে আস্তে কথোপকথনে ব্যাপৃত। হরিদাস মন্দিরের পুরোহিত; বয়স ৫০; পরিধান পট্টবস্ত্র। রাখালচরণ—জমিদারের নায়েব, প্রৌঢ়, গায়ে মিরজাই, হাতে লাঠি। সম্মুখে মুণ্ডিত মস্তকে ব্রাহ্মণ-কুমার বৃন্দাবন দাঁড়াইয়া কথোপকথন শুনিতেছে; মাঝে মাঝে মন্দিরের সম্মুখে ধ্যানমগ্না বালিকার দিকে চাহিতেছে।

রাখাল। বাবা ঠাকুর! তোমার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এলাম। চাকরীত আর বজায় রাখ্‌তে পারিনে, এদিকে প্রজাদের অবস্থা এই; মহামারী, জ্বরের তাড়নায় অর্দ্ধেক প্রজা ম'রে গেছে; কতক্ ফেরার; তা'তে আবার দু'বছর বৃষ্টির অভাব। ফসল ভাল হ'চ্ছে না, এতে ষোল আনা খাজনা আদায় করি কি ক'রে?

হরি। কেন? এ সব কথা সদরে জানান হয় নি?

রাখাল। জানান আবার হয়নি! সেদিন নায়েব ম'শায় স্বয়ং এসেছিলেন; সবই দেখে গেছেন। বলেন, জানাবেন কাকে? বড় বাবুর তো প্রজার উপরে এক তিলও মায়া মমতা নেই। গলায় পা দিয়ে

টাকা আদায় ক'র্‌লেই হ'লো; এবারে নাকি রাজা খেতাব পাবেন। তা'তে আরো টাকার দরকার। অনেক খরচ কর্ত্তে হবে। আর ছোট বাবুর মন্‌টা ভাল হ'লে কি হবে, সঙ্গ দোষে সব নষ্ট হ'চ্চে। শুন্‌চি নাকি বিষয় নিয়ে দু'ভায়ে শীঘ্রই মামলা মোকদ্দমা হবে। তাই বলছিলাম বুঝি এ সরকারে আর বেশী দিন চাকরী কর্ত্তে হবে না। তোমার কাছে তাই আজ এসে-ছিলাম। একবার তোমাকে সঙ্গে ক'রে সদরে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো উপায় হ'তে পার্‌তো।

হরি। বাবা, সে দিন কি আর আছে! আমার কথায় কে কর্ণপাত ক'র্‌বে? দু'বছর থেকে ঠাকুরের জমিতে এক রকম কিছুই আদায় নেই; ঠাকুরের পূজা চালান, আমাদের পেট চালান দায় হ'য়ে প'ড়েছে। নায়েব ম'শায়কে বার বার জানিয়েছি—চিঠির উপর চিঠি লিখেছি—জবাব পর্য্যন্ত পাই না। তাই আমিও ভাব্‌ছি, হরিপুরে ভদ্রলোকের বাস যদি ক্রমে একেবারে উঠেই যায়, তা হ'লে এ বনে প'ড়ে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। নদীর গর্ভ থেকে ঠাকুরকে পেয়েছিলাম সেই নদীর গর্ভেই তাঁকে বিসর্জ্জন দিয়ে দেশে চ'লে যাব। আর মেয়েটিরও বয়স হ'তে চল্লো, তা'র বিয়ে থাওয়ার সন্ধান ক'র্‌তে হয়। এখানে আমি আজ চোখ্‌ বুজ্‌লে কাল যে সে কোথায় দাঁড়াবে তা'র ঠিকানা নেই।

রাখাল। হাঁ বাবা ঠাকুর, সেতো ভাব্‌বারি কথা! আর সত্যি সত্যি আমাদেরও অদৃষ্ট এমনি, বসতটা ক্রমে শ্মশানের মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন তোমারই কত উৎসাহ, কত উদ্যম ছিল। এ তরফে এ রকম স্কুল, এ রকম টোল, এ রকম হাট-বাজার কোথায় ছিল? আজ সে বিদ্যালয়ও নেই, হাটও লাগ্‌ছে না। আর লোকই নেই,

তা' হাট লাগ্‌বে কোথা থেকে। দেবীপুরে রেল হ'য়েছে, সেই-খানেই সব লোক গিয়ে বাস ক'রছে। দেবীপুরের জমিদারেরও খুব চাড়। অনেক টাকা খরচ ক'রে বাজার হাট বসাচ্চেন। আর আমাদের এখানে রোগ-ব্যামো যে রকম বাড়ছে, আর বাঘ, ভাল্লুকের যে রকম ভয় হ'য়েছে, এখানে দিদিমণিকে না রাখাই ভাল! দিদিমণির এক মামার আস্‌বার কথা ছিল না—তার কি হ'লো?

বৃন্দা। বাবা, তবে কি রোগের ভয়ে আর বাঘের ভয়ে আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণজীকে নদীতে বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাব? সে প্রাণ রেখেই বা কি হ'বে! আর কোথায় গেলে যম আমাদের ভুলে যাবে?

হরিদাস। না বাবা, প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছি না। যা'র জন্য এখানে থাকা, সে কাজ যদি না হয় তা' হলে মিছে সময় নষ্ট করা বই তো নয়!

বৃন্দা। লক্ষ্মীনারায়ণজীর চরণে ভক্তি যদি আমাদের অচলা থাকে, তা' হ'লে তাঁর কৃপায় আবার সব ভাল হবে—দেশ থেকে দৈন্য, দারিদ্র্য সব দূর হবে।

হরি। তাই যেন হয়। তোমাদের মুখে যেন ফুলচন্দন পড়ে।

রাখাল। ভায়ার বয়স এখনও অল্প; প্রাণের সাধ বেশী, এ হরিপুরের যে আবার শ্রীবৃদ্ধি হয় সে তো আমার মনে হয় না।

হরি। ভবিষ্যতের লিপি জগদীশ্বরের হাতে। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমরা আর কি করতে পারি? যাওতো বৃন্দাবন, দেখ মার আজ এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন? আহ্নিক সারতে এত দেরী তো হয় না। আমিও উঠি, দু' একটী স্তত্র না অভ্যাস ক'রে মাও কিছু মুখে দেবে না। যাই, দেখি কি ক'রছে।

(বৃন্দাবন গিয়া মন্দিরদ্বারে চুপ করিয়া দাঁড়াইল)

রাখাল। আচ্ছা বাবা ঠাকুর, আমিও তবে উঠি।

(হাঁপাইতে, হাঁপাইতে জমিদার কাছারীর জনৈক পাইকের প্রবেশ)

পাইক। এহি ত কর্ত্তাবাবু হিঁহই পর লুকায়ে রহছেন, আর হমরা লোগিন চারি আউরা ধুঁড়ৎ ফিরছি। দুইজন নগদি সদরসে আইছেন। ছোটবাবু ইয়ার বাবু লোগনকে সাথ্ কর কে শীকার কর্‌নে আস্‌বেন, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত কর্‌বার লাগে।

রাখাল। সে কিরে, নগদিরা কই? পরোয়ানা, টরোআনা আসেনি। একি ক'লকাতা সহর নাকি, যে খবর পাবা মাত্র আমি যোগাড় করতে পারবো। দেখতো এ আবার কি ফ্যাসাদ! যাই দেখি ব্যাপারটা কি?

[রাখালচরণের নগদিসহ প্রস্থান।

হরি। (হরিদাস উঠিয়া মন্দির দ্বারে গিয়া) মা, আজ যে বেলা অনেক হ'লো।

মনীষা। (চক্ষু উন্মীলিত করিয়া) হ্যাঁ বাবা, এই উঠি। বাবা, আজ ঠাকুর দেখা দিয়েছিলেন। এই মাত্র চ'লে গেলেন; আমি স্পষ্ট তাঁর চ'খের পলক প'ড়্‌তে দেখেছি—ঠোঁটে হাসির রেখা দেখ্‌তে পেয়েছিলুম। আবার প্রস্তর মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন।

হরি। তোমার ভক্তিতে ইষ্টদেব সন্তুষ্ট হ'য়েছেন; হয়তো তোমাকে বা কি ব'ল্‌তে এসেছিলেন। আমাকেও কাল রাত্রে যেন কি আদেশ দিয়ে গেলেন।

মনীষা। কি আদেশ বাবা?

হরি। ঠাকুর বল্লেন,—আর এই বিগ্রহে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই। যে বারি-স্রোতের বক্ষ হইতে উত্থান ক'রেছিলেন সেইখানেই আবার

নিমগ্ন হ'তে চান। হয় তো কাজ শেষ হ'য়েছে — অন্য কোথায়ও অভ্যুত্থান কর্‌বেন।

মনীষা। আমরা কি দোষ ক'রেছি বাবা যে আমাদের ঠাকুর ত্যাগ ক'রে যাবেন ? আমাদের তবে কি দশা হবে।

হরি। কেন মা—মহাপ্রভু বিশ্বেশ্বর সমস্ত জগতের জন্য, তোমার আমার জন্য এই মন্দিরে বাঁধা থাক্‌বেন কেন ? তোমার আমার পথ্‌তো তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

মনীষা। কোন্ পথ বাবা ? তাঁকে ছেড়ে আমি একলা কোন্ পথে যাব ? কই এখানেই বা নারায়ণের কোন্ কাজ সিদ্ধ হ'লো ?

হরি। মা ! নারায়ণ কোন্ ক্ষেত্রে যে কোন্ কাজ সমাধা করেন, তা' আমরা বুঝ্‌বো কি ক'রে ? আর নারায়ণকে ছেড়ে যেতে পারি আমাদের এমন কি সাধ্য আছে ? তবে তাঁর আজ্ঞা তিনি স্পষ্ট ক'রেই তোমায় জানিয়ে দেবেন। হয় তো কর্ম্মক্ষেত্রে তোমায় নিয়োজিত করা তাঁর বাসনা।

মনীষা। সে কথাতো আমি শুন্‌তে পেলুম না বাবা। বরং আমার মনে হ'লো নারায়ণ আমায় ডাক্‌লেন—বল্লেন, তোমার জীবন-সর্ব্বস্ব আমায় দাও। আমিই তোমার সংসার, আমিই তোমার সব, তুমি আমার গৃহে এসে আমাতে নিমগ্না হও।

হরি। মা, তুমি বালিকা। ব্রহ্ম প্রেমে তোমার ক্ষুদ্র হৃদয় প্লাবিত। ভগবদ্বাণীর যথার্থ অর্থ হয়তো তোমার উপলব্ধি হয় নি। এস আমরা ভগবানের নাম করি। তাঁর বাণী স্মরণ করি। আগে গীতা শুন্‌বে, না সেই ঋকটা একবার আবৃত্তি কর্‌বে ? বৃন্দাবন, আজ তোমার মুখ বড়ই শুক্‌নো দেখাচ্ছে, পরিশ্রান্ত হয়েছো। ব'স। ভগবদ্বাণী সুধা পান কর্‌লে সব কষ্ট ছেড়ে যাবে।

মনীষা। আজ আমারও প্রাণ কেমন ক'চ্চে। প্রথমে একটু বেদ গান করি।

হরি। তাই ভাল। আমার একতারাটা দাও তো—বৃন্দাবন।

(বৃন্দাবন গৃহ হইতে একতারা আনিয়া হরিদাসের হাতে দিলেন)
মনীষার গান আরম্ভ। বৃন্দাবনের নিস্পন্দ হইয়া শ্রবণ।
হরিদাসের একতারায় সুর দেওন।)

—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"

(সম্মুখে দুই যুবক উপস্থিত, দুই জনেই শীকারোপযোগী খাকী
পোষাক পরিহিত, হাতে বন্দুক। একটী অত্যন্ত সুপুরুষ,
গৌরকান্তি, শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত, মুখমণ্ডল স্বাভাবিক
তেজোব্যঞ্জক। আগন্তুক দুইটীকে দেখিয়াই
মনীষা নিস্তব্ধ হইল এবং তাঁহাদের দিকে
একবার মাত্র চাহিয়াই ধীরে ধীরে
কুটীরের দিকে উঠিয়া গেল) .

অমরেন্দ্র। ঠাকুর, প্রণাম হই। এ দিকে এর আগে আমি আর কখনও আসিনি। শুন্‌ছিলুম কর্ত্তাদের আমল থেকে এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ স্থাপিত আছে; তাই প্রণাম কর্‌তে এসেছি। আপনাদের সব কুশল ত?

হরি। এসো বাবা, তোমাকে অনেক দিন আগে ছেলে বেলায় দেখে-ছিলুম—কর্ত্তা বেঁচে থাকৃতে। তারপর অনেক দিন সদরে যাওয়া আসা নেই। মাঠাকুরাণীর কাল হওয়ার পর থেকে তোমাদের ত এক রকম লক্ষ্মীনারায়ণের পুরোহিতের সঙ্গে সম্বন্ধ উঠে গেছে। কুশলের কথা আর কি বলবো! গত দুই বৎসর ঠাকুর-সেবা চলাই কষ্ট হ'য়ে প'ড়েছে। নায়েব ম'শায়কে কত চিঠি লিখ্‌লাম, কোন উত্তরই পেলাম না, যাহোক্—ভালই হ'য়েছে, তুমি নিজেই এসেছো, নিজেই সব দেখে যেতে পার্‌বে। এই তল্লাটের সব খবর, প্রজাদের অবস্থা নিজে দেখে যেতে পার্‌বে।

অনিল। সেই জন্যই ত আমি নিয়ে এলুম। ঠাকুর, ছোট বাবুর মন বড় খারাপ। সে কালের রাজ রাজড়ারা মৃগয়া টৃগয়া ক'রে, দেশ ভ্রমণ ক'রে মন ভাল কর্‌তেন। তাই জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এলুম। আর দেখছি, লক্ষ্মীনারায়ণজী আমাদের উপর প্রসন্ন। ঠাকুর, যিনি উঠে গেলেন উনি কে? মানবী না দেবী, তা জান্‌তে পারি কি?

হরি। ওটী আমার কন্যা। আপনারা ঠাকুর দর্শনে এসেছেন্ অনেক বেলা হ'য়েছে, আপনাদের সৎকারের জন্য—কিছু আয়োজন ক'র্‌তে উঠে গেলেন।

অনিল। আরে ছি, ছি—তা উনি আমাদের জন্য কষ্ট ক'র্‌তে গেলেন কেন? আর আপনি কি ঠাউরেছেন ছোট বাবু ফল মূল খেয়ে এই বপুটা রেখেচেন? বরং তার চাইতে দুটো সংকীর্ত্তনের যে গান গাচ্ছিলেন তা' শুন্‌লে ওঁর মনটা ভাল হ'ত।

অমর। নাও, নাও, অনিল মিছে ব'কো না। ঠাকুর, আপনি ভিতরে মানা ক'রে আসুন। আমরা কাছারী বাড়ীতে গিয়েই খাওয়া

দাওয়া ক'রবো। আমাদের হাতীগুলো একটু ঘুরে আস্‌ছে—এলেই আমরা যাব।

হরি। তা, সে কথা তো সত্যই। তোমাদের আহারের উপযুক্ত আমি কি যোগাড় ক'র্‌তে পার্‌বো! ঠাকুরের ভোগ ছাড়া তো আর কিছুই নেই—আমি মনীষাকে ব'লে আসি, এখুনি আস্‌ছি।

অমর। না ঠাকুর, সে কথা মনে কর্‌বেন না, ঠাকুরের ভোগ মহাপ্রসাদ; তবে অসময়ে আপনাদের কষ্ট দেবো তাই বল্‌ছিলুম। ঠাকুরের চরণামৃত মুখে দিলেই আমাদের যথেষ্ট হ'বে।

হরি। আমি এখনই আস্‌ছি। চল বাবা বৃন্দাবন, দেখি কি যোগাড় ক'র্‌তে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অমর। কি মনোরম স্থান!

অনিল। তাই ত, বিঁধেছে দেখছি। তা বিঁধবে না,—বাবা কি পটোল-চেরা চোখ্, কি রং, কি রূপের খোলতাই, এ যে বনের ভিতর সত্যি সত্যি অপ্সরার বাস দেখ্‌ছি। বাবা, বইয়ে প'ড়েছিলুম যে, রাজপুত্র মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে মুনি কন্যার পিরীতে প'ড়ে গেলেন; এ যে দেখ্‌ছি সত্যই তাই হ'লো, কি বলো ভায়া, হা ক'রে চেয়ে র'য়েছ যে? তা' বল তো আমিই ঘটকালি করি। তুমিও তো বামুনের ছেলে, গান্ধর্ব বিয়ের ত কোন প্রয়োজন নেই।

অমর। কি বাজে বক্‌চো। ওঠো, ঐ কাছারীর লোকরা আস্‌ছে বুঝি।

(রাখালচরণ প্রমুখ কাছারীর ভৃত্যদের আগমন, হরিদাস ও মনীষার প্রবেশ)

রাখাল। এই যে, ছোট বাবু এখানে, আমরা বড় রাস্তার দিকে গিয়েছিলাম।

অমর। আমরা মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম কর্‌বার জন্য একটু ঘুরে এলাম। চলুন এখন সবাই কাছারীর দিকে যাই। আপনি আমাদের জন্য কিছু ব্যস্ত হবেন না। আমরাই সব ঠিক ক'রে নোবোখন্।

হরি। মা মনীষা, ঠাকুরের চরণামৃত বাবুদের দাও তো।

(মনীষা কর্ত্তৃক অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্র কোষা হইতে চরণামৃত অমর ও অনিলের হাতে ঢালিয়া দেওন।)

অনিল। আঃ কি অমৃত! কৃতার্থ হ'লাম। দিদি, এবারে ছোট বাবু নিশ্চয় উদ্ধার হ'লেন।

অমর। ঠাকুর, তবে প্রণাম হই, এখান থেকে যাবার আগে আবার লক্ষ্মীনারায়ণজীকে প্রণাম ক'রে যাব।

হরি। এসো বাবা, লক্ষ্মীনারায়ণ যেন তোমাদের মঙ্গল করেন।

[হরিদাস, বৃন্দাবন ও মনীষা ব্যতীত অপর সকলের প্রস্থান।

হরি। দেখ্‌লে মা মনীষা, আমাদের ছোট বাবুর কি সরল, শিশু স্বভাব; নারায়ণ যেন ওঁর ধর্ম্মে মতি দেন। চল, অনেক বেলা হ'য়েছে, তুমি মুখে একটু জল দেবে চল। বৃন্দাবন, তুমিও এস।

বৃন্দাবন। আপনারা যান, আমি একটু কাছারী বাড়ীর দিকে হ'য়ে আসবো।

(মনীষা ও হরিদাসের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ।)

বৃন্দাবন। সরল স্বভাব,—পৃথিবীতে যা চাওয়া যায় তাই পেলে কুটিল-স্বভাব আর কার হয়। যাই একবার এগিয়ে দেখে আসি গে।

[প্রস্থান।

মনীষা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—o—
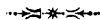
(কাল—৫ বৎসর পর)

সময়—সন্ধ্যা।

দৃশ্য বিবৃতি—পদ্মার অনতিদূরে সুরম্য সৌধধবল অট্টালিকা. সম্মুখে মনোরম শষ্পাবৃত, নানা কুসুম বৃক্ষ শোভিত উদ্যান—মর্ম্মর প্রস্তর মূর্ত্তি দ্বারা উদ্যান নানা স্থানে শোভিত। গৃহ, ও উদ্যান সৌদামিনী প্রভান্বিত দীপমালায় ঝলকিত। বাগানের মাঝখানেই খোলা যায়গায় মজলিস—গালিচা পাতিয়া বৈঠকখানা সজ্জিত হইয়াছে। গালিচার উপর চেয়ার, টেবিল, তাস খেলিবার মেজ প্রভৃতি সাজান। ১০।২০ জন যুবা ও প্রৌঢ় সৌখীন ভদ্রলোক আসীন। নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ, খেলা ও গান বাজনা চলিতেছে।

অনিল। ছোটবাবুর সব কাজই এলাহী রকম—বাড়ী ক'র্‌তে হয়তো এম্‌নি কর্ত্তে হয়। শুধু টাকা থাকলেই কি হয়? taste চাই, মাথা চাই। টাকাতো অনেক শালারই আছে। দেখতো এই বাগানে বসবার যায়গা ক'রে কেমন মানিয়েছে—কি সুন্দর মিঠে বাতাস!

নিতাই। অনিলের যে ভাব লেগে গেল দেখছি, কিন্তু হিমে বসে সর্দি না লাগিলে বাঁচি। আজ ছোটবাবুর "হাউস ওয়ার্মিং (house warming)—আজ ভোর পর্য্যন্ত আমোদ চলবে। আজ নাচ্‌বো, গাইবো, প্রাণে যা' চায় তাই কর্‌বো।

দেবেন। (দাবার বড়ে টিপিতে টিপিতে) তা যা ইচ্ছে করো বাবা, এখন একটু চুপ দেও দিকিন্‌। আর দুচালেই দাদাকে মাৎ ক'রেদি।

সুশীল। কে কাকে মাৎ করে দেখা যাবে। এই কিস্তি—এখন সাম্‌লাও দিকিন্‌।

রমানাথ। (পাশা বিছানার উপর ফেলিয়া) আরে—রে, রে, রে, লাগ, লাগ, চল পাশা ক'চে বার। এই ঘুঁটী কাঁচ্‌লাম্‌, আর এইখানে বস্‌লাম। এখন এস তো দাদা।

বিশ্বম্ভর। এস সুরেশ, এক হাত bridge খেলা যাক্‌। এ বেল্লিকগুলো twentieth centuryতে পাশা খেল্‌তে বসেছে। তোমাদের জন্য ছোটবাবু খেনো টেনো যোগাড় ক'রেছেন তো?

রমানাথ। আরে রেখে দাও তোমার bridge আর ফিরিজ, পাশা হ'চ্ছে ওমরাওদের খেলা—দিল্লীর বাদসাহেরা খেল্‌তেন। আর bridge ত আজ কাল আফিসের কেরাণীদের খেলা।

রমেশ। ও হো, হো, হো,—রমানাথ বলেছে বেশ। কিহে হাকিম সাহেব, এ যে "contempt of court" হয়ে গেল। গ্রেপ্তার হুকুম দেবে নাকি?

(অমরেন্দ্রবাবু ও মৃগেন্দ্রবাবুর প্রবেশ)

মৃগেন্দ্র। খাসা বাড়ী হয়েছে। এ রকম original plan ত আমি

কখনও দেখিনি। আপনি আমাদের ব্যবসায়ে থাক্‌লে architect হ'য়ে করে খেতে পার্‌তেন।

অমরেন্দ্র। এ আপনাদের কৃপায় এক রকম খাড়া করেছি। ভায়ারা বেশ জমিয়ে নিয়েছো দেখ্‌ছি, বেশ, বেশ।

অনিল। দেখুন বোস্ সাহেব, আপনারা ত Engineer লোক। খালি ইট্ সুর্‌কির শ্রাদ্ধ কর্‌লেই বাড়ী হয় না, ঐ স্কুল ঘরটা তৈরি কর্‌লেন, দেখ্‌লে মনে হয় জেলখানা। আর বৃষ্টি হলে সেদিন আর ছেলেদের বাড়ীতে গিয়ে গা ধুতে হয় না। সেইখানেই স্নান হয়ে যায়।

দেবেন্দ্র। আরে অনিলটা তো ভারি ফাজিল দেখ্‌ছি—পেটে কিছু না পড়তেই এই। দুই, এক peg পড়লে যে একে থামিয়ে রাখা যাবে না।

অনিল। ঠিক বলেছো দাদা। সন্ধ্যে ত কখন হ'য়ে গেছে। গাটা মাটী মাটী কর্‌ছে। বলি, ওহে ছোটবাবু, ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ধর্‌লে তারপর ঔষধ দেবে নাকি?

অমর। ওরে হরে! খানসামা বেটারা গেল কোথায়? আজকের দিনেই দেখা নেই বেটাদের! শিগ্‌গির আন্‌তে বল্।

অনিল। কিন্তু বাবা, আজ খালি whiskyতে সানাবেনা, সে তো নৈমিত্তিক কর্ম্ম। বারাণ্ডায় দেখ্‌লাম সারি সারি champagne সুন্দরীরা বরফে গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে রয়েছেন। তাদের আসরে নাবালে হয় না?

অবনী। আমাদের অনিলদার চোখের কাছে কিছু এড়াবার যো নেই, বাবা!

অনিল। হাঁ, আমার চোখ্ ত মাটীর দিকে। আর তুমি হাঁ ক'রে

ওদিকে ইহুদি না কোন্ দেশের মাগীর ছবির দিকে চেয়ে রয়েছো যে!

নিতাই। আরে কি বেল্লিকপনা আরম্ভ কর্‌লে!

অনিল। আচ্ছা আমি ত বেল্লিক হলুম। এখন গেলাসটা এদিকে বাড়িয়ে দাও দিকিন্।

(প্রায় সকলেরই whisky, champagne প্রভৃতি পান, ও তৎসঙ্গে চুরুট, সিগারেট ধূমপান ও পান চর্ব্বণ)

দেবেন্দ্র। ওহে রাত হচ্ছে, এবার একটু সঙ্গীত চর্চ্চা কর্লে হত না?

রমা। তার আর ভাবনা কি, সে তো অনেক প্রস্ত যোগাড় আছে। আর ছোটবাবুর "সুরবাহার" না শুনে আর বাড়ী যাচ্চিনে।

অমর। আমার বাজনা আর কি শুন্‌বে! এই—মানদাবাবু রয়েছেন, তাঁকে ধর। রীতি মত ওস্তাদের কাছে এখনও শিখ্‌ছেন।

মানদা। ভাই, আমার তো খালি পুঁথিগত বিদ্যে। তোমার মত মোলায়েম হাত তো নেই। আর ওস্তাদই বা এখন কে আছে? সেদিন চ'লে গেছে। এখন সে ছুন্নিও নেই, বড় আসমত্ খাঁও নেই। গান বাজনাতো এক রকম লোপ পেতে চল্লো, যা' হোক তুমি দু'হাত বাজাও।

অমর—আজকে আমারতো আর না বল্‌বার যো নেই; ওরে, হরে যন্ত্রটা দিয়ে যা।

(ভৃত্যের সুন্দর হাতীর দাঁতের কড়ি বাঁধান "সুরবাহার" অমরেন্দ্রের হাতে আনিয়া প্রদান, অমরবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তন্ময় হইয়া ইমন কল্যাণ, কানেড়া প্রভৃতি রাগরাগিণী আলাপ। সকলের নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ হইয়া শ্রবণ)

দেবেন। বেশ, বেশ, সাবাস বাবা; কিন্তু বাজনা শুনে ত গলা শুকিয়ে এলো; হরে ব্যাটা ভুলে গেল নাকি!

(সকলের হাস্য, দেবেনবাবুর champagne গলাধঃকরণ)

নিতাই। আরে, কি বেল্লিক হে তোমরা, চুপ দাও। আহা কি মিঠে আওয়াজ। এত বাবা যন্ত্র নয়, মানুষের গলা কোন্ ছার—যেন দেবতার গলার আওয়াজ বেরুচ্ছে।

ননী। আরে নিতাই বাবু, দেখো অত বাড়াবাড়ি কিছু নয়। শেষে ভাব্‌টাব্ লেগে হোঁচট খেয়ে মারা পড়্‌বে?

অমর। আচ্ছা আমি তো অনেকক্ষণ বাজালুম, এবার মানদাবাবু এক হাত বাজান।

দেবেন। সে হবে অখন। খাবার পর মানদাবাবুর বাজনা শোনা যাবে। এখন কিন্তু বাবা আর নিরিমিষ চলে না। আমাদের দেওয়ানজী গেলেন কোথায়? কল'কাতা থেকে যে বিদ্যাধরীরা এসেছেন তাঁদের কি সিন্দুকজাত করে রেখেচেন নাকি? না তাঁর খাস্‌কামরায় প্রথমে rehearsal হ'চ্ছে?

অনিল। আরে, তাইত, তাইত মিছে কাজে সময় কাট্‌চে যে—বেদেই ব'লে গেছে, "বিদ্যাধরী সমুৎপন্নে" আর সব কাজ ছিকেয় তুলে রাখ্‌বে। এই যে নাম কর্ত্তে কর্ত্তেই কালনিমে মামা উপস্থিত (দেওয়ানজীর প্রবেশ); বলি দেওয়ানজী বাবু বিদ্যাধরীরা কই?

গৌরীশঙ্কর। সকলেই প্রস্তুত—আপনারা হুকুম করলেই হাজির হয়। নিয়ে আসবো কি?

দেবেন। তাতে ক্ষতি কি! যারা আছে সকলকেই ডেকে নিয়ে আসুন।

ওহে বাপু ঠেকাটা আমায় দিওতো, আজ এদের সঙ্গে সঙ্গত করবো।

রমেশ। হ'য়েছে, বেশ ধরেছে দেখ্‌ছি; নিতান্ত পেঁচী, এরি মধ্যে এলোমেলো বক্‌তে স্থরু করলি।

(চামেলী বাই, নূরজাহান বাই ও তাহাদের সারেঙ্গীওয়ালা প্রভৃতি পরিষদগণের প্রবেশ)

দেবেন। আরে তোফা! তোফা! দেওয়ানজীর বেশ taste দেখ্‌তে পাই, যেন সব ডানকাটা পরী বল্‌লেই হয়। গাইতে পারে আর না পারে চেয়ে দেখ্‌বার মত বটে। তবে কতটা আসল, কতটা ঝুটো তা দূর থেকে বল্‌বো কি করে ভাই। দেওয়ানজী হয়তো তা বলতে পারেন; কি বল দেওয়ানজী?

গৌরী। হুজুর আপনার মত জহুরী থাকৃতে আমাদের মত আনাড়ীর কি কথা কওয়া সাজে। যা হোক বিবিজান্‌রা মুখ খুল্‌লেই পরিচয় পাবেন। নাও গো বাছা চামেলী তুমিই পত্তন কর।

চামেলী। তা কেন—আমি ত আর দিল্লীওয়ালী বাই নই, হিন্দি মিন্দিও বুঝিনে। আগে নূরজাহান বিবির হ'য়ে যাক, তার পরে আমার বাঙ্গালা দুই একটা হ'বে অখন।

অমর। হ্যা, আগে নূরজাহান বিবির গান হ'লেই ভাল হয় (নূরজাহানের দিকে চাহিয়া) বিবি সাহেব! আপ্ আগে ফরমাইয়ে।

নূরজাহান। য্যায়সা হুকুম হোয়—ভজন গাঁওয়ে?

অমর। বহুত বেহতর্।

(নূরজাহানের গীত)*

রাগিনী দেশ—তাল, তেতালা।

হামারে প্রভু আগুনে চিৎনাধর।
সমদরশি প্রভু নাম তোঁহার সোহি পার করো ॥
একলোহা পূজামে রহত,
এক ঘরে বধকে পরো।
খোতুবদা পারস নাহি জানে
কাঞ্চন হোতে ঘর ॥
একনদী এক নাগে কহুতৎ,
মায়াগো নীরে বহ,
সব বাহে মিলে এক বরণ হোয়ে,
গঙ্গা নাম ধর ॥

অমর। বাহবা বিবিজান! বহুত উম্‌দা, বহুত বেহতরা!

অনিল। বিবিজান গানটা গাইলেন ত উঁচুদরের; কিন্তু বেজায় ঠাণ্ডা, আমরা জ’মে যাবার উপক্রম হ’য়েছি। ওরে হরে, একটু গন্ধর্ব্ব রস ঢেলে দিয়ে যাত বাবা।

দেবেন। হ্যাঁ, অনিল দা ব’লেছে ঠিক, কালোয়াতি’ টালোয়াতি এত রাত্রে কেমন নিরিমিষের মত লাগে। এস ত বাবা চামেলী, একটা বাংলা গান গেয়ে কল্‌জে ত’র ক’রে দাওতো চাঁদমণি!

চামেলী। আপনার কল্‌জে ত’র কর্‌বার জন্যে ত আমার ঘুম হ’চ্ছে না। আচ্ছা দিদি, তুমি একটু জিরোও, আমি ততক্ষণ একটা গাই।

দেবেন! চুপ কর, চুপ কর সব।

চামেলী। তবে আমি গাইব না।

অমর। বিবিজান আসরে নাব্‌তে আজ্ঞা হোক্।

চামেলী। যো হুকুম্।

(নৃত্য করিতে করিতে গান)

ওলো সই, আমার বদন
ক'র্‌ছে কেমন ছন্‌ ছন্‌ ছন্‌
ফুরফুরে আজ মলয় হাওয়ায়।

২

পুরুষ নয় আমার পরশ পাথর
চাইনে তাদের সোহাগ আদর
লজ্জাবতী লতা আমি—
ঝ'রে যাই পুরুষ হাওয়ায়।

নিতাই। মেরে ফেল বাবা, মেরে ফেল।

দেবেন। আমিও নাচ্‌বো, আমি ঐ লজ্জাবতীকে ছোঁ'ব।

(দুইজনের উঠিয়া চামেলীর সঙ্গে নৃত্য)

চামেলীর গান—

৩

পরিয়ে দে নূতন পাখা,
সোণার বরণ মধুমাখা
ভেসে যাই স্বর্গে যেথা
মিন্‌সেদের নাই গন্ধ লেখা।

(গান শেষ হইবার পূর্ব্বে রামতনু ভাদুড়ীর প্রবেশ ও
কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকা)

অনিল। এই যে ভাদুড়ী মশাই, কি মনে ক'রে? পথ ভুলে নাকি?
না পাপীদের উদ্ধার কর্‌তে?

দেবেন। চুপ্ কর অনিল, যাদুমণির মুখ শুকিয়ে গেছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ওরে হরে, বেটারা কচ্ছিস্ কি? চোখের মাথা কি বেটারা একেবারে খেয়েছিস্।

(গ্লাসে whisky ঢালিয়া লইয়া চামেলীর মুখের কাছে ধরা—চামেলীর একটু whisky পান করিয়া আসন গ্রহণ)

(রামতনুর প্রতি) এস বাবা, তুমিও এসে বসে যাও, একটু প্রসাদ ক'রে দাও বাবা, এইখানেই ব'সনা; (একটী সারেঙ্গওয়ালাকে দেখাইয়া) দেখ্‌তে পাচ্ছ না শ্রীরামের ভৃত্য হনু ব'সে রয়েছেন।

রামতনু। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই এত বাড়াবাড়ি। (গলা উঠাইয়া) এই বাবা অমর, একবার দেখ্‌তে এলুম; বাড়ীর চা'দ্দিকে আলো দিয়ে মানিয়েচে বেশ—যেন ইন্দ্রপুরী! তা বাবা, দেশ শুদ্ধ লোক্‌কে বলেছো, বুড়ো জ্যেঠা ম'শায়কে কি মনে হ'লো না?

অমর। সে কি জ্যেঠাম'শাই! বলেন কি! আজকে ছেলে ছোক্‌রাদের বলেছি; এদের সঙ্গে কি আপনাদের বল্‌তে পারি? সে তো আর একদিন গুরুজন সবাইকে ব'ল্‌ব ব'লে ঠিক ক'রেছি।

রামতনু। না বাবা, আবার আর একদিন ব'ল্‌তে হবে না, দেওয়ানজী সেদিনই বল্‌ছিলেন এবার বড় দুর্ব্বৎসর, খাজনা টাজনা কিছুই বড় আদায় নেই, তার পরে তোমার ভাগবাটরা কর্‌তে অনেক ব্যয় হ'য়ে গেছে। এখন দিন কতক সাবধানে চলাই ভাল।

নরেশ। নাও আবার সৎপরামর্শ দিতে এলেন শনি খুড়ো। বুড়ো প্রাণ! আয় ব্যয়ের কথা ত অনেক বল্লে, কিন্তু অমর ভায়া হরিপুরের এই নূতন রেল আর চুণের ও কয়লার খনিতে কত লাভ কর্‌বে তার কিছু খবর রাখ কি? এই তোমাদের আম্‌সী চোষা

বড় বাবু যে তখন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাক্‌বেন। এক কিস্তিতেই সবাই মাৎ।

রামতনু। হ্যাঁ, বাবাজি যে ব্যাবসা বাণিজ্যে হাত দিয়েছেন তা শুনেছি,—কিন্তু, কি জান্‌লে—জমিদারের ছেলে, সনাতন জমিদারই ভাল। বিশেষ ব্যবসা বাণিজ্য যখন নিজে দেখ্‌তে পারেন না, তখন ওসবে না যাওয়াই ভাল।

দেবেন। আরে বাবা, তোমরা আমরা যদি তাই বুঝ্‌তে পারবো তবে নেংটী পর্‌বে কে? তাই বল্‌ছি রামু খুড়ো, আজ চুপ মেরে যাও বাবা।

রামতনু। না, রাগ করো কেন বাবা; ব্যবসা বাণিজ্যেতে যদি এত লাভই হবে, তা হ'লে লাভ হলে পরে ব্যয়টা বাড়ালে হয় না?

দেবেন। (চামেলীর দিকে চাহিয়া) আরে শুন্‌ছিস কি মাসী! রামু খুড়ো ত সম্পূর্ণ রসভঙ্গ কর্‌তে বসেছে। গানটা আর একবার গাওতো বাপধন, যে বুড়োর মাথা ঘুরে যাক্।

(চামেলীর whiskyর গ্লাস হাতে করিয়া গান)

"ওলো সই আমার বদন"—ইত্যাদি

দেওয়ানজী। এবার গা তুলুন হুজুরেরা—পাতে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, সব প্রস্তুত।

নরেশ। আরে রসো, রসো, আসর যে রকম জমেছে এখন কি উঠা যায়।

অমর। ওহে অনিল, আমি বলি খাবার পর আরো না হয় আমোদ করা যাবে। এখন যে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আসুন মৃগেন্দ্র বাবু আমরা এগোই।

দেবেন্দ্র। খেতে যদি নেহাতই যেতে হয় তা হ'লে বাবা একলা যাচ্ছিনি। এমন বেল্লিক নই যে বিধুমুখীদের একলা ফেলে যাব। এস তো বাবা তোমায় কোলে ক'রে নিয়ে যাই।

[ম]ানেলী। থাক্ আর আপনাকে কোলে ক'রে নিতে হবে না, কে কাকে সামলায় তার ঠিক নেই। আমরা আপনিই যাচ্ছি।

(রামতনু ও সারেঙ্গীওয়ালা ব্যতীত অপর সকলের ভোজন গৃহাভিমুখে প্রস্থান—সারেঙ্গীওয়ালা সারেঙ্গে সুর দিতে ব্যস্ত)

রামতনু। (স্বগতঃ) তাই ত এতো গতিক একেবারেই ভাল দেখ্‌ছিনে। কোথায় গিয়ে গড়ায় কে জানে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০—

দৃশ্য বিবৃতি—নদীর তটে একটী ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর, কুটীরের দ্বার নদীর খুব নিকটে, কুটীরের চারিধারে সামান্য বাগান। বাগানে বেল, জবা, কুন্দ প্রভৃতি দেশী ফুলের গাছ। কুটীরের একদিকে গোটা কতক সুপারী গাছ, আর একদিকে একটী বাগান। কুটীরের মেজে কম্বল আসনে বৃন্দাবন নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া চিন্তানিমগ্ন। সম্মুখে একটা উচু পিঁড়ির উপর একটা পুঁথি খোলা রহিয়াছে। বৃন্দাবনের দৃষ্টি কিন্তু নদী ছাড়াইয়া আকাশের দিকে। সরিষার খেত, প্রভাত বায়ুতে সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া আনিতেছে।

বৃন্দাবন। (স্বগত) তাই ত এত রাশি রাশি অন্ধকারে কুল কোথায়? উপায় কোথায়? আমি একলা কি কর্‌তে পারি? আমার দ্বারা কি হবে? ব্রাহ্মণ, প্রজারক্ষক জমিদার, রাজা, কৈ কাহাকেও ত দেখ্‌তে পাইনে? স্বয়ং নারায়ণ তিনিও বুঝি অন্তর্দ্ধান হ'লেন।

তবে কি এদেশ দৈব শাপগ্রস্ত বর্জ্জনীয়! সেইখানেই যাই, হয় ত সে সব কথা জানে না, জান্‌লে নিশ্চয়ই কিছু উপায় কর্‌বে। মন সাবধান—আমার চোখে ধুলো দিও না, সেই পাপ চিন্তায় কেন মরো? আমার স্থান এইখানে, ঐ দেখ ভগবানের স্থির শুভ্র অঙ্গুলীর নির্দ্দেশ, ভগবান! বল দাও, শান্তি দাও, কর্ত্তব্যে বিশ্বাস দাও।

(দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার প্রবেশ, শরীর শীর্ণা—মুখ মলিন ও দীপ্তিহীন)

অন্না। দাদা তুমি চুপ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবচো? আইমা বল্লে বেলা হ'য়েছে—নাইতে যাবে না?

বৃন্দা। এরি মধ্যে এত বেলা হ'য়ে গেছে। ও পাড়ার হরি দা, মুখুয্যেদা, আর গাঁয়ের অন্য অন্য মোড়লদের আস্‌বার কথা ছিল যে?

অন্না। বেলা কি তোমার জন্য ব'সে থাকবে? দাদা, তুমি যে ভেবে ভেবে একেবারে দড়ি হয়ে যাচ্ছ। একবার যাও না কিছু দিনের জন্য বেড়িয়ে এসো।

বৃন্দা। কোথায় আবার বেড়াতে যাব?

অন্না। কেন, দিদিমণি ত তোমায় ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। সেখানেও ঠাকুরের কোন পুরুত নেই, তুমি বাবুর বাড়ীর পুরুত হ'লে আমাদের কোন কষ্ট থাকে না।

বৃন্দা। তাই ত, অন্না তোর এত ছোট মাথায় এত বড় বুদ্ধি, তা চল আমি আর শুকিয়ে যাব না; খুব খেয়ে খেয়ে মোটা হ'ব! কিন্তু খাই কি? লোকে খায় কি এর যোগাড় তুই একটা ক'রে দিতে পারিস্‌?

অন্না। এখানে থেকেই বা তুমি তার কি উপায় ক'র্‌তে পার্‌চো? নাও নাও তুমি আর দেরী করো না! এস।

[প্রস্থান।

(একটী প্রৌঢ়ার প্রবেশ)

নিমুর মা। এই যে বাবা বৃন্দাবন, আজ একবার তোমায় গরীবের বাড়ীতে যেতে হ'বে। নিমুকে তুমি বাঁচাতে পার, এই তিন দিন ত একাহারী হ'য়ে রয়েছে, তোমার ঔষধ ত দু'বেলা খাওয়াচ্ছি।

বৃন্দা। তা যাব বৈ কি? দরকার হ'লে আজ রাত্রে তোমাদের ওখানেই শোব—আমার বিশ্বে ত বই পড়ে; তবে কাল থেকে হয় ত জ্বর কম পড়বে।

নিমুর মা। তুমি ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই নিমুকে বাঁচাতে পার্‌বে, তোমার এক ফোঁটা জলের ঔষধ খেয়েই ত আমরা বেঁচে আছি। এখন তবে আসি। বাছার জন্য দুটো বাতাসা যদি আইমার কাছে থাকে তবে নিয়ে যাই।

অন্না। আছে বৈ কি; গিয়ে দেখ।

[দুইজনের প্রস্থান।

(হরিসাধন, সত্য মুখুজ্যে, কালীধন বাঁড়ুজ্যে, নিমাই ঘোষ প্রভৃতি গ্রামের মাতব্বরদের প্রবেশ)

হরি। কিহে বাবাজী। আমাদের আস্‌তে একটু বিলম্ব হয়ে পড়েছে। আর সব পাড়া থেকে লোক জড় করা ত সহজ কথা নয়; তা এখন করা যাবে কি?

সত্য। আরে বাবা, কমিটী বৈঠক ক'রে কি জমিদারের খাজনা এড়াতে পার্‌ব, না মহাজনেরা সুদ ছেড়ে দেবে? আমাদের পরমেশ্বর

মার্ছেন তার আর মানুষে কি উপায় কর্বে? এদিকে অনাবৃষ্টি, তার পরে রোগের দৌরাত্ম্য। দেশটা গেল।

বৃন্দা। বসুন, বসুন জ্যেঠা মশায়! হরি দা, সবাই একটু বসুন্, আমাদের উপায় নেই ত জানি, তারি মধ্যে যদি কোন উপায় হয়।

নিমাই। তা বৃন্দাবন দা, তুমি যদি কোন উপায় কর্তে পার, তবে আমরা সবাই বেঁচে যাই।

বৃন্দা। আমি আর একলা কি উপায় কর্বো—তবে আমরা সকলে যদি একজোট হই, সকলের দুঃখ সুখ ভাগ ক'রেনি, সকলে মিলে জমিদারের কাছে, জেলার সাহেবের কাছে দুঃখ জানাই, তা হ'লে কিছু উপায় হ'তে পারে বৈকি! এই দেখুন না নন্দদুলাল সাউ আসে নি। আমাদের মধ্যে যা হোক তারই ত ঘরে কিছু নগদ পয়সা আছে। ইচ্ছে করলে বিনা সুদে, কি কম সুদেও ত সে এবার আমাদের চালিয়ে দিতে পারে।

নিমাই। রাম, রাম, বৃন্দাবন নিতান্ত ছেলেমানুষ, সকাল বেলা সে কসাইটার নাম কর্চে, এখন আজ আমাদের সকলের অন্ন জুট্‌লে হয়।

বৃন্দা। আচ্ছা সে যেন কসাই হ'ল। এই আমরা এখানে যারা আছি তাদের মধ্যেও যাদের তবু একটু অবস্থা ভাল তারা যদি এবারে গ্রামের নিতান্ত অনাথাদের চালিয়ে নেবার ভার নেন তা হলেও ত হতে পারে। এই যে মুখুজ্যে মশায় দু এক হাজার টাকা এবারে দুঃখীদের বিনা সুদে হাওলাত দিলেও ত পারেন।

মুখুজ্যে। হ্যাঁ আমার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা রয়েছে কি না? সব বেটারা পরের ঘাড়ে বোজা দিতে পার্‌লে ছাড়ে না। এখন তোমরা সবাই মিলে জমিদারের কাছে আর সরকারের কাছে কি দরখাস্ত

দেবে বল। সে বিষয়ে যদি কথাবার্ত্তা হয় তা হ'লে আমি আছি ; তা না হলে কার বাড়ীতে চুরী ডাকাতি করে কি নিয়ে অন্নছত্র খুল্‌তে হবে সে বিষয়ে যুক্তি পরামর্শ কর্‌তে আমি নেই। এ সময়ে বাড়ীতে ঢের কাজ আছে।

হরি। আরে মুখুজ্যে মশায় একেবারে চটে উঠলেন যে, বৃন্দাবন ত নিজের জন্য কিছু বলেনি, আর ঐ দরখাস্ত মরখাস্ত ত অনেক করা গেছে। খাজনা বাকীর নালিশ ছাড়াত জমিদার বাবুদের কাছ থেকে অন্য কিছু জবাব পাওয়া যায়নি।

মুখুজ্যে। তবে আর কি, যার যা কিছু আছে লুট্‌ তরাজ করে দেশ রক্ষা করা যাক্‌ ; চল্‌লাম বাবা এখানে আমার সুবিধা হবে না।

নিমাই। না তাত হবেই না, আপনিও সা বাবুদের বৈঠকখানায় গিয়ে আস্তানা নিন্‌গে। ভদ্রলোকের সহবাসে আপনার জাত যাবে হয়ত।

মুখুজ্যে। দেখ নিমাই তোমার যত বড় মুখ তত বড় কথা। গয়লা বৈত্‌ নয়। আজ বৃন্দে ছোঁড়ার জন্য ভদ্রলোক হ'য়ে বসেছেন, বামনের উপরে আবার শুদ্দুরের কথা!

বৃন্দাবন। মুখুজ্যে খুড়ো, আপনি চট্‌বেন না। আচ্ছা আপনি না হয় নগদ কিছু নাই বার কর্‌লেন। আমাদের স্কুলের দুটো মাষ্টারকে এ সময়ে বাড়ী থাক্‌তে দিন। মাইনে দিয়ে ছেলে পড়াতে পারে এমন অবস্থা খুব কম লোকেরই, মাষ্টারদের বাড়ী বাড়ীতে না রাখ্‌তে পারলে স্কুলটা হয়ত উঠে যাবে।

মুখুজ্যে। স্কুল উঠে গেলত ব'য়েই গেল। যারা মাইনে দিতে পারবে না তারা ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌বে নাকি? আর লেখাপড়া

শিখে ত বড় মাথা কিন্‌বে। শণ্ডা, গোঁয়ার হ'বে থালি। তোমাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি ক'রে দরকার নেই, আমি চল্লাম।

[লাঠি হস্তে উঠিয়া গমনোদ্যত।

হরি। বৃন্দাবন ভায়া যদি কিছু ক'রতে চাও আমাদের, যাদের ভদ্রলোক বলি, ত'াদের ছেড়ে দিয়ে চাষাদের কাছে যাও। আমাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না বাবা। পেতে পার পরনিন্দা আর আপনার স্বার্থ। চল্‌লাম ভাই, বেলা হ'য়েছে—আবার একদিন আসবো অথন।

(সকলে গাত্রোত্থান করিতে প্রস্তুত)

(অত্যন্ত পথশ্রান্তা একটী বিশীর্ণা বালিকা ও একটী বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। এই না বৃন্দাবন ঠাকুরের আস্তানা। ঠাকুর বাড়ী আছেন? আমারা ময়নাপুর থেকে আস্‌ছি।

বৃন্দাবন। কেন বাবা, আমারি নাম বৃন্দেঠাকুর।

বৃদ্ধ। বাবা তোমার নাম অনেক দূর থেকে শুনে বড় আশা ক'রে এসেছি। তোমাকে এই মেয়েটীর কোন হিল্লে করতেই হবে। ঘরে ১১ জন বেটা পুত নিয়ে ছিলাম, যম সবাইকে টেনে নিয়েছেন, এখন যদি এই নাতনীটাকে বাঁচাতে পারি। ওর আর কথা ক'ইবার শক্তি নাই। তুমি বসো মা (বালিকার ভূমিতলে উপবেশন)। ও'কে কিছু খেতে দাও বাবা।

বালিকা। তুমিও ত সকাল থেকে মুখে জল দাও নি দাদা, কাল্‌কেও খাওয়া হয়নি। তুমি না খেলে আমিও খাব না।

নিমাই। যাক্ বেশ সময়ে এসেছ মা তোমরা। এই যে মুখুজ্যে ম'শায় রয়েছেন, ওঁকে আমাদের জমিদার বল্‌লেই হয়। গরীব দুঃখীর কষ্ট উনি মোটে দেখ্‌তে পারেন না।

মুখুজ্যে। আমার ত আর পয়সা ফেলে দেবার যায়গা নেই যে যত রাজ্যের মরা, হাবড়াকে, বিলিয়ে বেড়াব। এসেছে আমাদের ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাড়ীতে, সেই ওদের দেবে অখন। রাম, রাম, বড় বেলা হ'য়ে গেলে। সকালটা মিছে গেল।

[প্রস্থান।

হরি। এ লোকটার মুখ দর্শন কর্‌লেও পাপ হয়। একে আবার গ্রামের ভাল মন্দর উপায় করবার জন্য বৃন্দাবন ডেকে এনেছিল? কিন্তু বলি বুড়োর বেটা, আমাদের সকলেরই অন্নাভাব। তোমাদের আমরা আর কি সাহায্য কর্‌বো, তবে এই সিকিটি আছে তোমাদের কাজে লাগ্‌বে।

(সকলের কিছু কিছু প্রদান)

বৃদ্ধ। বেঁচে থাক বাবারা। দীর্ঘজীবি হও।

হরি। আর দীর্ঘজীবনে কাজ নেই, এখন সংসার থেকে নিষ্কৃতি পেলেই হয়।

বৃন্দাবন ও আগন্তুক ব্যতিরেকে সকলের প্রস্থান।

বৃন্দাবন। অন্না, অন্না।

বৃদ্ধ। বাবা বড়ই ক্ষুধার তাড়না, কিছু জোগাড় হবে না?

বৃন্দাবন। হবে বৈ কি, অন্না, একটা অতিথিকে যে কিছু খেতে দিতে হয় বোন।

অন্না। কি আর আছে দাদা, ড়্‌কুন্‌কে চালের ভাত, আর কাঁচকলা ভাতে আছে মাত্র।

বৃন্দাবন। আচ্ছা যা আছে বোন চল আমরা সবাই মিলে ভাগ করে খাই, আমার আজ শরীরটা ভালও নাই, বড় কিছু খাব না। নিধুর মার বাড়ীতে এখুনি যেতে হ'বে। নিধুর ভারি অসুখ।

অম্বা। উঠ বোন।

বালিকা। এস বাবা, উঠানে চল, আগে মুখ হাত ধোও।

বৃন্দা। হ্যাঁ, নিয়ে যা, আমি একবার নদীতে ডুব দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—o—

দৃশ্য বিবৃতি—শারদীয়া পূর্ণিমা নিশি, ছাদের উপর শীতল পাটীর বিছানা। বেলা, চামেলী, জুঁইয়ের ফুল ও মালা রূপার থালায় সাজান। একটা "বেহালা" ও একটা "সুরবাহার" একখানি কেদারার উপর রহিয়াছে। অদূরে ভরা পদ্মা চন্দ্রালোকে ঝক্ মক্ করিতেছে। মনীষা শীতল পাটীর কোণে বসিয়া, অমরেন্দ্র তাহার ৪ বৎসরের শিশুপুত্র সোণাবাবুর সঙ্গে ক্রীড়ায় ব্যস্ত।

সোণা। বাবা, আমি মস্ত এক গালি নেব; ভোঁ—ভোঁ—কু—কু।

অমর। তোর মাকে বল; আমার পয়সা নেই; আচ্ছা আয় আমি এলের গাড়ী হচ্ছি, তুই আমার পিঠে চড়।

সোণা। কু—কু বাবা, দৌড়োও, এলের গালি বুঝি এম্নি আস্তে চলে। (অমরেন্দ্র খানিকটা, সোণাকে ঘাড়ে করিয়া ছাদের উপর দৌড়িয়া আসিয়া, যেখানে বিছানার উপর তাকিয়া সাজান ছিল সেখানে আসিয়া) এই যাঃ—রেলের গাড়ী নর্দ্দমায় প'ড়ে গেল!

(বালিসের উপর সোণাকে রাখিয়া দেওন)

সোণা। না বাবা, ভাল "এল গালি" নয়, বড় আস্তে চলে, এত শীগ্গির থামে না, আবার চল।

অমর। এইতেই "এলের গালি" হাঁপিয়ে পড়েছে, অনেক হ'য়েছে (সোণা উঠিয়া বসিয়া বেহালা লইয়া কোঁ কোঁ শব্দ করিতে ব্যস্ত) হ্যাঁ বেশ! তুই বেহালা বাজা আর আমি শুনি। (মনীষার কাছে সরিয়া গিয়া) আজ এত গম্ভীর হ'য়ে কি ভাব্‌ছ?

মনীষা। ভাব্‌বো আবার কি, এই সংসারের কথাই ভাব্‌চি।

অমর। যত ভাবনা কি আমি এলেই জেগে উঠে?

মনীষা। রাগ ক'রোনা, আমি হয়তো বুঝ্‌তে পারিনে, কিন্তু বড় দিদিও কাল বল্‌ছিলেন দেওয়ানজীই এই বাড়ীর কর্ত্তা, তিনি যা করেন তাই হয়। তুমি নিজে কিছু দেখ না।

অমর। তা হ'লেই হ'য়েছে। বড় গিন্নি আবার তোমায় ধরেছেন! দাদাকে ত ভেড়া বানিয়ে রেখেছেন, তোমাকেও সেই উপদেশ দিচ্ছেন বুঝি?

মনীষা। তুমি ভেড়া হ'বারই মানুষ বটে। আমি না হয় তোমার পোষা ময়না পাখী হলুম, কিন্তু দাসীকে দয়া ক'রে দু' একটা কথা জান্‌তে দিলে দোষ আছে কি?

অমর। সবই ত জান, তোমার কাছে লুকিয়ে রেখেছি কি?

মনীষা। কই আমি কি জানি; দিদি বল্লেন অনেক টাকা কর্জ্জ করে নাকি মোটর কোম্পানী খোলা হয়েছে, আর কয়লা ও চুণের ব্যবসা করা হচ্চে! ব্যবসা যখন নিজে দেখ্‌তে পারবে না তখন তাতে কি লাভ হবে? খালি দেওয়ানজীর পরামর্শ শুনে এতটা বিপদের মধ্যে যাওয়া কেন?

অমর। তুমি কি আমাকে বোকা পেলে নাকি? যে দেওয়ানজী আমাকে কলের পুঁতুলের মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—সে যা বল্‌ছে তাই কর্‌ছি—ঐ দেখ তুমি আমার সঙ্গে এমনি তর্ক কর্‌তে থাক আর

ছেলেটা ছাদ থেকে পড়ে মরুক। নাও, এখন বেহালাটা অভ্যাস কর্‌তে চাও ত বল; তা না হ'লে আমি নীচে নেবে যাই, আমার অনেক কাজ আছে। (সোণাবাবুর খানিকক্ষণ বেহালা লইয়া তাহা হইতে নানা রকম শব্দ বাহির করিয়া একটী ফুলের মালা গলায় তুলিয়া লইয়া ছাদের প্রান্তের দিকে অগ্রসর; অমরেন্দ্রের দৌড়িয়া গিয়া ছেলে কোলে তুলিয়া লইয়া পুনরায় মনীষার কাছে আসিয়া উপবেশন)

মনীষা। (কাছে আসিয়া অমরের গলায় হাত রাখিয়া) আগে বল যে তুমি আমার উপর রাগ কর্‌বে না, আর সোণার কথা মনে রেখে আর এই সব ব্যবসায়ে হাত দেবে না।

অমর। (মনীষার মুখ চুম্বন করিয়া) আচ্ছা নাও, তাই হবে। এবার দেওয়ানজীকে বের করে দিয়ে তোমাকে রাজমন্ত্রী কর্‌ব। কই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অমন ক'রে চুপ ক'রে রইলে যে?

মনীষা। না, মুখ ফিরোবো কেন? এখন পর্য্যন্ত তোমার ঐ পোড়া গন্ধ আমার অভ্যাস হ'লো না—আর তুমি ত বলেছিলে আর ও সব খাবে না।

অমর। না বাবু, চল্লুম, নিজের বাড়ীতে চোর হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বো না। রইল তোমার বেহালা (বেহালা দূরে ফেলিয়া দিয়া) আমি তোমায় ছুঁলে যদি তোমার ঘেন্না হয়, তা হ'লে বল আমি আর অন্দর মহলে আসবো না।

(সক্রোধে সোপান দিয়া অবতরণ)

মনীষা। ওগো ফিরে এস, আমি আর কিছু বল্‌ব না; ও সোণা তোর বাবা যে চ'লে গেল, ডাক না? (অমর ফিরিল না, সোণা ফিরিয়া মাতার গলা জড়াইয়া ধরিল) বাবা, সোণা, আমাদের দশা কি

হবে? কে তোমার বাবাকে ফেরাবে?

সোণা। আমি বাবাকে ধলে আন্‌বো মা; যাব ধ'লে আনবো?

মনীষা। না বাবা, তুমি একলা সিঁড়িতে নেমো না। ঐ তোমার পিসীমা এসেছেন।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। কি হ'য়েচে বউ, অমন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? ছোট্‌দা অমন মুখ ভার ক'রে নেবে গেলেন যে?

মনীষা। উনি আমার উপর রাগ ক'রে নেবে গেলেন, বড় দিদি কাল যে সব কথা ব'লছিলেন সেই কথা পেড়েছিলুম। ভাই আমাদের কি দশা হবে ঠাকুরঝি?

লীলা। তুমি বোন আমাদের ঘরের লক্ষ্মী—তুমি থাক্‌তে যে আমাদের কোন অমঙ্গল হ'বে তা'তো মনে হয় না; কিন্তু ছোট্‌দা বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন। তুমি হয়তো সব জান না। তোমাকে সব না জানালেও চলে না।

মনীষা। কেন ঠাকুরঝি, আবার কি হয়েছে?

লীলা। নারায়ণী, মোক্ষদা, আর সব চাকর বাকরেরা নাকি কাণা-কাণি করে, বৈঠকখানাতেও বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। আর এত বাড়াবাড়ি নাকি দেওয়ানজীর জন্যই হ'চ্ছে।

মনীষা। কি সর্ব্বনাশ। বোন্ কি উপায় হবে?

লীলা। উপায় সব তোমারই হাতে; তোমার মত গুণবতী সুন্দরী স্ত্রী কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? ছোটদার মনটা খুব সাদা, পরের কষ্ট একটুও দেখ্‌তে পারেন না। খালি বদ্ সঙ্গেই এ রকম হয়ে যাচ্ছেন, তুমি একটু শক্ত হ'লেই সুধ্‌রে যাবেন।

মনীষা। ঠাকুরঝি, আমি যে স্বামীর মন পাবার উপায় কিছুই জানিনে, হরিপুরের বন থেকে তোমাদের বাড়ীতে এসেছি, কে আমায় শিখিয়ে দেবে? কি উপায় আমি কর্‌বো?

লীলা। লক্ষ্মীনারায়ণ তোমার ইষ্টদেবতা, তিনিই তোমায় শিখিয়ে দেবেন স্বামীকে কি ক'রে বশ কর্‌তে হয়। এখন চল নীচে যাই। হিমে থাক্‌লে সোণার অসুখ কর্‌বে। ঝিকে ডেকেছি, বিছানাপত্র উঠিয়ে নিয়ে যাবে অখন।

সোণা। পিসী, আমি তোমাল কোলে—

লীলা। না, আমি তোকে কোলে নেব না।

[চুম্বনানন্তর কোলে তুলিয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

দৃশ্য বিবৃতি—অমরেন্দ্র বাবুর আফিস্ কামরা। ঘরে দেওয়ালের মাথা পর্য্যন্ত আলমায়রা, ইংরাজি ও বাংলা পুস্তকে সাজান; টেবিলের উপর মার্ব্বেল পাথরে অপ্সরার প্রতিমূর্ত্তি; দেওয়ালে স্বদেশী চিত্রকরের ছবি। ডানা বিস্তৃত করিয়া কালের প্রতিমূর্ত্তি ও তাহার তলায় একটী ঘড়ি। সম্মুখে ক্ষুদ্র বাগান; বাগানের উপর বারান্দা, বারান্দায় অমরবাবু পায়চারী করিতেছেন; (মুখ বিশীর্ণ ও চিন্তা রেখাঙ্কিত) সময় প্রভাত।

অমর। (স্বগত) সব বুঝি ব্যর্থ হল। এখন উপায়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বিপদ কি সব একসময়েই আমার মাথায় প'ড়ছে। এর মধ্যে কারুর কি কিছু কারচুপি আছে নাকি? এ দেওয়ান বেটার পরামর্শেই ত সব কাজ ক'রেছি, তখন ত বুঝিয়ে দিলে—কাজে

হাত দিলেই সোণা ফলবে। আজ ত মুঠো খুলে যা দেখি সব ছাই—সব ঝুটো! coal mineএর সেয়ার যা ৫০৲ টাকা ক'রে কিনেছিলাম, যার ২০০৲ টাকা ক'রে দর উঠেছিল তখন ছাড়লাম না, আজ ৫৲ টাকা নেবে গেছে! এক মাস মোটর চালিয়ে ম্যানেজার এক রাশ টাকা লোকসান্ ক'রলে—মূলধন বিক্রী করলেও এখন দেনা শোধ হবে না। আর তারপর এ পাটের কাজে—৫০ হাজার টাকা লোক্সান। তিন দিনের মধ্যে দিতে না পার্‌লে নালিস ক'রবে। তিন দিনের মধ্যে আবার ৫০ হাজার টাকা ধার করি কোথেকে। আর যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে কাড়িয়ে match factoryতে দিলুম, তারও যে অবস্থা হ'য়েছে, বেশী দিন যে টেঁকে তা মনে হয় না।

(মালীর প্রবেশ)

মালী। হুজুর, আজ্‌কে সেই বিলাতি ফুলের কেয়ারী গুলোর নক্সা ক'রে দেবেন বল্‌ছিলেন, আজ সময় হবে কি ?

অমর। না, আজ আমার একেবারে সময় নেই। আর বিলাতি ফুলের কেয়ারী !

মালী। তা নক্সা ক'রতে সময় না থাকে, কলমের আমের চারাগুলো কোথায় লাগাবো। একবার না দেখিয়ে দিলে হয়ত কলমগুলো নষ্ট হ'য়ে যাবে।

অমর। যা—যা বেটা বিরক্ত করিস্ নে। গাছগুলো আবার কোথায় লাগাতে হবে? আমার মাথায় নাকি? যেখানে হয় লাগিয়ে দিগে যা। ওরে হরে! দেওয়ানজী যদি এসে থাকেন ত শিগ্‌গির একবার ডেকে দেত।

(মালীর প্রস্থান ও গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

গৌরীশঙ্কর। আজ সকাল সকাল আমি নিজেই এসেছি। তাইত সময়টা বড় খারাপ পড়েছে ; কিছুতেই সুবিধা হচ্চে না।

অমর। তিন দিনের মধ্যেই পাট চালান দিতে হবে। বাজারের যা দর ৫০০০০৲ এতেই লোক্‌সান্! টাকাত এখুনি চাই, উপায় কি ?

গৌরী। ব্যবসা ক'রতে হ'লে লাভ লোক্‌সান্ দুইয়ের জন্য মন এঁটে রাখ্‌তে হবে। আজ লোকসান হয়েছে, কাল লাভ হবে, তার জন্য বেশী উদ্বিগ্ন হবার কারণ নাই। টাকা আরো কিছু ধার ক'রতে হবে। তার জন্য কাল কৃষ্ণ সাহার কাছে গিয়েছিলেম, আজ এখুনি হয়তো তারা আস্‌বে।

অমর। পাটের দর এত চড়ে যাবে তা আপনি কাল খবর পেয়েছিলেন নাকি ? তাহ'লে কালকেও আবার একটা নূতন বন্দোবস্ত ক'রলেন কেন ?

গৌরী। না, তখনও কোন খবর পাইনি, তাহ'লে কি আর ও কাজ করি।

অমর। এ দুবছর থেকে জমিদারীর আদায় তশীলও তো এক রকম বন্ধ, এত খারাপ অবস্থা হওয়ার কারণ কি ?

গৌরী। নিজে জমিদারীতে বেরুলেই কারণ বুঝতে পারেন।

অমর। কেন, কালকেই ত দাদা বল্‌ছিলেন যে তাঁর তরফে আদায় একেবারে বন্ধ হয় নাই, অবশ্য একটু অসুবিধা তাঁদেরও হ'য়েছে —কিন্তু রাজখাজনা, establishment খরচ, সবই চলে যাচ্ছে, সে জন্য কিছু ধার কর্ত্তে হয়নি।

গৌরী। যদি আপনাদের ভায়ে ভায়ে এতই মনের মিল, যে বড়বাবু যা বল্লেন আপনি তা একেবারে বেদবাক্য বলে মেনে নিলেন, তাহ'লে

এত মোকদ্দমাই বা আপনারা করলেন কেন, ভিন্নই বা হলেন কেন? ছোট বাবু, আমার উপর যদি আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হয়, তা হ'লে আমাকে বল্লেই পারেন, বড়বাবু তো রোজ আমাকে সাধাসাধি কচ্ছেন; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য ছোটর দিক অবলম্বন করা; আর আমারও বিশ্বাস ছিল যে, আপনি আমাকে ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন।

অমর। না দেওয়ানজী অবিশ্বাসের কথা নয়; কিন্তু এই তিন বৎসর হ'লো পৃথক জমিদারীর ভার নিয়েছি, বেশী দিন যে আর জমিদারী থাকে তাতো মনে হয় না। সব কাজই ত আপনার পরামর্শ মত হচ্চে, কিন্তু এরই মধ্যে ঋণ ত প্রায় তিন লাখ্ টাকা হল।

গৌরী। সবই হরির ইচ্ছা! আজ একটু খারাপ সময় প'ড়েছে, আবার দুদিনেই লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হ'বেন। আপনি কিছু ছেলে মানুষ বলে এত উদ্বিগ্ন হ'চ্চেন—(দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই বুঝি সাহ বাবুরা আস্‌ছেন—আসুন—আসুন। ছোট বাবু এখানেই আছেন—আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন।

(কৃষ্ণসার প্রবেশ)

অমর। আসুন কৃষ্ণ বাবু আসুন, আসুন, ওরে তামাক দিয়ে যা।

কৃষ্ণ। থাক্ থাক্, আমরা চাষাভুষো মানুষ, আমাদের জন্য অত হেঙ্গামা ক'র্‌ছেন কেন? আমরা তো আপনাদেরই আশ্রিত লোক।

গৌরী। কৃষ্ণ বাবুর কথাগুলি যেমন মিষ্টি, সুদের বহরটা যদি তেমনি খাটো হত তা হ'লে অনেক খাতক বেঁচে যেত।

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) দেওয়ানজীর কেবল ঠাট্টা করার অভ্যাস। টাকা

পাবই বা কোথা আর সুদই বা দিচ্ছে কে? আজ কালের বাজারে মূলধনটা পেলেই বেঁচে যাই।

অমর। তা ত নিশ্চয়ই। পরহিত করাই আপনার ব্যবসায়, তবে আপাততঃ আমার ৫০ হাজার টাকার নিতান্ত দরকার পড়েছে। সা মশাই, কিছু অল্প সুদে টাকাটা দিতে পার্‌বেন কি?

কৃষ্ণ। কি সর্ব্বনাশ? পঞ্চাশ হাজার টাকা! হাতে যে নগদ টাকা কিছুই নাই। এই পরশু খয়রা বাড়ীর জমিদারকে এক লাখ টাকা দিতে হ'লো। তা যা হো'ক, আপনার যখন দরকার হয়েছে তখন কোন খান্ থেকে জোগাড় করে দিতেই হবে। তবে লোন আফিসে টাকাটা সহজেই পেতেন, তার সুদের দরও খুব সুবিধে, মোটে শতকরা মাসে ৩৲ টাকা করে—আমি ত খয়রাবাড়ীতে ৪৲ টাকা হিসাবে দিলাম।

গৌরী। সর্ব্বনাশ! কৃষ্ণ বাবু, কাজের কথা বলুন। আপনিও আমাকে চেনেন, আমিও আপনাকে চিনি। বাজে সময় নষ্ট ক'রে কি হবে! দেখুন বাবুর হাণ্ডনোটে আপনার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আগে থেকেই রয়েছে, এই পঞ্চাশ হাজার হ'লে লক্ষ টাকা হবে, বাবু দুটো বড় মহাল আপনার কাছে বাঁধা রেখে টাকা নেবেন। এক টাকা হিসাবে সব টাকার সুদ করে দিন।

কৃষ্ণ। এক টাকা হিসাবে যদি পাই তা হ'লে আমিই টাকা ধার নিতে প্রস্তুত আছি। দেওয়ানজী বাবু তাই ত বলছিলুম আপনি কেঁয়ে বাবুদের কাছ থেকে অথবা কোন আফিস্ থেকে এই টাকা নিন্।

অমর। বেশ তবে তাই চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু দেখুন এক টাকা না হোক, পাঁচসিকে ক'রে দিতে আমি রাজী আছি। যখন

আপনার সঙ্গে কাজ কর্ম্ম করছি, আবার এঁ কথা বাজারে রাষ্ট্র হয় সেটা আমার ইচ্ছা নয়।

কৃষ্ণ। দেখুন ছোটবাবু তা হলে আর কথায় কাজ নেই, দেড় টাকা হিসাবে আমি রাজী আছি। যদি রাজী হন তাহলে এখনই কাজ সারা হ'তে পারে।

গৌরী। কৃষ্ণবাবু কি ভাবচেন, হাঁড়িকাঠে পাঁঠা ত মাথা দিয়েছে, কোপ দিয়ে ফেল্‌তে পারলেই হয়। যা হোক একেবারে এত তাড়াতাড়ির কাজ কি? কাল কি পরশু গিয়ে আমি সব কথা পাকা ক'রে আসবো। আর এ কাজটা বড়বাবুর পরামর্শ না নিয়ে ত করা হবে না। কি বলেন ছোটবাবু?

অমর। আচ্ছা তাই হবে। আমি কালকেই দেওয়ানজীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

কৃষ্ণ। না তাড়াতাড়ি কিসের—দেওয়ানজী বল্‌ছিলেন কাজটা বড় জরুরী, তাই আমি বল্‌ছিলাম। আচ্ছা তবে আজ আসি।

[কৃষ্ণ বাবুর প্রস্থান।

গৌরী। বেটা কসায়ের চেয়েও অধম! যা হোক বান্দার সঙ্গে অত সহজে জুয়াচুরী খাট্‌বে না। ছোটবাবু এর মধ্যে একটা কথা আছে, তুনিয়া যে রকম সেই রকমই ত কাজ ক'র্‌তে হবে। বিষয়টা একরকম পাকা বন্দোবস্ত ক'রে তবে ত বাঁধা টাঁধা দিতে যাওয়া।

অমর। কি রকম পাকা বন্দোবস্ত? টাকাই যখন ক্রমাগত কর্জ্জ ক'র্‌তে হ'চ্চে তখন আর বিষয় রক্ষে ক'র্‌তে পার্‌বো কি ক'রে?

গৌরী। বিষয়টা আপনার থাকা যা গৃহিণীর থাকাও তাই ; যখন সময় খারাপ পড়েছে, তখন বিষয় সম্পত্তি সব, আমার মতে ওঁর নামে ক'রে দেওয়াই ভাল, কি জানি কবে নালিশ ফরিয়াদ উপস্থিত হয়।

অমর। বিষয় স্ত্রীর নামে ক'রে দিলে সে বিষয় বাঁধা দেব কি ক'রে ?

গৌরী। বিষয় যে স্ত্রীর নামে ক'রে দেবেন একথা সকলেরই যে জান্তে হবে এমন কথাত কিছু নেই।

অমর। সে কি ! জোচ্চুরী ক'র্‌বো ! তা আমাকে দিয়ে হবে না—আর আমি রাজী হলেও আমার স্ত্রী এ'তে কখনই রাজী হবেন না। এমন কি, বিষয় বাঁধা দিতে হচ্চে এ কথাও তাঁর কানে তুল্‌তে আমি পারবো না।

গৌরী। পৃথিবীতে থাকতে হ'লে দুনিয়ার রীতি নীতি মেনে চল্‌তে হয়। সব কাজেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হ'য়ে বস্‌লে কি চলে ? আচ্ছা, গিন্নীর নামে না ক'রে দিতে চান, বড়বাবুর নামে ক'রে রাখা যাক্ ; যাহোক তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রতে তো দোষ নেই ; ভিন্নই না হয় হয়েছেন, তবুত তিনি বড়।

অমর। দাদা যে এসব কাজে মত দেবেন, আমার তো মনে হয় না।

গৌরী। সে সব ভার আমার উপর রইল। তিনি যে এই টাকাগুলো ঘর থেকেই দেবেন না, তাই বা কে জানে ? হাজার হোক ভাইত—বিপদে পড়েছে, তিনি কি আর কিছুই সাহায্য ক'রবেন না ?

অমর। আচ্ছা যা হয় তুমি করগে যাও। দাদা কি বলেন আমায় এসে ব'লো। এসব কথা আমি তাঁকে বলতে পারবো না।

(অনিল বাবুর প্রবেশ)

এই যে অনিল—এ সময় উপস্থিত যে ?

অনিল। বেশ তো! আজ সকালে মাছ ধর্‌তে যাওয়ার ঠিক ছিলনা ? এখন তোফা সব ভুলে গেলে নাকি ? ব্যাপার কি ? মুখটা শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি যে !

অমর। নাঃ শরীরটা বড় ভাল নেই—আজ আর এখন বেরুব না।

অনিল। নাঃ এই দেওয়ানজীর জ্বালায় আর কাজের জ্বালায় লোকটাকে বাঁচ্‌তে দেবে না দেখ্‌চি। তুমি বেরোও ত দেওয়ানজী। তুমি না গেলে বাবুর অসুখ কোন রকমেই সারবে না। ওরে হরে, একবার এদিকে আয় দিকিন্। আমি বাবুর সর্দ্দি সারিয়ে দিচ্ছি।

(দেওয়ানজীর প্রস্থান ও হরের প্রবেশ)

শিগ্‌গির দু পেগ্ ব্রাণ্ডি নিয়ে আয় তো, আর শ্যামাকে বল দিকিন্ ছিপগুলো আর চারা টারা গুলো সব ঠিক ক'রে রাখে। এ বাদলায় বসে দেওয়ান বাবুর ভ্যানভ্যানানি শুন্‌লে আস্ত মানুষেরই জ্বর হয়, তাতে তোমার তো শরীরটা একটু নরম হয়েছে।

অমর। আঃ বাঁচ্‌লুম, তুমি এলে অনিল। হ্যাঁ চল আজ বাগানবাড়ীতে মাছ ধরতে যাই, সেইখানেই আজ খাওয়া দাওয়া করা যাবে।

অনিল। আজ বাগানেই যখন খাওয়া দাওয়া, তখন কি দিনটা একলাই কাট্‌বে নাকি ?

অমর। তা এখন বেরোও, তার যোগাড় হবে অখন। আস্তাবল থেকে মোটরটা নিয়ে নোবো, এখন যাও।

[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

দৃশ্য বিবৃতি—সমরেন্দ্র বাবুর গৃহ, গৃহের সম্মুখে উদ্যান, উদ্যানের ফটকের সম্মুখে রাজপথ। বাগানে একটি খোলা ঘর। কয়েকখানা কিছু ময়লা কেদারা, দু'একটা মোড়া, ঠাকুর ঠাকুরাণীর ছবি, একটী টেবিলের উপর ফুল সাজান। বাহিরে ফটকের সম্মুখে দুইজন সেপাই পাহারা। সমর বাবুর পুত্র মুরারি সেই ঘরে উপবিষ্ট।

(অমরের প্রবেশ)

মুরারি। কাকাবাবু, আর ত বড় এ দিকে আস না। আর যে মস্ত বাড়ী ক'রেছ, আমাদের যেতেও ভয় করে।

অমর। তাই ত মুরারি তোমার মুখেও কথা ফোটে। আমিও তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আস্‌ব আস্‌ব মনে কচ্ছিলুম, নানান্ কাজে পেরে উঠিনি। ব্যাপারটা কি? তুমি নাকি শুন্‌লুম লেখাপড়া বন্ধ করেছ। আজকাল বি, এ পর্য্যন্ত না প'ড়্‌লে ত কোন কাজেই লাগে না। আর তোমার এত সুবিধা থাক্‌তে লেখা পড়া বন্ধ করার প্রয়োজন কি?

মুরারি। কি কর্‌ব কাকা বাবু? বাবা বলেন, কলেজের লেখা পড়া আর বেশী ক'রে কি হবে? চাকরী বাকরী ক'রতে হ'লে ত তিনি লাটসাহেবকে বলেই ক'রে দিতে পারেন; কিন্তু বাবা বলেন, তাঁর সাহেবদের সঙ্গে এত চিঠি পত্র লিখ্‌তে হয় যে বাড়ীতে আমাদের একজন না থাক্‌লে তাঁর সুবিধা হয় না; আর এখন

থেকে জমিদারীর বিষয় নিজে না দেখ্‌লে পরে অসুবিধা হ'তে পারে।

অমর। সেত ভাল কথা, নিজে যদি জমিদারী ছ্যাখ ট্যাখ তা হলে ত বেশ ভাল হয়। কিন্তু কৈ মহালে কখন বেরিয়েছ কি? খালি দাদার চিঠি পত্র লেখ্‌বার জন্য তোমার লেখা পড়া বন্ধ করে ঘরে বসে থাকার ত কোন দরকার দেখি না; একজন ভাল দেখে প্রাইভেট সেক্রেটারীর মত লোক রাখলেই হ'তে পারে।

মুরারি। কাকা, সে সব কি আর যে সে চিঠি লেখা! বাবা যে এখন অত্যন্ত উঁচুতে উঠে যাচ্ছেন। এই সে দিন ক'লকেতায় গেছ্‌লেন, বড়লাট নিজে তাঁকে সব ঘর দেখিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। আর কোন ঘরে কি ছবি লাগালে ভাল হয় তাঁর পরামর্শ নিয়েছেন। এখন এই নিয়েই কত রকমের লেখা পড়া ক'র্‌তে হবে।

অমর। এত কথা তাতো আমি জান্‌তাম না। যাহোক তোমাকে যদি এখানেই থাক্‌তে হয়, তাহ'লে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মেশামিশি ক'রে, কিংবা District Boardএর মেম্বার টেম্বার হ'য়ে যাতে মান মর্য্যাদার সঙ্গে সময় কাটে তাই কর্ত্তে হবে ত?

(সমর বাবুর প্রবেশ, গায়ে নামাবলী, হাতে মালা)

সমর। এই যে ছোটবাবু; কতক্ষণ হ'ল এসেছ? বেটারা কেউ খবরও দেয়নি। ওরে নিবারণ, এই খানেই তেল নিয়ে আয়, এসেছ ভালই হয়েছে, তোমাকে ডাকিয়ে পাঠাব মনে করছিলুম, অনেকদিন দেখিনি। তা বিষয়ই না হয় পৃথক ক'রে নিয়েছ, তা ব'লে ত আমি তোমাদের ত্যাগ ক'র্‌তে পারবো না। যাহোক অনেক কথা ছিল, আজ এখানেই খাওয়া দাওয়া কর। দুপুর বেলা দুভায়ে দুটো মন খুলে কথাবার্ত্তা কইব।

অমর। আজকে মাপ ক'রবেন, আজকে দুপুরবেলায় একটা বিশেষ কাজ আছে, সেই বিষয়ে আপনার কাছে দুটো পরামর্শ নিতে এসেছিলুম; আপনার সুবিধা হ'লে বলি।

সমর। তা বল্‌বে বৈকি; তা একটু তেল মাথায় দিয়ে এক ঘটী জল ঢেলেই বৈঠকখানায় যাচ্ছি, এখন একটু এখানে ব'সোনা।

অমর। মুরারির কি তবে এই খানেই থাকা হবে?

সমর। করি কি, অগত্যা তাকে আনাতে হ'লো—আর সাহেব সুইবোদের সব কাজেই আমাকে নিয়ে টানাটানি, চিঠি পত্র লেখা, মতামত প্রকাশ করা, সব একলা পেরে উঠিনি। আর যে সব confidential কাজ, পরের হাতে দিতে সাহসও হয় না। তার পর সে দিন লাটসাহেবের কৌন্সিলে নেবার জন্যে কত পিড়াপিড়ি ক'র্‌লেন, কোন রকমে কাটিয়ে এলুম। কল্‌কাতায় গিয়ে বার বার খরচ পত্র করা কি আমাদের কাজ? তা সেখান থেকে চলে এলে হবে কি? চিঠির উপর চিঠি রোজই আস্‌ছে, মুরারি খানকতক চিঠি নিয়ে এসে তোর কাকাকে দেখানা?

অমর। তা এখন এত তাড়াতাড়ি নেই। এক দিন এসে খানিকক্ষণ ব'সে সব দেখে যাব।

সমর। এই খালি "my dear Rai Bahadur, my dear Rai Bahadur" ছাড়া সাহেবদের মুখে কথা নেই। এই private secretary সাহেব এক সের "সাজিমাটি" চেয়ে পাঠিয়েছেন।

অমর। কেন এখান থেকে সাজিমাটি কেন?

সমর। সেই বলে কে? দোষের মধ্যে বলেছিলুম গিন্নী সাজিমাটি দিয়ে মাথা পরিষ্কার করেন, তাতে চুল বেশ পরিষ্কার হয়। অমনি Lady সাহেব ধরে বসলেন সাজিমাটি দিয়ে মাথা পরিষ্কার করবেন।

আর এখানে আস্‌তে না আস্‌তেই হুকুম Rai Bahadur সাজিমাটি পাঠাও।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে একজন দরোয়ানের প্রবেশ)

দারোয়ান। হুজুর, বড়া সাব্‌ আতা।

সমর। আরে, বলিস্‌ কিরে বেটা! কি সর্ব্বনাশ! এখান থেকে যে বেরোবারও জো নেই। শীগ্‌গির নিয়ে আয় চোগা চাপকানটা। নিতান্ত পক্ষে শিল্কের চাদরটা নিয়ে আয়। শীগ্‌গির আয়, দৌড়ে আয়।

(বড় সাহেবের প্রবেশ)

সাহেব। Hallo, Good morning, Rai Bahadur. Hope I have not disturbed you.

সমর। (তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়ে জিব কাটিয়া) No Sir, Come Sir, very অপ্রস্তুত Sir, Tongue cut Sir, Naked body Sir, Native custom Sir, Rub oil on belly Sir.

সাহেব। That's quite all right. I wish I could dress like you in this damned weather. Just come to tell you that the Sanitary Engineer has raised the estimate of our waterworks by another Rs. 10,000. Isn't it a shame? But we will have to find it somehow Rai Bahadur, and then we can ask the Lat Saheb to come and open the waterworks.

সমর। Whatever your honour likes. You are my *Chotalat*, You are my *Baralat*. We do what you order.

সাহেব। I know you would come to our rescue. What should we do without you, Rai Bahadur?

(অমর বাবুর দিকে ফিরিয়া)

Hallo! Amar Babu, I did not notice you.

(অমর দাঁড়াইয়া)

সমর। Good Morning! Sir.

সাহেব। Good morning! What a fine house you have built I am coming round one of these days but are not you going it a bit too fast! Imitate your worthy brother and be an example to the other fellows of the District. That is why I have come to him for advice. Good Morning to you both. I must be off now.

[সাহেবের প্রস্থান।

সমর। দেখ্‌লে ত? এখন আর বাড়ীতে টেঁক্‌বার যো নেই। বাড়ী পর্য্যন্ত বড় সাহেব চড়াও করে আস্‌তে আরম্ভ করেছেন।

(অনিল, দেবেন, অম্বিকা প্রভৃতি বাবুদের প্রবেশ)

অনিল। এই যে খুব সুবিধে সময়েই এসে পড়েছি, দুই ভাইই উপস্থিত। বড় সাহেব ত' এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। সুখবরটা নিজেই দিয়ে গেলেন বুঝি?

সমর। কিহে বাবাজীরা! হেঁয়ালীতে কথা কচ্চ নাকি? সুখবরটা কি?

দেবেন। যেন বড় বাবু কিছু জানেন না। সহরশুদ্ধ ঢাক বেজে গেছে রায় বাহাদুর এবার New yearএ "রাজা" খেতাব পাবেন। আর

যারা কলকাতা থেকে এসেছে, সেখানকার আফিসের খাঁটি খবর এনেছে যে, সব ঠিক—গেজেটে নাম বেরুলেই হলো।

অমর। বেশতো তোমাদের মুখে যেন ফুল চন্দন পড়ে। দাদা "রাজা" খেতাব পেলে তোমাদেরও খুব একটা বড় খ্যাট ত পাওনাই রইল।

অম্বিকা। রেখে দাও তোমার দাদার খাওয়ার কথা। সে তো শুক্নো লুচি কি জুতোর শুক্তলা তা প্রভেদ করবার যো নেই। আমরা খ্যাট ট্যাট চাই না। এখন আমাদের থিয়েটার হলের জন্য রায় বাহাদুর কি চাঁদা দেবেন বলুন।

সমর। বাপু হে, জানই ত আমরা সেকেলে লোক, ও সব থিয়েটার, ফিয়েটার বুঝিনে। তবে হরিসভা কি অন্য কোন ভাল কাজে যদি বল গরীবের সাধ্য মত চেষ্টা করতে রাজী আছি।

অম্বিকা। বুঝ্ছেন রায় বাহাদুর, আপনাকে চিন্তে আমাদের বাকী নেই—আপনি সহজে যে ঘাড় পাতবেন না তা আমরা জানি; তাই দলিল দস্তাবেজ সঙ্গে ক'রে এনেছি। বের কর ত দেবেন, রায় বাহাদুরের সেই ইংরাজী রায়খানা, যা রহিম বাগ্দিনীর মোকদ্দমায় হাকিম সাহেব দিয়েছিলেন। অনেক কষ্ট ক'রে বার লাইব্রেরীর সেক্রেটারীর কাছ থেকে সেটা কেড়ে এনেছি। তোমরা ত এক রকম মুখস্থ করে ফেলেছো, আওড়াও না—"A she-cow gave birth to a child, calf-child stolen by thief. I order him enjoy 6 months jail" আরও কত সব চানাচুর আছে। অখিল Bengaleeতে ছাপাতে যায় আর কি। আমরা জোর ক'রে তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের চাঁদার খাতায় নাম সই করুন, না হয় পরশু সমস্ত

বাঙ্গালাময় "রায়•বাহাদুরের" ইংরাজী রায় লেখার প্রহসন জারী হ'য়ে যাবে।

সমর। ছেলে মানুষ এরা কি বলে, কি করে। আর, তোমাদের নাট্য সমাজকে গোড়াগুড়িই ত সাহায্য করে আস্‌ছি। ঠাট্টা ক'রে বল্‌ছিলুম ব'লে কি সত্যি সত্যিই, ছেলেমানুষ তোমরা, তোমাদের নিরাশ করতুম? যাও, যাও, আমার নামে ৫০৲ টাকা ধ'রে রাখ।

অনিল। চলহে দেবেন, যার ধন তাকে আমরা ফিরিয়ে দিগে যাই। সে যা হয়:করবে এখন। তবে বসুন ছোটবাবু ও রায়বাহাদুর— থুড়ী—রাজাবাহাদুর মহাশয়, আমরা চল্লুম।

সমর। কেন হে, সব কথাতেই চটে উঠ কেন? দেখতো ভায়া, অনিল বাবুদের সঙ্গে ত তোমার বিশেষ আলাপ আছে, যা হয় তুমিই একটা ঠিক্ ক'রে দিও। এখন তোমার ঐ কাগজখানা আমায় দিয়ে যাও। কি ছেলেমানুষী কর!

অনিল। কাগজগুলো ত আপনার হাতে দিয়ে যাব ব'লেই এনেছিলাম। এখন চাঁদার বইখানিতে একের পিঠে তিনটি শূন্য লিখে দিন তার পর কাগজ পাবেন।

সমর। ভায়ায়া যে রকম আব্দার ক'রে বসেছে, যা ধরেছে তা ছাড়্‌বে না। নাও ত অমর, চাঁদার বইখানিতে লিখে দাও ত। আমার আবার চশ্‌মাটা নেই, দেখ্‌তে পাবো না।

অনিল। ইচ্ছে করলে অমর আর সব লিখে দিতে পারেন কিন্তু সইটি ক'র্‌তে হবে আপনার।

সমর। কেন হে বাবুরা, অমরেতে, আমাতে কিছু প্রভেদ আছে নাকি! না, আমার কথায় বিশ্বাস হয় না? তা' যদি না হয় তোমরা এস গিয়ে, তোমাদের যা ইচ্ছে হয় করো। জাল, জোচ্চুরী, ক'রে

আমার নামে যা হয় কাগজে বের করো! এতেই তোমরা বড় বাকী রেখেছ। দেশের কোন লোক যে একটু মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াবে তাতো চোখে সইবে না! যা হোক্, এখন তোমরা এস, আমায় আর বিরক্ত ক'রো না!

অমর। দাদা, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন—আমিই আপনার হ'য়ে চাঁদার বইয়ে সই ক'রে দিচ্ছি।

(বইতে স্বাক্ষর করণ)

সমর। তবে তোমাদের কি ছেঁড়া কাগজপত্র আছে, দিয়ে যাও।

দেবেন। এই যে বইটে নিন, সই করে দিন—আর আপনার চোস্ত ইংরাজীতে লেখা রায়খানি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

সমর। নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখ্‌ছি, নাও যা' চাও, তাই সই ক'রে দিচ্চি।

(খাতায় সই করণ ও অনিলের রায় প্রত্যর্পণ।)

অনিল। রাজা বাহাদুরের জয় হো'ক। আমাদের থিয়েটারে আপনি যেদিন যাবেন "রাজা বাহাদুর" ক'রে আপনাকে দেখাবো।

[বাবুদের প্রস্থান।

সমর। এই ছোঁড়া উকীল বেটারা সাক্ষাৎ ডাকাত। পেটে ত বিদ্যে টু—টু কচ্ছে। এক পয়সার পসার নেই, আর এই রকম গুণ্ডামি ক'রে বেড়ায়। আর ভায়া, তুমিও যেমন ওদের সঙ্গে মেশামেশি করো। আজ তুমি এখানে আছ শুনেই হয়ত বেটারা এসেছিল, তা না হ'লে ওদের এত বড় স্পর্দ্ধা হবে কি ক'রে?

অমর। না দাদা, ওদের সঙ্গে অনেক দিন থেকে আমার দেখাই নেই। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবো তা ওরা জান্‌বে কি

ক'রে ? ওরা এমনি বাঁদরামি ক'রে ক'রে বেড়ায়। অনেক বেলা হ'লো আপনি চান করে আসুন, আমি বস্‌ছি।

সমর। না, আজ আমার মেজাজটা বিগ্‌ড়ে গেছে, আর এক দিন এসো। ভাল কথা—একটা কথা তোমায় ব'লব ব'লব ব'লে অনেক দিন থেকে মনে কর্‌ছিলুম; কিন্তু বলবার অবকাশ পাই নি। দেখ, ভায়া, আমাদের ঘরটা বুনিয়াদি ঘর; তুমি না হয় এখন ভিন্ন হয়েছ, আমার অমতে গরীব পুরুতের মেয়ে বিয়ে করেছ, কিন্তু এখন শুন্‌তে পাই, ছোটবৌ নাকি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন, ছোটলোকের মেয়েদের নিয়ে কি স্কুল খুল্‌চেন, নিজে দুপুর বেলা গিয়ে তাদের পড়ান, এক দিন এখানে এসেছিলেন, গিন্নি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌তে গিয়েছিলেন, তাকেও নাকি দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে গেছেন; শেষে যে আমরা লজ্জায় মুখ দেখাতে পার্‌বো না।

অমর। আমি আজ বাড়ী গিয়ে এ সব কথা বলবো অখন। তবে আমাদের দেশে কেউ কোন কাজ ক'র্‌তে গেলেই, লোকের নিন্দা ছাড়া কথা নাই। যা হো'ক এ বিষয়ে আমি সতর্ক হব, আমি এ সব কথা কিছুই জানিনে।

সমর। তুমি যদি কোথায় কি হ'চ্চে না হ'চ্চে তা জান্‌বে, তাহ'লে আর তোমার দশা এ রকম হবে কেন ?

অমর। হ্যাঁ নানান রকমে জড়িয়ে পড়েছি, তাই আপনার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞেস ক'র্‌তে এসেছিলুম। গোটাকতক বড় জরুরী কথা ছিল, আজ কি সময় হবে না ?

সমর। এত তাড়াতাড়ি কিসের, হবে এখন আর এক দিন। আজকে শরীরটা আমার একেবারেই ভাল বোধ হচ্চে না।

অমর। তা বেশ, আমি দেওয়ানজীকে পাঠিয়ে দেব কি ?

সমর। তা দিও। তোমাদের সব কাজকর্ম্ম গৌরীশঙ্করই ত দেখে, তাকেই পাঠিয়ে দিও। হরি হে পরব্রহ্ম পার কর।

অমর। তবে আজ আসি।

[প্রস্থান।

সমর। (স্বগত) ভায়ার দেখ্‌ছি ঘুনিয়ে এসেছে, তা না হ'লে চোরের মত মুখটী চুণ ক'রে আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসে! পৈতৃক বিষয় ভিন্ন করে নিয়েছে। কতদিন ভিন্ন থাকে দেখা যাবে! হরি হে তুমিই সত্য!

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

দৃশ্যবিবৃতি—অমর বাবুর অন্দর মহল। মনীষার শয়ন গৃহের সম্মুখে একটী বারাণ্ডা। আঙ্গিনার মধ্যে একটু দূরে একটী ছোট মন্দির। ঘরের দুয়ারে বারান্দায় কুশাসনে বসিয়া হরিদাস আহার করিতেছেন। মনীষা সম্মুখে বসিয়া তালবৃন্ত দিয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছে, কাছে সোনা বসিয়া আছে।

হরিদাস। কেন মা; আমি ত জামায়ের কিছুই নিন্দার দেখ্‌লুম না, যে রকম অসাধারণ বুদ্ধি, তেমনি নম্র। আর এমন ভদ্র স্বভাব তো আর আমি দেখিনি। পাঁচ বছরের পর এবার আরো যেন ভাল লাগলো।

মনীষা। হ্যাঁ বাবা। স্বামী আমার দেবতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় মনটা তাঁর শক্ত নয়। পরের কথায় তিনি বড় বেশী চলেন, তাই

সংসারে বড় বিশৃঙ্খলা। শুন্‌চি নাকি জমিদারী বাঁধা দিয়েছেন, অনেক ঋণ হয়ে পড়েছে।

হরি। শোনা কথা তুমি বিশ্বাস করো না, মা! যে কথা তোমার স্বামী নিজে তোমায় না ব'ল্‌বেন্‌, পরের মুখে শুনে কোন কথা তুমি কাণে তুলো না।

মনীষা। বাবা, আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন ওঁর মতি গতি স্থির থাকে, তা' হ'লে আর সব আপনিই ভাল হবে। আরো আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন স্বামীর চরণে আমার ভক্তি অচলা থাকে। তা' হ'লেই আমরা সুখী হব। বাড়ীতে মামারা সব ভাল আছেন ত?

হরি। তোমার মামার শরীর একেবারেই ভাল নয়, দিদিমাতো শয্যাশায়ী। তোমাকে কেবলই দেখ্‌তে চান। আর একবার এসে নিয়ে যাব। আর দেশের টোল নিয়ে আমি যে রকম ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি তাতে আমার যাওয়া আসার বড় একটা সময় ক'রে উঠ্‌তে পারি না। অধিক সময়ই টোলে থাকৃতে হয়।

মনীষা। বাবা, এ বয়সে তোমার এত পরিশ্রম হয়! বড় কষ্ট হয়! আমার মন কেমন করে।

হরি। আমার আর কি কষ্ট মা! তোমরা সুখে থাকলেই আমার সুখ! সোনা বড় হ'লে তাকে আমার টোলে দিন কতক পড়াব। কি বলিস্‌ দাদা?

সোনা। মা! আমি দাদাম'শায়ের সঙ্গে যাব, আমার কাপড় বেঁধে দাও।

হরি। হ্যাঁ সোনা, তোমার কাপড় বাঁধা হ'য়েছে। তুমি যাবে বৈকি! কিন্তু তুমি মাকে ফেলে যেতে পার্‌বে ত?

সোনা। মা যাবে, আমি যাব, বাবা যাবে।

হরি। ওঃ তবে বুঝেছি, তবে তোমাদের বাড়ীটাও বেঁধে নিয়ে যেতে হবে ত ?

সোনা। আর আমার পুষি বেড়াল, আর বুধী গাই।

হরি। বেশ, বেশ, আগে আমি তোমার পুষি বেড়াল ও বুধি গাইয়ের জন্য থাক্‌বার ঘর তৈরি করি তবে তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাব অখন। এবারে তোমার দাদাম'শাই একলাই ফিরে যাবেন।

মনীষা। ছিঃ বাবা, এখন দাদাম'শাইকে বিরক্ত করোনা। যাও দেখি, নারায়ণ সিং তোমায় লাঠি খেলা শেখাবে একবার বাইরে যাও ত।

সোনা। আচ্ছা আমি লাঠি খেলা শিখ্‌তে যাই। দাদামশাই যখন যাবে তখন আমায় ডেকো।

[সোনার প্রস্থান।

হরি। খোকার ঝিকে ডেকে দাও না মা; একলা যেতে আবার কোথায় পড়ে টড়ে যাবে।

মনীষা। খোকার আমার কোন ভিন্ন ঝি নেই। আমি নিজেই খোকাকে দেখি শুনি; ও খুব শক্ত হয়েচে, প'ড়বে না। বাবা, আমায় কোন কথা ব'লতে ভুলে যাওনি তো ?

হরি। না মা, যা' বল্‌বার সবই ত ব'লেছি। তবে লক্ষ্মীনারায়ণের একটী পুরুতের ব্যবস্থা ক'রলে ভাল হ'ত না। তুমি নিজে দুবেলা পূজো করো বটে। কিন্তু তোমার সংসার আছে, নিজের অসুখ বিসুখ আছে, তার উপর আবার তুমি বিধবা আশ্রম ও নিজের লেখা পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাক। আমার ভয় হয় পাছে ঠাকুরের অযত্ন হয়। বৃন্দাবন ত আজ তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে

এসেছে, বলতো তাকে ব'লে তোমার দেবসেবার জন্য পুরোহিত ঠিক করে যাই।

মনীষা। না বাবা, অন্য কোন পুরোহিতের এখনও কোন দরকার হয় না। আমি নারায়ণের সেবার অযত্ন করিনে। তবে যখনই দরকার হবে লিখে পাঠাব, অতিথি সেবার বন্দোবস্ত তোমার মনের মত হয়েচে ত?

হরি। চমৎকার! এমন সুন্দর বন্দোবস্ত কোথাও দেখিনি। তুমি নিজে দুবেলা গিয়ে দেখ শোন তাতে এ রকম সুবন্দোবস্ত হবারই ত কথা।

মনীষা আমার ইচ্ছা তোমার নামে একটা ভিন্ন "আতুর শালা" কর্‌ব। কত দীন দুঃখী অতিথিশালায় আস্‌তে পারে না; তাদের আতুর-শালায় রাখ্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌বো। উনি সম্পূর্ণ রাজি হয়েছেন। এবারে যখন আস্‌বে তখন হয়ত আতুরশালা দেখ্‌তে পাবে।

হরি। গরীব আতুরের সেবায় জগজ্জননী নিশ্চয়ই তোমার উপর প্রসন্না হবেন। কিন্তু দেখো মা দেবসেবায় বা আতুর সেবায় স্বামী পুত্রের যেন অযত্ন না হয়।

(ভোজন শেষ করিয়া উত্থান)

মনীষা। বাবা। তুমি ত কিছুই খেলে না?

হরি। যথেষ্ট খেয়েছি মা, আর আমার যাবারও সময় হ'য়ে এল।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। মা, দেওয়ানজী ম'শায় একবার আপনার সাম্‌নে দাদাম'শাইকে কি ব'লবেন, তাই একবার এখানে আস্‌তে চান্।

হরি। তা' বেশ তো, আস্‌তে বল না।

মনীষা। না বাবা—

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

গৌরী। গাড়ী আর লোকজন সব প্রস্তুত। আজ আমি তাই আপনাকে বিদায় না ক'রে দিয়ে যেতে পর্য্যন্ত যাইনি। এখানে একটী কথা বল্‌তে এলাম। আমার মনে হয় গিন্নিঠাকরুণ যেন আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট। আমি যদি না জেনে কিছু অপরাধ করে থাকি তা' হ'লে আমাকে ক্ষমা করতে বলবেন। আপনাকে আমার হ'য়ে দু'টো কথা ব'লে যেতেই হ'বে।

মনীষা। (অবগুণ্ঠন হইতে) আমার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি কি ? ওঁর মনিব ওঁর উপর সন্তুষ্ট থাক্‌লেই হ'লো। ঘর যেন বজায় থাকে তা হ'লেই হ'লো।

গৌরী। আমার মনিব ত আপনি। ছোটবাবুর চেয়েও আমি আপনাকে বেশী মানি।

হরি। দেওয়ানজী, আপনার উপর ত আমার মেয়ের অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি হয় ত কিছু ভুল বুঝেছেন, যা হোক এখন তাঁর মুখেই আপনি শুন্‌লেন। এখন বাইরে যান, আমি এলাম ব'লে।

গৌরী। এখন ও সময় আছে—কিছু তাড়াতাড়ি নেই। আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি। (মনীষার প্রতি) আমি এখানে এসে যদি কোন বেয়াদবী ক'রে থাকি আমায় মাপ ক'রবেন। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) উঃ কি টক্‌ টকে পা, কি চুল, ভরা জোয়ার।

[প্রস্থান।

হরি। মা, তবে আমার আস্‌বার সময় হ'য়েছে, একবার বৃন্দাবনকে ডেকে নিয়ে আসুক। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করে যা'ক্‌।

মনীষা। হ্যাঁ, বিন্দা দাদা হয়ত পাশের ঘরেই আছেন। ঝি, বিন্দা দাদাকে ডেকে দে ত। হ্যাঁ বাবা, আমার বোধ হয় তুমি যা বল্‌লে তা মন্দ হ'বে না। বিন্দাদাদা একলাটি আর কেন জঙ্গলে প'ড়ে থাকেন। এখানে এলে লক্ষ্মীনারায়ণের পুজো ও কর্‌তে পারেন, সোনাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে ও পারেন।

(বৃন্দাবনের প্রবেশ)

বৃন্দা। এই যে দিদিমণি, এখন কত বড় হয়েছ, আমি ত ভাল ক'রে চিন্‌তেই পাচ্ছি না।

মনীষা। হ্যাঁ তা চিন্‌বে কেমন করে? ছোটবোনটি ব'লেত আর মনে রাখ না, একেবারে ভুলে গেছ। এই চার পাঁচ বছর পরে একবার দেখ্‌তে এলে।

বৃন্দ। হ্যাঁ, আস্‌বো, আস্‌বো মনে করি সাহসে কুলিয়ে উঠে না। এই বাবা আস্‌ছেন শুনে আজ তাই এলাম। যা হোক তোমরা সব ভাল আছ ত?

মনীষা। হ্যাঁ দাদা, সব ভাল আছি। তুমি একলা ওখানে কি কর? বাবা বল্‌ছিলেন, তুমি এখানে এসে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার ভার নিলে ভাল হয়।

হরি। হ্যাঁ বাবা, আমার নিতান্ত ইচ্ছা তাই। মনীষা একলা ঠাকুরজীর সেবা চালাতে পারে না।

বৃন্দা। না বাবা, আমরা সবাই হরিপুর ছেড়ে এলে চলবে না। এখনো হরিপুরের আরো অনেক কাজ আছে, অনেক অনাথা, দীন দরিদ্র আছে, তাদের জন্য সাধ্যমত যা' পারি তা' ক'রতে চেষ্টা করি।

হরি। সাধু! সাধু! সে ত খুব ভাল। পরমেশ্বর যেখানে যাকে যে

কাজে নিযুক্ত করেন তার সেই কায নিয়েই থাকা ভাল। আমি জান্‌তাম বৃন্দাবন মহৎ কাজেই জীবন উৎসর্গ ক'রবে।

বৃন্দা। না বাবা, এমন কি আর কাজ, কিন্তু রোজ রোজ আরো শ্মশান হ'তে চল্‌লো। এখন সে গ্রাম সম্পূর্ণ বড় বাবুর অংশে পড়েছে, প্রজাদের কষ্ট শতগুণে বেড়েছে।

হরি। তাইত মনীষা! অমরকে ব'লে এ বিষয় বড় বাবুর কাছে জানালে হয় না? যাতে কোন প্রতীকার হয় তার উপায় করা উচিত। আমি একবার এ বিষয়ে অমরের সঙ্গে কথা কয়ে দেখি—কোথায় তাকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। (মনীষার কাছে গিয়া) মনীষা, তুমি কি একেবারে সব ভুলে গেলে? লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্ন মন্দিরে এখনো মহাপ্রভু তোমার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন্। খরস্রোতা তোমার নাম ক'রে কেঁদে যায়। তোমার সেই সাধের শৈশবের সেবাস্থান শ্মশান হ'য়েছে। একবার কি দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না?

মনীষা। বৃন্দাদাদা। আমি কি করবো! কেন লক্ষ্মীনারায়ণ আমায় এ পথে পাঠালেন? কিন্তু এখানেও ত আমি তাঁর সেবায় বিরত নই।

বৃন্দা। কার সেবা! তুমি কি মনে কর তোমার এই মুখুজ্যে বাবুদের জমিদার গৃহে মহাপ্রভু বাঁধা আছেন। এ শুধু তাঁর ছায়ামাত্র, মহাপ্রভুর কঙ্কাল মাত্র। তিনি অনেকদিন তোমায় পরিত্যাগ ক'রে গেছেন।

মনীষা। বৃন্দাদাদা, বৃন্দাদাদা, আর ব'লোনা।

(হরিদাস ও অমরের প্রবেশ)

অমর। আর গোটা কতক দিন থেকে গেলেই: ভাল হ'তো। এ বড় তাতাতাড়ি হ'লো। সোনা আপনার জন্য বড় কান্নাকাটি কর্‌বে।

হরি। আর বেশীদিন থাক্‌লে বাবা তোমাদের মায়া মোটেই কাটাতে পারতেম্ না। আবার আসব অখন। মনীষাকে বল্‌ছিলাম সোনার চন্দ্রকেতু নাম আমি দিয়েছি। সে একটু বড় হ'লে তাকে দিনকতকের জন্য আমার টোলে রেখে পড়াব।

অমর। সেত ভাল কথা। আপনার কাছে সংস্কৃত শেখা তারচেয়ে ভাল লেখা পড়া আর কি হবে? আমি ত বলি আপনি এখানে একটা টোল ক'রে বসুন। এ অঞ্চলে ত সংস্কৃত লেখা পড়া একেবারেই উঠে যাচ্ছে।

হরি। না বাবা, আমার দূরে থাকাই ভাল, আর নিজের দেশটাই আগে। এতদিন পরে দেশে ফিরে গিয়ে বুঝেছি যে দেশ ছেড়ে থাকলে স্বয়ং ভগবানও আমার উপর কখনও সন্তুষ্ট হবেন না। তাই লক্ষ্মীনারায়ণজীকে তোমাদের কাছে দিয়ে এখন দেশের পোড়োদের কিছু বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে নারায়ণের পূজো কচ্ছি। যখনই ডেকে পাঠাবে তখনই আসবো। আমি বৃন্দাবনকে বল্‌ছিলাম এখানে এসে লক্ষ্মীনারায়ণের পৌরহিত্য কর্ত্তে। হ্যাঁ বাবা, শুনছিলাম নাকি সেখানকার প্রজাদের অবস্থা ভারী শোচনীয় হ'য়েছে। তুমি তোমার দাদাকে ব'লে এর একটা কিছু উপায় কর। বৃন্দাবন মাকে সব বলেছে।

অমর। তা আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব। তা আমি এখন যাই, আপনাদের যাত্রার ব্যবস্থা করিগে।

[প্রস্থান।

হরি। তবে আমরা এখন আসি। হয়তো এখন নৌকা না ছাড়লে রেল পা'বনা। সোনাকে আর ডাকবো না। তা হ'লে হয়ত আমার যাওয়া হবে না। মা, তবে আসি—

(অশ্রুপ্লাবিত লোচনে মনীষার পিতাকে ও বৃন্দাবনকে প্রণাম করণ)

ছিঃ মা! দুঃখ ক'রোনা। চোখের জল ফেলো না, তোমার কাছে লক্ষ্মীনারায়ণ রইলেন ; আর তোমার দেবতা তোমার স্বামী রইলেন। জগদীশ্বর তোমাদের চির সুখী করুন। এস বাপ! হাজার হোক, মনীষা এখনও ছেলেমানুষ।

বৃন্দা। তবে, আমরা, মনীষা, বিদায় হই।

(বৃন্দাবন ও হরিদাসের প্রস্থান)

মনীষা। নারায়ণ! নারায়ণ! আমাকে সত্যি সত্যিই পরিত্যাগ করেছো! আমার বাবাকে মঙ্গলে রেখো। আমাদের কোন কষ্ট তাঁকে যেন দেখ্‌তে না হয়।

(গবাক্ষ পথে বহির্দ্দিকে দৃষ্টিকরণ)

(অমরের পুনঃ প্রবেশ)

অমর। মনীষা! অস্থির হ'য়ো না! বাবা বলে গেলেন আবার পূজার সময় আস্‌বেন, তুমি অমন কর্‌লে সোনা আবার কান্নাকাটি ক'রবে। ছিঃ, কেঁদোনা।

মনীষা। না, কাঁদবো না! আজ কি জানি কেন আমার প্রাণ কেমন করছে। মনে হচ্ছে যেন বাবার সঙ্গে আর কখনও দেখা হ'বে না।

অমর। সে কি কথা! অমন কথা মুখে এনো না। চল, আমরা সোনাকে নিয়ে ঠাকুর প্রণাম ক'রে আসি। তা'হলে তোমার মন স্থির হবে।

মনীষা। না, আমি ঠাকুরের কাছে এখন যাব না। আমি তোমাদের দেখেই মন স্থির ক'রব। আয়তো সোনা।

(সোনাকে বক্ষে ধারণ ও মুখচুম্বন)

অমর। আমায়?

মনীষা। ঘরে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০০০—

প্রথম দৃশ্য।

—০—

দৃশ্য বিবৃতি—সমরেন্দ্র বাবুর বসিবার বৈঠকখানা; সাহেবদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত কয়েকখানা কেদারা কাউচ্ দ্বারা সাজান; পাশের তক্তাপোষের উপর ময়লা রকম চাদর পাতা; দেওয়ালে রাধাবাজারের ছবি টাঙ্গান পিতলের মেজের উপর রূপার হুকা বসান, থুথু ফেলিবার পিতলের পিকদানী; সময়—দ্বিপ্রহর।

(গৌরীশঙ্কর ও সমরেন্দ্র বাবু আসীন)

সমর। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর একটু না গড়ালে যে আমার অসুখ করে হে; দেওয়ানজী, এই সময় তুমি এসে উপস্থিত হলে? তা তোমার সঙ্গে না দেখা ক'রে ত ফিরিয়ে দিতে পারি না। তবে এখন ব্যাপারটা কি বল দেখি?

গৌরী। দুপুর বেলায়ই এলাম, সময় একটু নিরিবিলি। হয়ত আপনার একটু অবকাশ থাক্‌তেও পারে। অষ্টপ্রহরইত কত লোক আপনার কাছে কত দরবার কর্‌তে আস্‌ছে; তা আপনিই তো

এ সহরের মুরুব্বী। লোক আপনার কাছে না এসে আর কোথায়ই বা যাবে?

সমর। তা' ভাই তোমাদের আশীর্ব্বাদে জেলার বড় সাহেব থেকে, জমিদার, হাকিম, হুকিম, আমলা সকলেই অনুগ্রহ ক'রে থাকেন,—দেখাশুনাও করতে আসেন। এলেতো আর ফিরিয়ে দিতে পারিনে; এই যে সেদিন অমর থাক্‌তে থাক্‌তেই বড় সাহেব ঘোড়ায় চ'ড়ে নিজে এসেই হাজির। তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তেই দেখা করতে হ'লো।

গৌরী। হ্যাঁ, মুখুজ্যেদের পুরোণো ঘর আপনার সময় যেমন জাঁকিয়ে উঠেছে, এমন আর কখনও হয়নি; আর তাই বা না হবে কেন? আপনার মত ধার্ম্মিক ও বিষয়ী জমিদার বাঙ্গালায় এখন কয়জন আছে?

সমর। তবু তো ভাই ছোটবাবুকে বিষয় ভাগ ক'রে দিতে একরকম তুমিই ত পরামর্শ দিলে, আর এখান ছেড়ে ছোটবাবুর তরফে গিয়ে দাঁড়ালে।

গৌরী। আজ্ঞে তখন কুবুদ্ধি হ'য়েছিল তাই ওরকম কাজ ক'রেছিলুম। ভাব্‌লুম ছেলেমানুষ, বিষয়বুদ্ধি অল্প, আমি না দেখ্‌লে বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়্‌বে। কিন্তু এখন আর আমার কথা শোনে কে—সব ছারেখারে গেল।

সমর। বল কি! আমি,ত শুনলুম ছোটবাবুর আবার নূতন জমিদারী কেনবার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

গৌরী। আর বিদ্রূপ করেন কেন? আপনার জান্‌তে কি আর বাকী আছে। খালি নেশা টেশাতেই ত সর্ব্বনাশ হ'ল, তার উপর বাতিক জুটেছে ব্যবসা ক'রে রাতারাতি বড়মানুষ হবেন; এত

করেও দেখ্‌ছি কিছু ক'র্‌তে পারলুম না। বিষয় রক্ষা করা এখন দায় হ'য়ে উঠেছে।

সমর। কেন হে দেনা টেনা করেছে নাকি? হরি হে তুমিই সত্য। কথাটা কি খুলেই বল না।

গৌরী। আপনার কাছে না ব'ল্‌লে ব'ল্‌ব আর কার কাছে; সেই জন্যই ত আপনার কাছে পরামর্শ করতে এলেম্‌;—দেনা হয়েচে বৈ কি! অবশ্য ব্যবসাতে আজ লোকসান হ'য়েছে কাল লাভও হ'তে পারে—কিন্তু যদি বিষয়টা একবার নষ্ট হয়ে যায় তারপরে ত উদ্ধার করবার কোন উপায় থাকবে না। তাই ভাবছিলেম এইবেলা সময় থাক্‌তে থাক্‌তে সমস্ত জমিদারী আবার আপনি নিজের হাতে নিলে ভাল হতো না?

সমর। সে কি কথা! বিষয় একবার ভাগ হয়ে গেছে, আমি আবার অমরের বিষয় নিজের হাতে নোব কেমন ক'রে?

গৌরী। ছোটবাবু নিজেই আপনাকে আবার বিষয় লিখে দেবেন।

সমর। ও—বাঁধা রাখবার কথা বল্‌চ—না বাবু। আমার এত নগদ টাকা কোথায়—যে অমরের বিষয় বাঁধা রেখে তার ধার টার সব শোধ করে দেবো। শুন্‌ছিলাম কেষ্ট সা'র কাছে এরি মধ্যে দু' তিন লাখ্‌ টাকা ধার ক'রেছে।

গৌরী। না, না, অত নয়। যা হোক আপনাকে ত ঘর থেকে টাকা দিয়ে বিষয় রক্ষা করতে বল্‌ছি না। ছোটবাবু ত এখন পর্য্যন্ত আমার পরামর্শেই চল্‌ছেন। আমি মনে করেছিলুম বিষয়টা আপনার নামে তিনি নিজেই ক'রে দিন। এর পরে মহাজনে নালিশ টালিশ কর্‌লে জমিদারীর কিছু ক'র্‌তে পারবে না, জমিদারী নিজের ঘরেই থাক্‌বে

সমর। বিষয় বেনামী করে দেনাদার ঠকান,—ও সব জাল জুয়াচুরীতে আমি নেই বাপু—হরি হে! তুমিই সত্য। গৌরীশঙ্কর, যদি তোমারি পরামর্শে অমর আমার কাছে বিষয় বেনামী ক'রে রাখ্‌তে চায় তবে তুমিই রাখ না কেন?

গৌরী। আপনি বলেন কি বড়বাবু—আমার কি সাধ্যি যে মুখুজ্যেদের জমিদারী নিজের নামে বেনামী ক'রে রাখি। আর ছোটবাবু হ'লেন আপনার মায়ের পেটের ভাই—তাঁর ভালর জন্য যদি আপনি তাঁর বিষয়টা কিছুদিনের জন্য রাখ্‌লেনই তাতে কি দোষ হ'বে, আবার যখন ইচ্ছা হবে ফিরিয়ে দেবেন।

সমর। না হে গৌরীশঙ্কর, কাজটা শাস্ত্রসঙ্গত হবে কি?

গৌরী। অসঙ্গতই বা হবে কিসে? আর বাটোয়ারার সময় আমিই ত সব করাই। মানবাজার পরগণটা আপনি না পেয়ে ছোট বাবুর অংশে পড়াটা যে ঠিক হইয়াছিল তা ত বল্‌তে পারিনে। আপনি নিতান্ত নিরীহ লোক বলে, সেটার জন্য আর কিছু নালিশ পত্র ক'র্‌লেন না।

সমর। যা হ'ক সেটা যে এখন তুমি বুঝতে পেরেছ তা' শুনেও আমি সুখী হ'লেম। বড় বড় পরগণাগুলো তো আমি নিজের উপার্জ্জনে খরিদ ক'রে পৈতৃক সম্পত্তি বাড়িয়েছিলুম; কিন্তু বিষয় ভাগ হ'বার সময় সে কথা কি তোমাদের কারুর স্মরণছিল, না আমিই কোন দাবী দাওয়া ক'রেছিলুন। যা হোক ঠাকুরের কৃপায় তাতে আমার কোন ক্ষতি হয় নাই; ধর্ম্মপথে থাক্‌লে আবার হরি দেবেন—হরি, হরি—পরমব্রহ্ম তুমিই ভরসা।

গৌরী। আপনার মত ভাই কি আর জন্মায়, না আপনার মত সাবেক হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ লোক আর এই কলিকালে দেখা যায়?

ছোট ভাইয়ের বিষয় বেনামী রাখতে আপনার যে খট্‌কা লাগবে তা আগেই আমি জান্‌তাম। আর সে আপত্তি আপনার যাতে না থাকে সে ভেবেই এই দুটো দলিল মুশাবিধা ক'রে এনেছিলাম— একবার দেখুন না।

সমর। ও আবার কি! দেখি—(দলিল দুইখানি পড়িয়া) এমনি ক'রে আমার কাছে সব বিষয় সম্পত্তি সঁপে দিতে কি অমর রাজি হবে? এই রকম দলিল সে সই করবে?

গৌরী। তা করবে না কেন, সে ত তারি ভালর জন্য হবে। আর আপনিও ত লিখে দেবেন এ সব বিষয় তাঁরি;—আপনার কাছে শুধু গচ্ছিত রইল।

সমর। তা ত বটেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না! অমর এম্‌নি কচি খোকা যে, তাকে তোমরা যা বলবে সে তাই করবে। এ দলিল যে সই করে আমার মনে হয় না।

গৌরী। বড় বাবু সে ভার আমার উপর; ভালর জন্যই ত আমরা করচি— সে না সই করে, দলিলে তার স্বাক্ষর আমি করিয়ে নেবো অথন। আমি ত সাক্ষী থাকবো, আমার স্বাক্ষর থাকলে ত কারুর বাবারও কোন সন্দেহ করবার জো থাকবে না।

সমর। বল কি হে গৌরী! ওসব কাজে আমি নেই। ব্যাপারটা তলিয়ে কিছু বুঝ্‌তে পারচিনে। তোমার আসল মতলবটা কি খুলে বল দিকিন্‌?

গৌরী। বড় বাবু, আমার আর মতলব কি বলুন; আপনাদের ঘরে পুরুষানুক্রমে আমরা মানুষ হ'য়ে আসচি, ঘরটা যাতে নষ্ট হয় কিম্বা আপনাদের জমিদারী পরের হাতে যায় সেটা কি আমি বেঁচে থাকতে দেখ্‌তে পারবো? আমার ছোটবাবুও যে, আপনিও সে;

এ ঘরে চাকুরী থাক্‌লেই হ'ল, ছুটো অন্ন আপনার কাছে পেলেই হ'লো।

সমর। তা তোমাকে আর বোধ হয় বেশী দিন চাকুরী ক'রতে হবে না; লোকের মুখে শুন্‌তে পাই, তুমি এই দু' তিন বছরের মধ্যে বেশ গুছিয়ে নিয়েছ—জমিজমাও বেশ করেছো।

গৌরী। লোকের মুখে ও আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আপনাদের চাকরী কর্‌তে কর্‌তেই যেন কিছু সংস্থান ক'রে মরতে পারি; তাতে আপনাদের বংশেরই নাম হবে।

সমর। না হে চটো না; ঠাট্টা করে বল্‌ছিলাম, তা তোমার যেমন আমাদের উপর এত আন্তরিক টান, তখন এ ঘরে তোমার অন্ন জুটবে না ত কার জুটবে? আচ্ছা, আজ তবে আসি। একটু বিশ্রাম করিগে, আবার একদিন এসব কথা হবে'খন। আজকে ও দলিল পত্রগুলো নিয়ে যাও, আবার একদিন এনো, কিন্তু দেখো সাবধান, অন্যের কাণে যেন এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও না যায়।

গৌরী। আমি কি ছেলেমানুষ, না নিমকহারাম, তবে আজ চল্লুম; দলিল গুলো পাকা করে শীগ্‌গিরই আসাবো।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

সমর। (স্বগত) তাই ত—ব্যাটার ফন্দির অর্থটা কি, ঠিক তো বুঝতে পারছিনে! বেটার একটা মতলব আছে তার সন্দেহ নেই; কিন্তু তাতে আমারি বা লোকসান কি দেখা যা'ক! হরি হে, যাই এখনই একবার উকীল বাড়ী যাই। ও দেরী করা হবে না, তা হ'লে ফ'স্কে যাবে। আজ সব ঠিক করে ফেলতে হবে। হরি হে তুমিই সত্য!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০—

দৃশ্য বিবৃতি—বিধবা আশ্রম। পদ্মার ধারে ছোট ছোট পর্ণকুটীরে চারিদিক উঁচু বাঁশের বেড়ায় ঘেরা, শান বাধান কূপ। কূপের ধারে তুলসী গাছ। একটা বড় নিম গাছ। বেড়ার কাছে সজিনা গাছ। এক ধারে ছোট ফুলের বাগান। জবা, বেল প্রভৃতি এদেশী ফুলের গাছ, আর এক ধারে দু' একটী পাঁতি নেবুর গাছ; বেড়ার উপর সিমের গাছ; লঙ্কার গাছ; দু' একটী চালার উপর কুমড়া ও লাউ গাছ উঠিয়াছে। একটী ঘরের বারান্দায় একটী প্রৌঢ়া বিধবা উপবিষ্টা।

(সোনার হাত ধরিয়া মনীষার প্রবেশ)

শশীর মা। এস মা, এস, তোমার সংসারের এত কাজ থাকতেও যে এতবার ক'রে গরীব দুঃখীদের দেখ্‌তে আস, সে তোমার মত সাক্ষাৎ লক্ষ্মী না হ'লে আর কে পারে। এই যে, সোনা ও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

মনীষা। সংসারের কাজ থাক্‌লে কি লোকেরা আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করতে আসে না; আর আমি না এলেও সোনা ছাড়ে কৈ? সে তার শশী দিদির সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছে।

শশীর মা। শশিমুখী কোথায়? আয় না এদিকে, সোনা তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

(শশিমুখীর প্রবেশ। বয়স ৭।৮ বৎসর)

শশী। আয় ভাই, সোনা, আমরা খেলিগে।

সোনা। হ্যাঁ দিদি, আমি তোমার সঙ্গে বালি নিয়ে খেলা করব। এই যে রাঁধবার হাঁড়ীকুড়ি সঙ্গে ক'রে এনেছি।

শশী। তবে আয়, আমরা ভাত ভাত খেলা করিগে চল; আগে আমরা রাঁধবার জন্য তরকারী নিয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মনীষা। মাসী, ভাগবত পাঠ কেমন হচ্ছে। আর ক'দিনে শেষ হবে?

শশীর মা। ঠাকুর যে কি সুন্দর পাঠ কচ্ছেন মা, তা' কি বলবো; এই সন্ধ্যার পরে আরম্ভ হবে। কত লোক আসবে অখন। মা, পরমেশ্বর তোমায় রাজরাণী করুন। তোমার জন্যই ত মাথা রাখবার জায়গা পেয়েছি আর পরকালের কাজও কিছু ক'রে যেতে পার্‌ছি। শশীর তুমিই মা, আমি খালি নামে মাত্র মা; পরমেশ্বর তোমার স্বামী-পুত্রের মঙ্গল করুন। তোমার সিঁথীর সিন্দূর যেন অক্ষয় হয়। কোথায় গিরিবালা, আয়না, বাছারা।

(মধ্যবয়স্কা বিধবা গিরিবালার প্রবেশ)

গিরিবালা। এই যে মাসীমা, এই জামাটার সেলাই শেষ ক'রে দেখাতে আনলুম। কেমন হ'য়েছে বল ত ভাই। হরপ্রসাদ বাবু ঠিক করে গেছেন এ রকম দুটো জামার সেলাই চার টাকা।

মনীষা। এতো দিব্বি সেলাই হয়েছে। এত শীগ্‌গির কেমন ক'রে এত ভাল সেলাই কর্‌তে শিখ্‌লে?

গিরিবালা। তা বোন্ তুমি কল না কিনে দিলে ত এ সব কিছুই শেখা হ'তো না। কার কাছে গিয়ে যে দাঁড়াতাম তা' কে জানে?

মনীষা। দিদির যেমন কথা। সমিতি থেকে আশ্রম খোলা হ'য়েছে, আর তোমরা ত আপনারা নিজে নিজেই যে সব শেলাই টেলায়ের কাজ কর্‌ছ, তাইতেই খরচ পত্র সব চলে যাচ্ছে।

শশীর মা। মা আমরা সমিতিও জানিনে, কাউকেও জানিনে; জানি

শুধু তোমাকে। তুমি না জায়গা দিলে, আমাদের আর দাঁড়াবার যায়গা হ'তো না।

মনীষা। ছেলে মানুষেরা বলে তা' বুঝতে পারি; মাসীমা তুমি আর আমায় লজ্জা দিও না বাপু। কৈ নিস্তারিণী কোথায়?

(নিস্তারিণীর প্রবেশ—একজন অল্পবয়স্কা বিধবা)

নিস্তারিণী। এই যে বোন্, এলাম। গোলাম সওদাগর বার জোড়া গলাবন্ধ বুন্‌বার ফরমায়েস দিয়েছিল, তাই নিয়ে ব'সেছিলাম। এখন তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের কাজের ফরমায়েসের অভাব নেই; আজ তুমি দিদি এসেছ, বেশ হয়েছে। মাসীমা, গিন্নিদিদিকে বলে আমাদের শ্রীক্ষেত্র যাওয়ার বন্দোবস্তটা ঠিক ক'রে দাও।

শশীর মা। হ্যাঁ মা, সব মেয়েরা বড় ধরেছে; আমারও বড় ইচ্ছা। এখন তুমি উপায় ক'রলেই হয়।

(নীরজার প্রবেশ—বয়স ১৪।১৫ বৎসর—বাল বিধবা)

নীরজা। হ্যাঁ, আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা সব শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার পরামর্শ করছো। আমিও যাব। আমি কখনও একলা থাকব না। দিদিমণি, তোমার পায়ে পড়ি আমাকেও যেতে দিও।

মনীষা। তা বেশ তো! মাসীমার যখন মত হয়েছে আর হরপ্রসাদ বাবু বল্‌ছিলেন যে এখন আশ্রমের অবস্থা বেশ সচ্ছল হ'য়েছে, তখন তোমরা সকলেই রথের সময় জগন্নাথ দর্শন করে আস্‌বে, এতো ভাল কথা। পারলে আমিও যেতাম কিন্তু এখন সংসার ছেড়ে যাবার যো নেই। হয় তো বাবু লীলাকে পাঠাতে পারেন, আর না হয় হরপ্রসাদ বাবু নিজে যাবেন কিম্বা সরকার থেকে একজন ভাল গোমস্তা যাবার বন্দোবস্ত করে দেবো। আর আমাদের নীলকমল যখন আছে তখন আর কারুর দরকার হবে না।

নিস্তারিণী। কোথা গেল ; নীলুদা এখন বাবু। কাজের সময় নীলুদার চুলের টিকিটী দেখবারও যো নেই।

(হাস্যমুখে নীলুর প্রবেশ)

নীলু। কেন গো দিদিমণি ? শুধু চুলের টিকিটী কেন এই সব ধড় সুদ্ধ এসে উপস্থিত হ'লেম। শ্রীক্ষেত্র যাবার আমার কি সাধ নেই। তোমাদের জন্যই ত এ অ-গঙ্গার দেশে রয়েছি। মহাপ্রভুর দর্শনে যাব এ ত' কত ভাগ্যের কথা—এখন গিন্নিমার মরজি হ'লেই হয়।

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। এই যে দিদি এসেছে, মাসীমা প্রণাম। ওঁর আফিসে যাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আসতে দেরী হ'য়ে গেল।

শশীর মা। তা মা, আসতে পেরেছ এই ঢের! তোমাদের নিজের ঘর সংসার ফেলে এখানে আস্‌তে তোমাদের যে বড় অসুবিধা হয় তা' কি আমরা বুঝতে পারি না, বেঁচে থাক মা। রাজলক্ষ্মী হও। আমরা বিধবা লোক আমরা আর কি আশীর্ব্বাদ করবো।

সৌদা। মাসীমার ঐ রকম কথা। আর আমি যে "সারদা সমিতির" সম্পাদিকা সে কথাটা বুঝি ভুলে গেলে। দিদিমণি যে আমাকে মস্ত খেতাব ওয়ালা চাকরী দিয়েছে ; চাকরী রাখ্‌তে হবে ত! তাই চাকরীর দায়ে এসেছি। মাসীমা, একবার নীরজাকে ডাক না ? নিস্তারিণী দিদি তোমরা সবাই একবার একটু যাও তো আমার দিদিমণি ও মাসিমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

[সকলের প্রস্থান।

(নীরজার প্রবেশ)

মনীষা। সৌদামিনী সেই কথাটার বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌বে বলে নীরজাকে ডেকেছ বুঝি? তা বেশ করেছো বোন্। যখন এ কথাটা উঠেছে তখন এখানে এসে নীরজাকে আগে জিজ্ঞেস্ করাই ভাল। হ্যাগা নীরু, তোমার নামে যে চিঠিটা এসেছিল হরপ্রসাদ বাবু সে চিঠিটা নিয়ে সৌদামিনীকে দিয়েছে। সে চিঠি তোমায় কে লিখ্‌লে বোন্?

নীরজা। দিদিমণি, পরমেশ্বর জানেন আমি নির্দ্দোষী, বাবা যেখানে চাকরী করেন সেই থানের জমিদারের ছেলে আমাকে অনেক জ্বালাতন করেছিল, এমন কি বাবাকে অনেক টাকার লোভও দেখিয়েছিল, বিশেষ তার ভয়েই আমি এখানে পালিয়ে এসেছি; আমার কথা না বিশ্বাস হয় বাবাকে ডেকে এই সব কথা আপনারা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন।

শশীর মা। না বাছা, এখানে আর জিজ্ঞেস করা-করির কাজ নেই। এ সব কথা লোকের কানে উঠলেই আমাদের কলঙ্ক রট্‌বে; একেইত লোকে বল্‌তে ছাড়ে না।

নীরজা। তবে আর কি করবো মাসীমা, আমার জন্য তোমাদের নিন্দা হবে কেন? আমাকে তাড়িয়ে দাও, জমিদার বাবুত সেই জন্যই আমার নামে এই সব চিঠি পাঠান। আর কোন থানে যায়গা না হয়, মা গঙ্গা আমায় যায়গা দিবেন। (ক্রন্দন)

মনীষা। না বোন কেঁদনা—আমরা মেয়েমানুষ আমাদের অনেক সহ্য ক'র্‌তে হয়।

নীরজা। দিদি, আর কত সহ্য ক'রবো—আমার যে কেউ নেই। বাবা আবার বিয়ে করেছেন সেখানেও যে আমার বেশী দিন যায়গা হবে তারও ত আশা নেই।

মনীষা। না, তোমার অন্য কোথাও যেতে হবে না। মাসিমা আমাদের বড় কিনা, তাই আমাদের ভালর জন্যই বলেন। সৌদামিনী, হরপ্রসাদ বাবুকে এসব কথা ব'লো। এ বিষয়ে নীরজার কোন দোষ নেই। ওর নামে চিঠি এলে, তিনি না খুলে বরং তোমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

নীরজা। দিদি, তুমি আমায় বাঁচালে, তুমি আমার লজ্জা রাখ্‌লে। পরমেশ্বর তোমার ভাল ক'রবেন।

সৌদা। নে, এইবার ত তোর হ'ল। দিদির মুখেই ত শুন্‌লে আর তোমার মন খারাপ করে কাজ নেই। এইবার যে সেই গান শিখিয়েছিলাম তা গাও ত। আয়রে মেয়েরা গান শুন্‌বি!

নীলকমল। (বেড়ার কাছ হইতে) এই যে সবাইকে ডেকে আন্‌ছি আর আমিও আস্‌চি। ঠাকুরদের গান শুন্‌তে আমরা সবাই থাকি।

নীরজা। হ্যাঁ আমি ত ভারি গান শিখেছি যে গাইব। দিদিমণি গাও; না হয় ত সদু দিদি গাও।

মনীষা। হ্যাঁ বোন সদু তুমিই গাও। নীরু এখন পারবে না অনেক দিন শুনি নি।

(নীলকমলের একটা ছোট বক্‌স্ হারমোনিয়ম্ আনিয়া সৌদামিনীর সামনে রাখা, নীলকমলের সঙ্গে সঙ্গে সোনার ও শশীর মার প্রবেশ।)

সৌদা। তা আর উপায় কি? যখন সেক্রেটারী হয়েছি তখন কাজ না করলে ত চাকরি থাক্‌বে না। মাসীমা যে গানটা ভালবাসেন সেইটেই গাই।

গান আরম্ভ—

এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা তারা বলে
আমার দুনয়নে ঝ'রবে ধারা
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটি' আমার মনের আঁধার যাবে টুটি'
তখন ধরাতলে প'ড়বো লুটে, তারা তারা ব'লে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, আমার ঘুচে যাবে মনের ক্ষেদ
ওরে শত শত সত্যবেদ, তারা আমার নিরাকারা
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে
ওরে আঁখি অন্ধ দেখনা মাকে তিমিরে তিমিরে হারা

শশীর মা। বা, কি মিষ্টি গলা গান শুনে অন্তর্জলি হ'তে ইচ্ছে হয়।

মনীষা। যেমন গান তেমনি গলা; তা' হলে আসি। শোনার খাবার সময় হ'ল।

সোনা। না মা, আমার ক্ষিদে পায়নি। আমি আরও গান শুনব।

মনীষা। না, তোমার কখনই ক্ষিদে পায় না। এখন চল। আয় ভাই সৌদামিনী তোকেও গাড়ী করে বাড়ী পৌছে দিয়ে যাই।
(সকলের মনীষা ও সৌদামিনীকে প্রণাম এবং তাহাদের দুই জনের শশীর মাকে প্রণামকরণ)

শশীর মা। এস মা, এস।

[মনীষা, সৌদামিনী ও সোনার প্রস্থান।

শশীর মা। আয় বাছারা—গানটান ত অনেক শোনা হ'ল এখন ঘর কন্নার কাজ যে সব পড়ে রয়েছে রান্নাঘরে যাই, তোরা সব যোগাড় ক'রে দিবি আয়।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

দৃশ্য বিবৃতি—অমরনাথের আফিস ঘর, সময় মধ্যাহ্ন।

[মথুর বাবু ও গণেশ—দুইজন কাছারীর প্রধান আমলা,
আফিস্-টেবিলের সম্মুখস্থ একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া]

মথুর। আজ ত শুক্রবার, বাবু ত আজ একবার বিষয়-কর্ম্মের কথা আমাদের সঙ্গে ক'ন, আদায়-উশুলের কথা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু কই আজ এ পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নেই। আর কি, বিষয়ের আর রইল কি ?

গণেশ। বড় বাবু আপনি কাছারিতে শুনে এলেন, তাকি খাঁটি খবর নাকি ?

মথুর। হঁ্যা এ সব খবর কি মিছে হয়।

গণেশ। আচ্ছা বড়বাবু, দেওয়ানজীর বিষয় আপনার কি মনে হয়। আমরা এ ঘরের নিমক খেয়ে প্রতিপালিত, কিন্তু যা দেখ্‌চি শুনচি তাতে তো আমার দেওয়ানজীর উপর ঘোর সন্দেহ হয়।

মথুর। চুপ, চুপ, ঐ বুঝি বাবু আস্‌চেন।

গণেশ। চুপ, চুপ কেন? বাবুকে ত আমাদের যা ধারণা তা বলাই উচিত।

মথুর। আচ্ছা রোসো, সব কাজেরই সময় অসময় আছে।

(অমরের প্রবেশ ও দুইজনের উঠিয়া দাঁড়ান)

অমর। কি সদর নায়েব বাবু, আজকের খবর কি ?

মথুর। হুজুর, খবর বিশেষ কি আর আছে, জমানবিশ বাবু আদায় ওয়াশীলের তালিকা এনেছেন।

অমর। তবে বিশেষ কোন খবর যদি আজ না থাকে, তা হ'লে আমি অন্য দিন কাগজপত্রগুলি দেখবো—আজ আমার শরীর ভাল নেই।

মথুর। হুজুর একটা বিশেষ জরুরী খবর আছে। অনুমতি দেন ত বলি।

অমর।—অবশ্য, তার আবার অনুমতি কি—শীঘ্র বলুন।

মথুর। এইমাত্র আফিসের সেরেস্তাদার মহাশয়ের মুখে খবর পেলাম, বড় বাবু নাকি তাঁর আমমোক্তার দিয়ে জমিদারীর ১৬ ষোল আনা নামজারী কয়ার জন্য কি সব দলিলের জাবেদা নকল দিয়ে দরখাস্ত করেছেন। দলিলে হুজুরের স্বাক্ষরে সম্পত্তি বড়বাবুর সাব্যস্ত হয়েছে। দলিল দেখিনি কিন্তু কথার কিছুই বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি হুজুরে খবর দিতে এলাম।

অমর। দাদা সমস্ত জমিদারীতে ১৬ আনা নিজের নাম জারী করার দরখাস্ত ক'রেচেন! আমার সই করা দলিলে দাদার অধিকার সাব্যস্ত হ'য়েছে! তুমি বল কি? যা হোক তুমি দেওয়ানজীকে এ সব কথা জানিয়েছ?

মথুর। না, খবর পেয়েই প্রথমে সরকারে হাজির হয়েছি, তার পরে দেওয়ানজীকে জানাব মনে ক'রেছি—তিনি হয় ত এ বিষয় কিছু খবর বলতে পারবেন। এখন ত তিনি প্রায়ই বড় বাবুর কাছে যান।

অমর। একটু দাঁড়াও, দেওয়ানজীকে এখানেই ডাকিয়ে পাঠাই। হরিরাম সিং, দেওয়ানজীকো বোলাও। মথুর, এখানে যে তোমাদের আর ক'দিন অন্নজল আছে, তা ভগবানই জানেন।

মথুর। কেন হুজুর, আমাদের জমিদারী বজায় থাক্। ব্যবসায় যে লাভ লোকসান হচ্ছে, তাতে এসে যাবে না; তবে হুজুর অভয় দেন

তবে দুই একটা কথা বলি। জমানবীশ বাবুর সঙ্গে এখনি আমার সে কথা হচ্ছিল।

অমর। কি কথা মথুর! আমার এমনি অবস্থা হয়েছে যে, তোমরা সবাই আমায় না রক্ষা কর্‌লে, এ যাত্রা আর আমার রক্ষা নাই।

মথুর। ভগবান আপনাকে রক্ষা কর্‌বেন। আপনার মত দয়াবান্ মনিব আমরা কোথায় পাব? তবে পৃথিবীতে পরকে একেবারে এত বিশ্বাস কর্‌লে সব সময় চলে না। নিজের জমিদারী নিজে মধ্যে মধ্যে না দেখলে কাজের সুশৃঙ্খলা হয় না।

গণেশ। হুজুর, আমাদের নিতান্ত মিনতি আপনি নিজে আপনার সম্পত্তি দেখুন। আমরা কর্ত্তাদের আমল থেকে নিমক খেয়ে আস্‌চি। আমরা কখনই কারুর অকারণে অনিষ্ট করব না। নিমকহারামি কখনও ক'রব না।

অমর। নিজের সম্পত্তি, সেই কথাইত ভাবছি। পৃথিবীতে কে খাঁটি, কে ঝুটো তাই যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, পৃথিবী যেন আমার চারিদিকে বোঁ বোঁ ক'রে ঘুর্‌চে।

(দেওয়ানের প্রবেশ)

দেওয়ানজী, মথুর যে খবর এনেছে শুনেছেন?

গৌরী। কি খবর মথুর?

মথুর। কাজে আফিসে গিয়েছিলাম। সেরেস্তাদারের মুখে শুন্‌লাম বড়বাবু নাকি সমস্ত জমিদারীতে ১৬ আনা নিজের নাম জারী করবার দরখাস্ত করেছেন।

গৌর। বল কি? এও কি সম্ভব। তোমরা একটু সেরেস্তায় যাও দিকিন্—বাবুর সঙ্গে আমার দুই একটা কথা আছে।

মথুর। আচ্ছা আমরা যাচ্ছি। কিন্তু জমিদারীর বিষয় কাজকর্ম্ম

আমাদের পুরাণো উকীল রসিক বাবুর পরামর্শ নিয়ে করলে ভাল হয় না ?

গৌরী। সে তো বেশ কথা। তা ত নিশ্চয়, তাঁকে পরামর্শ না করে কি কোনও কাজ করা হ'বে ? তোমরা এগোও, আমি এই আস্‌ছি। প্রয়োজন হয় তোমাতে আমাতে দুজনেই উকীল বাবুর বাসাতে যাবো'খন।

[মথুর ও গণেশের প্রস্থান।

অমর। আমার মনে বিষম সন্দেহ হ'চ্চে। উকীল বাবুর পরামর্শ না নিয়ে বিষয়টা বেনামি করা ভাল হয়নি। আমার অদৃষ্টে যা থাক্, সোনার কথা, স্ত্রী-পরিবারের কথা ভাবা উচিত ছিল। দাদা যে আমাকে নিজে কোন কথা না ব'লে নিজের নামে ১৬ আনা জমিদারী ক'রে নিতে চেয়েছেন এর অর্থ আপনি কি বুঝচেন ? আর আমার সব সম্পত্তিতে তাঁর অধিকারের এমন দলিল ও বা তিনি কোথায় পেলেন ?

গৌরী। আমি ত ঠিক বুঝতে পার্‌চিনে। হয়তো তাঁর নামে নামজারী থাক্‌লে এ বিষয় অন্য কেউ দাবী করতে পার্‌বে না, সেই জন্যই এ রকম করেছেন।

অমর। তা' হ'লে একবার সে বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লেন না। আপ্‌নাকে এ বিষয় কিছু ব'লেছিলেন কি ?

গৌরী। না, ঠিক ও রকম কথা তো আমাকে কিছু বলেন নি; কিন্তু কার অন্তরে কি আছে তা সব কি ঠিক করে জানা যায়।

অমর। আপনি বলেন কি দেওয়ানজী! আপনার পরামর্শ মতে আমি এ কাজ ক'র্‌লাম—যদি ঘুণাক্ষরে আপনার সন্দেহ ছিল, তবে আমাকে এ পরামর্শ দিলেন কেন ?

গৌরী। পরামর্শ কি আমি ইচ্ছে ক'রে দিয়েছি? দেনার দায়ে যদি বিষয় বিক্রয় হ'য়ে যায়, তার চেয়ে জমিদারী ঘরে থাকে সেও তো ভাল। তবে যে দলিল আপনি সই ক'রে দিয়েছেন—তাতে তো, বড়বাবুর কাছে পাঁচ বৎসরের জন্য বাঁধা রইল, এই কথাই রয়েছে। এ সব কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আর সত্যিই যদি তাঁর কোন কু-মতলব থাকে, তা' হ'লে নালিশ ক'রে আদালতে যা সত্যি ব্যাপার তা সাব্যস্ত করাব।

অমর। না কাজটা একেবারেই ভাল হয়নি, আমি দাদার কাছে গিয়ে দলিলটা ফিরিয়ে আনি। যদি দেনার দায়ে বিষয় বিক্রী হ'য়ে যায় সেও ভাল, তবু পরকে ঠকাতে গিয়ে হয়তো নিজের গলায় ফাঁস পড়বে। না, এ বিষয় আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব নয়। আমি এক্ষুনি গিয়ে দাদার কাছে হয় সে দলিল ফিরিয়ে আনি, না হয়—যা হয় এখনি হেস্তনেস্ত করবো।

গৌরী। দেখুন ছোট বাবু, এ ছেলে খেলা নয়। এখন যদি তাড়াতাড়ি করেন কিম্বা যা মনে আসে তাই বলে ফেলেন, তা' হলে হিতে বিপরীত হ'তে পারে। যদি একবার বড়বাবু বিগড়ে বসেন তা' হ'লে সর্ব্বনাশ হবে।

অমর। তা' হলে তোমার ইচ্ছে কি? তোমার ভিতরের মতলবটা কি, তা আমি কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনে।

গৌরী। ও বুঝেছি—শেষে আপনি আমাকে অবিশ্বাস কর্‌চেন!

অমর। আমি বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই বুঝতে পারচিনে—আমায় ভাবতে দাও—আমায় বুঝতে দাও। এখন তোমরা সকলে যাও—আমি ভেবে দেখি—বুঝে দেখি।

গৌরী। সে তো ভালই— কিন্তু আমি সব কথা বুঝিয়ে বলছি আপনি শুনুন।

অমর। না আমাকে বোঝাতে হবে না। আমি কারুর কথা শুনতে চাই না। আমাকে একলা থাক্‌তে দাও, আমাকে বুঝ্‌তে দাও—তোমরা সকলেই যাও। আমি আর কাউকেও চাইনে।

গৌরী। যে আজ্ঞে, আমি চল্লেম। আমার যখন দরকার হ'বে স্মরণ ক'রলে হাজির হব।

[প্রস্থান।

অমর। (টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া) অন্ধকার! চারিদিকে অন্ধকার। পথ কোথায়, কোন পথে যাব? কে আমায় বলে দেবে? আমার স্ত্রী-পরিবারের কি দশা হবে!

(গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া চিন্তা ও দু' চোখ ভরিয়া জল)

(মনীষা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর স্কন্ধে হাত দিয়া)

মনীষা। কি হয়েছে? তুমি অমন ক'রে রয়েচো কেন?

অমর। তুমি এখানে এলে কেমন করে? কি হয়েছে? আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমরা ভিকিরী হয়েচি, আমি স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে পথের কাঙ্গাল হয়েচি—সব গেছে—আর কিছুই নেই।

মনীষা। স্বামী! প্রভু! কেন এত ব্যস্ত হ'চ্চ? মানুষের সুখ দুঃখ সব পরমেশ্বরের হাতে। আর অর্থ সম্পদ্ তাতেই কি সব সুখ? সত্যই যদি সব গিয়ে থাকে—তবু ধর্ম্ম তো আছে—আমাদের সোনা ত এখনও বেঁচে আছে।

অমর। প্রিয়তমে, ধর্ম্ম—তা'ও বুঝি খুইয়েছি। তোমার স্বামী জুয়াচোর হয়েছে। (সরিয়া দাঁড়াইয়া) আমায় ছুঁয়ো না—আমি চোর, জুয়াচোর হয়েচি।

মনীষা। তুমি ইচ্ছে ক'রেবে অধর্ম্ম করেছ, এ কথা আমার বিশ্বাস হয়

না। আর তাই যদি ক'রে থাক তা হ'লে ও আমার স্থান তোমার পায়ে। কি হয়েছে আমায় সব বল। উপায় কি কিছুই নেই?

অমর। উপায়? উপায় ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্চিনে। বলছি, সব বলছি। এতদিন বলিনি কেন, তোমায় বলিনি কেন, তোমার পরামর্শ না নিয়ে আর কার কাছে পরামর্শ নিতে গিয়েছি? কিন্তু এখন যে সব শেষ হয়ে গেছে, তুমি আজ এলে কেন? কেন আগে এলে না? উপায়, উপায় মনীষা কিছুই নেই। হ্যাঁ, উপায় আছে বৈকি? ঐ যে উপায় আমি পেয়েছি, তোমার চোখে উপায় দেখ্‌তে পেয়েচি—সব যাক্ তাতে ক্ষতি নেই। ধর্ম্ম রাখ্‌তে পারলে জুয়াচোর হব না।

মনীষা। হ্যাঁ প্রভু, আমাদের সব যাক, ধর্ম্ম যেন থাকে।

অমর। তাই হোক! আমার এই সুন্দর অট্টালিকা, আমার এই সাধের ইন্দ্রপুরী, তোমায় বিয়ে করে এনে যেখানে ভেবেছিলেম পৃথিবীতে স্বর্গ পেলেম—এখনও সে ত আমার আছে। দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছি, ৬০ হাজার টাকা কি পাব না? তাই হবে—জুয়াচোর হব না—যেমন করে হোক্ কথা রাখব—ঋণ শোধ দেব।

(গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

গৌরী। গিন্নি ঠাকরুণ এখানে এসেছেন তা জানতেম না। সেই কয়লার সেয়ারগুলো ছেড়ে দেবো কিনা তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম। আমার মতে এখন ও যা পাওয়া যায় তাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল।

অমর। না, সেয়ারগুলো আমায় দাও। যদি তার দাম এক পয়সাও দাঁড়ায়, তাও ভাল; এখন বেচবো না।

মনীষা। (অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে) ওঁকে এখান থেকে যেতে বল।

অমর। হ্যাঁ, গৌরীশঙ্কর তুমি এখন এখান থেকে যাও। আমার স্ত্রী এখানে আছেন যখন দেখ্‌লে তখন এখানে না এলেই ভাল করতে। চল মনীষা আমরাই যাই, আমি তোমায় সঙ্গে করে ভেতরে রেখে আসি।

[ধীরে ধীরে দম্পতির প্রস্থান।

গৌরী। (লুব্ধ কটাক্ষে মনীষার দিকে তাকাইয়া) বেশী দিন আর এ অহঙ্কার থাকবে না, জাল টানবার সময় হ'য়ে এসেচে। জমিদারী সম্পত্তি সব তো আমার হাতে—আমি যা করবো তাই হবে। যেমন ক'রে কল টিপ্‌ব তেমনি করে নাচতে হবে। যার হয়ে সাক্ষী দেব জমিদারী তারই হবে। আর তুমি সুন্দরী এ কালো চেহারার দিকে ফিরেও চাইবে না? একদিন এই কোলে বসাবো, তবেই আমার নাম গৌরীশঙ্কর। না, তাই বা কেন! জোর কেন? মেয়েমানুষ বইত নয়। দুনিয়া টাকায় ভোলে, মেয়ে মানুষের মন ভুলবে না। তা দেখা যাবে, দেখা যাবে।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—o—

দৃশ্য বিবৃতি—বৈশাখী পূর্ণিমা। নারায়ণের ধবল মন্দির চন্দ্রালোকে তীব্রমধুর আভায় প্রদীপ্ত। চৌদিকে উদ্যান। বিগ্রহের সম্মুখে একাকিনী মনীষা পূজায় ব্যাপৃতা। দূরে দাসী বসিয়া।

মনীষা। (জোড়হস্তে নারায়ণ উদ্দেশে) প্রভুনারায়ণ, আমার সেবায় তুমি সন্তুষ্ট নও তাই তোমার পুরোহিতকে তোমার কাছে ডেকে

নিলে। তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও প্রভু! সেই আমার ভাল ; কিন্তু তবু নাথ মুখে এ ভাব কেন ? আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে কেন ? লক্ষ্মী আমাদের পরিত্যাগ করেছেন, আমরা পথের ভিখিরী হয়েচি—তাতে ক্ষতি নেই। বাবা আমাদের ছেড়ে স্বর্গধামে গেলেন, তুমি তাঁকে ডেকে নিলে—দেখ, তার জন্য আমার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। তবুও তুমি বিমুখ কেন? কি দোষ করেছি প্রভু! আমায় বুঝিয়ে দাও। এই সহরের গোলমালে এনে রেখেছি ব'লে কি আমার উপর বিরক্ত প্রভু। তবে তাই আজ্ঞা দাও, আবার ফিরে যাই। সেই নিবিড় বনে তোমার সেবায় স্বামী-পুত্র সব বিসর্জ্জন দিয়ে জীবন উৎসর্গ করি, প্রভু! নিরুত্তর কেন ?

দাসী। মা ঠাকরুণ, দিদিমণিরা অনেকক্ষণ নেয়ে এসে কাপড় ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

(সিড়ির নীচে ৬।৭ জন শুভ্রবসনাবৃত রমণী, সকলের হাতে শুভ্রপুষ্পমালা। তাদের মধ্যে একজন)

১মা রমণী। হাঁা দিদি, আজ রাত্তিরে ত আমাদের আস্‌তে বলেছিলেন। আজ ত বসন্ত পূর্ণিমার দিন।

মনীষা। হাঁা, বোন্, আমার সন্ধ্যা করতে আজ একটু দেরী হ'য়ে গেছে। বিন্দু, আমায় একটু আগে ডাকলেই হ'ত। এস আমরা সবাই মিলে স্তব করি। তারপর গড় ক'রে বাড়ী যাবে।

(সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করণ)

১

তুমি ত এলে না সাড়া ত দিলে না
কেন মিটালে না প্রাণের বেদনা
ল'য়ে স্বর্ণ থালা বরণের ডালা
নীরবে দাঁড়ায়ে নিশি
ওগো সে কি যাবে চলি শুধু মুখ পানে চাহি
আমাদের বাসর হবে না।

২

আজ আকাশ ভরিয়া উথলে অমিয়া
চাঁদের নিশায় বিভোর মলয়া
সর্ব্বাঙ্গে শিহরি মরমে পশিয়া
জাগাইয়া দেয় তোমার বেদনা
ওগো জীবন যৌবন দিনু বিসর্জ্জন
তবু চরণের ছায় এ মধু নিশায়
একবার ডেকে নিলে না
বঁধু তুমি একবার ভুলে এলে না

এইবার এসো সবাই মিলে ঠাকুরকে প্রণাম করি।
(সকলে এক স্বরে)—হে বিধাতঃ, হে আর্য্যনারীর আদি দেবতা, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আদিম কাল হ'তে নারীর হৃদয়ে যে বল দিয়েছ সেই সহ শক্তি আমাদের দাও। সুখে দুঃখে, রোগে শোকে রমণীর দয়া ধর্ম্ম আমরা যেন না ভুলি। আমরা

পতি-পুত্র, পিতা-মাতা সকলের মাঝখানে থেকেও তোমাতে যেন নিমগ্ন থাকি। পৃথিবীর সব অন্ধকার, সব দৈন্য আমাদের প্রাণের মমতা যেন এই পূর্ণিমার ব্রত মুছে দিতে পারে। হে প্রভু তোমার চরণে আমাদের আশ্রয় দাও। আমরা তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

(সকলে এক সঙ্গে উঠিয়া হাতের মালা ঠাকুরের গলায় পরাইয়া অবতরণ করে অপসৃত)

(দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

(২ বৎসর পর)

দৃশ্য বিবৃতি—সরকারী Circuit House (যাহা এক সময় অমর বাবুর গৃহ ছিল); বসিবার ঘর; কেদারা, টেবিল প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উপযোগী আসবাব। বিলাত ফেরত ডাক্তার ফণীভূষণ বোস ও অঘোর নাথ বানার্জ্জী শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টর আসীন।

অঘোর। আজ অনেক দিন পরে তোমাকে দেখ্‌লেম। তুমি যে দিন বিলাত যাও সেদিন হাবড়া ষ্টেসনে আমিও গিয়েছিলাম। ছেলের কি কান্না, আমি ভাবলুম হয়তো বোম্বে থেকেই ফিরে আস্‌বে।

ফণী। না, বোম্বে গিয়ে ফিরে আসবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বোম্বে পৌঁছিবার পর বাড়ীর কাউকে যে বিশেষ মনে ছিল তা ব'লতে পারি না। আমার কান্না আসে বলেই কাঁদি। মনের ভিতর যে একটা খুব দুঃখের ভাব অনেক দিন থেকে বহন করি, তাতো মনে হয় না।

অঘোর। সে ভাল। ছেলে মানুষের হালকা স্বভাবই ভাল। সে যা হোক এখানে তুমি একলা থাক্‌বে নাকি? কেন, তোমার মা কিংবা তোমার দিদি এসে তোমার কাছে থাক্‌বেন না?

ফণী। আগে দিন কতক দেখি, বাড়ী, ঘর, দোর কি রকম পাই? তার পর হয় মা কিংবা দিদি এসে থাকবেন।

অঘোর। তুমি কল্‌কাতায় practice না ক'রে এ রকম ছোট যায়গার practice কর্‌তে এলে যে?

ফণী। কল্‌কাতা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আর তার পরে আমরা এক রকম নয়গঞ্জে মানুষ হয়েছিলাম। ছেলে বেলায় নদীর ধারে কত খেলাই করেছি। এখানে practice ক'রে যদি চলে তাতেই আমি সুখী হব।

অঘোর। ওহে পয়সা রোজগারের সঙ্গে অত sentimentএর ঘনিষ্ঠতা থাক্‌লে বড় সুবিধে হয় না। কলকাতায় যেমন ফিল্ড আছে। এ সব ছোট খাট যায়গায় মোটেই সুবিধে নেই। ডাক্তারকে পয়সা দিতে হ'লে লোকের যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়। তুমি midwiferyতে specialist হ'য়ে এসেছ, আমার মতে তোমার কল্‌কাতাতেই দিনকতক practice ক'রলে ভাল হত।

ফণী। এখন দেখি দিন কতক এখানে কেমন হয়। আপাততঃ তো সিভিল সার্জ্জনের কাজে তিন মাস আমাকে দিয়েছে, তারপর না হয় কল্‌কাতায় যাওয়া যাবে। আপনি এখানে ক'দিন থাক্‌বেন।

অঘোর। এই আমার সদরের সব স্কুলগুলো দেখ্‌তে হয় ত ৪।৫ দিন লাগবে, তুমি সে ক'দিন এখানে থাক না, তার পর না হয় তোমার সরকারী বাড়ীতে উঠে যেও।

ফণী। হ্যাঁ ৫।৬ দিনের কমে যে আমার নিজের বাড়ীতে উঠে যাওয়া হবে

তা মনে হয় না। আর এমন সুন্দর বাড়ী আর এই চমৎকার situation ছেড়ে যেতে বড় শীগ্‌গির ইচ্ছে হচ্ছে না।

অঘোর। আমি এসেই, তুমি এখানে আছ শুনে, আমার লোক্‌কে দু'জনেরই Dinner করতে ব'লে দিয়েছি। আর আমার লোককে ও রাঁধতে বারণ করে দিয়েছি।

কণী। কি আশ্চর্য্য আপনি কেন এত কষ্ট কর্‌লেন।

অঘোর। আশ্চর্য্য কিছু নয়, তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ ছিল; এত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো তা তুমি এক ঘরে খাবে আর আমি এক ঘরে দোর বন্ধ করে খাব তাই হবে নাকি? সামনের X'mas এর ছুটীতে তোমাকে নিমগুড়ীতে এসে আমাদের ওখানে থাক্‌তে হবে। তুমি যদি এখানে একলা ছুটীর সময় থাক তা হলে আমার স্ত্রী নিতান্তই দুঃখিত হবেন। এই খানসামা, খানা লে আও।

(ঘরের বাহির হ'তে খানসামার প্রবেশ)

খানসামা। যো হুকুম হুজুর (আসিয়া সম্মুখের টেবিলে দুই জনের উপযুক্ত Dinner সরঞ্জাম করিতে ব্যস্ত)

(বানার্জ্জী সাহেবের বেহারার ঘরে প্রবেশ)

বেয়ারা। হুজুর, একঠো ছোট ছোক্‌রা আপকো সাত মুলাকাত কর্‌নে্‌ মাংতা।

অঘোর। ছোক্‌রা কাঁহাকা? স্কুলের ছেলে না—কে?

বেয়ারা। না হুজুর, একটী ছোট ছোঁড়া একটা খোট্টা চাকরের সঙ্গে এসেছে।

অঘোর। হোক, নিয়ে এসো। (কণীর দিকে ফিরিয়া) এত রাত্রে আবার

কোন ছোট ছোক্‌রা আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলো? (সোনার প্রবেশ, এখন বয়স ৬ বৎসর, পরিধানে একখানা ময়লা ধুতি, গায়ে কিছু নাই, বড় বড় কোঁকড়া চুল, কৃষ্ণবর্ণ বড় বড় চোখ)

সোনা। বাবা, আমাকে বাড়ুয্যে সাহেবের কাছে এই চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন?

অঘোর। তুমি কার ছেলে?

সোনা। আমি অমর বাবুর ছেলে, এই চিঠি বাবা দিয়েছেন।

অঘোর। ও বুঝেছি, কি সর্ব্বনাশ! তুমি অমর বাবুর ছেলে! তোমার এই দশা! দেখি চিঠি দাও ত তোমার বাবা কি লিখেছেন?

(বালকের ব্যস্ত ভাবে অঘোর বাবুর হাতে চিঠি প্রদান। বাড়ুয্যে সাহেব পড়িয়া)

কি ভয়ানক! এমন দুর্দ্দশা হয়েছে! তোমার বাবাকে বলো যে কাল আমি যাব'খন। না—বরং আমি দু লাইন লিখে দিচ্ছি (পকেট হইতে পেন্সিল বাহির করিয়া চিঠির উপর দুই ছত্র লেখা) এই নাও চিঠির জবাব, তোমার বাবাকে দাওগে যাও। না— ব'সো, তুমি আজ রাত্রে কিছু খেয়েছ?

সোনা। রাত্রে খাই নি। দিনে খেয়েছি।

ফণী। ছেলেটী কার, বড় সুন্দর ত?

অঘোর। ভয়ানক Unfortunate case. তোমার হয়ত নয়নগঞ্জের জমিদার মুখুজ্যেদের মনে নেই। তুমি এখানে খুব ছেলেবেলায় ছিলে। এই ছেলেটী ছোট বাবু অমরনাথের ছেলে।

ফণী। বলেন কি! আমার মুখুজ্যেদের বেশ মনে আছে, তাঁরা যে মস্ত বড় জমিদার ছিলেন।

অঘোর। হ্যাঁ, তাঁদেরই এখন এই অবস্থা! বাবা, আজ দিনে কি খেলে?

সোনা। কি আর খাব! ভাত:ডাল আর আলুসিদ্ধ খেয়েছিলুম।

অঘোর। আর তোমার বাবা কেমন আছেন?

সোনা। বাবার অসুখ করেছিল। ৩।৪ দিন পরে ঘর থেকে বেরিয়েছেন

অঘোর। তোমরা এখন কোথায় থাক?

সোনা। মোছলমান পাড়ায়, সেখানে খুব কাদা, আপনি যেতে পারবেন না।

অঘোর। তুমি সেখান থেকে এলে কেমন করে?

সোনা। মা বলেছেন এখন আমরা গরীব হ'য়ে গেছি, এখন আমি সব যায়গাতে যেতে পারি। একলাই যাই!

ফণী। তোমাদের এখনকার বাড়ী কেমন?

সোনা। সে বাড়ী ছাই। আমার ভাল লাগে না, বড্ড কাদা আমরা এ বাড়ীতে যখন ছিলাম তখন ভাল লাগত। নদীর ধারে কত খেলা করতেম।

ফণী। এ বাড়ীতে ওরা ছিল নাকি?

অঘোর। হ্যাঁ। এ বাড়ী অমর বাবুর বৈঠকখানা ছিল। এই রকম পাঁচ কাজে বেজায় খরচ করে, আর লোকজনকে খাইয়ে দাইয়েই সে ফতুর হ'ল। এখন তাঁকে এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করে এমন কেউ নেই। বাবা, তুমি কিছু খাবে?

সোনা। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, মা আমাকে পরের বাড়ীতে খেতে মানা করেছেন। আমি এখন বাড়ী যাই। চিঠির জবাব না পেলে বাবা রাগ করবেন।

অঘোর। তা বাড়ী যাও। তোমাদের চাকর বাতি নিয়ে এসেছে ত?

সোনা। বাতি নেই। বাতি নিয়ে আসে নাই। আমি অন্ধকারেই বেশ যেতে পারবো'খন।

অঘোর। না, না, আমার হ্যারিকেন বাতি তোমার চাকরের সঙ্গে দিচ্ছি। অন্ধকার। বুঝি একটু বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'য়েছে। অন্ধকারে যাবে কেমন ক'রে? রামদীন, এ ছেলেটার চাকরের হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা দাও তো। কাল সকালে গিয়ে নিয়ে এসো।

সোনা। আজ তবে আমি যাই (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খোলা-দ্বার দিয়া অন্য ঘরের দিকে অঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া) ঐ ঘরে আমি মার কাছে শুতেম। এই ঘরে বাবা শুতো। এখনকার বাড়ীতে শোবার মোটে একটা ঘর।

অঘোর। আচ্ছা বাবা। তোমার বাবাকে ব'লো কাল আমি তোমাদের বাড়ীতে যাব।

[বালকের প্রস্থান।

এ রকম Unfortunate case আমি ত আর কখনও দেখিনি। অমরের স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আহা, আমাদের জেনানা স্কুলে কত সাহায্য করতেন। কি সুন্দর একটা বিধবা আশ্রম করেছিলেন। শুন্‌তে পাই অমর একেবারে গোল্লায় গেছে। ছেলেটা যে অসুখের কথা ব'ল্লে ও অসুখ আর কিছুই নয়; একবার মদ খেতে আরম্ভ করলে ৪।৫ দিন বেহুঁস হ'য়ে থাকে। অমরবাবুর বড় ভাই সমর বাবুর যথেষ্ট বিষয় আছে। রায় বাহাদুর হয়েছেন, শুনতে পাই নাকি শীগ্‌গীরই 'রাজা' খেতাপ পাবেন, কিন্তু এমনি অস্বাভাবিক যে ছোট ভাইকে বাড়ীতে এক রকম যেতেই দেয় না। অমরের সংসারের সব ভার তার স্ত্রীর উপর। বিষয় আশয় আর কিছুই

নেই, কি ক'রে যে চালায় তা জানি না। যাও তো কাল আমি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

কর্ণা। হ্যাঁ। আমাদের একবার নিতান্ত দেখবার ইচ্ছা; আপনার সঙ্গে যাব।

অঘোর। বেশ ত, তুমি যখন এখানে রইলে তুমিও হয় তো কিছু সাহায্য করতে পারো। এসো, অনেক রাত হয়ে গেছে; মুখ হাত ধুয়ে আসা যাক্। Dinner একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বুঝি।

[উভয়ে উঠিয়া অন্য ঘরে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—o—

দৃশ্যবিবৃতি—মুসলমান পাড়া। একটা ছোট একতালা বাড়ী, তার বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর অমর ও গৌরীশঙ্কর দেওয়ান বসিয়া। অমরের চেহারার অনেক বদল। মুখে গভীর চিন্তারেখা। দু একটা চুল পাকিয়াছে। গৌরীশঙ্কর হৃষ্টপুষ্ট। কাল—রাত্রি ৯টা কি ১০টা, ঘরের দীপ নির্ব্বাপিত প্রায়। ভাঙ্গা জানালা দিয়া চন্দ্রের আলো প্রবেশ করিতেছে।

অমর। তুমি আমাকে চুরী ক'রতে বল নাকি! তুমি বল কি? এক জুয়াচুরী করতে গিয়ে ত এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। না খেতে পেয়ে

মারা যাই-সেও ভাল তবু আমি আর অন্ধকার পথে যেতে রাজি নই। ও সব কাজে আমি হাত দিতে পারব না।

গৌরী। ছোটবাবু বলেন কি ? নিজের জিনিষ নিজে ফিরিয়ে আন্‌বেন তাতে আবার চুরী কিসের ? বড়বাবু চুরী করেছেন, আপনার সব বিষয় সম্পত্তি তিনিই সব চুরী ক'রে নিয়েছেন।

অমর। সে ত আমরা ইচ্ছে ক'রে, যুক্তি পরামর্শ ক'রেই তাঁকে পাচ বছরের জন্য দিয়েছি। দোষ তার নয়! দোষ আমাদের, এখন সে দলিল ফিরিয়ে নিতে হ'লে, হয় মামলা মোকদ্দমা ক'রে নিতে হয়, আর না হয় অনুনয় বিনয় ক'রে নিতে হয়। জোর ক'রে কেড়ে নেওয়া—সেও ভাল কিন্তু চোরের মত গিয়ে দাদাকে না বলে তাঁর বাক্স খুলে সে দলিল আমি ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌তে পারবো না।

গৌরী। বাক্‌স আপনাকে খুলতে হবে কেন ? আমি সে খুলেই রাখব এখন। বড়বাবু আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। আমিও তাই করতেম, তা না হ'লে এ দলিল লিখে দিতেই আমি পরামর্শ দেবো কেন ? আপনি অনুনয় বিনয়ের কথা বল্‌ছেন, বড়বাবু কি কথায় ভোলবার লোক! না তাঁকে অনুনয় বিনয় কম করা হ'য়েছে। তবে যদি আপনি জোর ক'রে আন্‌তে পারেন সেতো ভালই। কিন্তু তিনি কচি খোকা নন যে আপনি জোর করলেই কি ধমকে ব'ললেই তিনি সুড়সুড়িয়ে দলিলটা ছেড়ে দেবেন। যাতে কাজ হবে, যাতে ফল হবে সেই পরামর্শ ই আমি দিচ্ছি ; আর এ দিকেও আমি আর চালিয়ে উঠ্‌তে পারি না।

অমর। হাঁ, আপনার কাছেও অনেক ধার হ'য়ে পড়লো। সংসার যে কি ক'রে চালাব তা পরমেশ্বর জানেন ; স্ত্রী-পুত্র না থাক্‌লে এতদিন

আমি গলায় দড়ি দিতেম। আমার মত অপদার্থ লোকের এ পৃথিবী থেকে অপসৃত হ'লেই ভাল।

গৌরী। আপনি ত সব সময় স্ত্রী-পরিবার, স্ত্রী-পরিবার ক'রে ব্যস্ত। কিন্তু আপনার শরীরের এ অবস্থা হয়েছে, আপনার মাথার উপর দিয়ে এই সব বিপদ যাচ্ছে, কই গিন্নি ঠাকরুণ যে খুব ব্যস্ত হ'য়েছেন, কি আপনার জন্য শরীর খারাপ কর্‌ছেন, তা ত' মনে হয় না। দেখুনগে, হয়ত তিনি বাড়ীতেই নেই! কোথায় বেড়াতে গেছেন হয় ত!

অমর। কি বল্‌লে গৌরীশঙ্কর, আমার স্ত্রীর কথা, তিনি কি ক'চ্ছেন না কচ্ছেন তা তুমি জান্‌লে কি করে?

গৌরী। আমি আর জানবো কি করে? বাড়ীতে আসা যাওয়া করি, খোকার মুখে, চাকরের মুখে যা শুনি তাই বল্‌ছি। সে যাক্, আমি দলিলটা উদ্ধার করবার বিষয় যে কথাগুলো বললুম্, তা একবার ভেবে দেখবেন, তারপর যা ইচ্ছে হয় তাই করবেন।

অমর। আমি সেই কথাই ভাব্‌ছি, যখন ডুব্‌তে বসেছি তখন—না—কেনই বা না, আমারি ত' বিষয় আমারি ত' সম্পত্তি? উঃ কি ভয়ানক কথা! দাদা আমায় ঠকালেন! দাদা, আমর সম্পত্তি চোখে ধুলো দিয়ে নিলেন! আমার স্ত্রী, পরিবার আজ অন্নাভাবে মারা যায়। হ্যাঁ, গৌরীশঙ্কর, তুমি আমায় ঠিক পরামর্শ দিয়েছ, আমি যে ক'রে হয় সে দলিল উদ্ধার কর্‌ব।

(বাহির হইতে সড়কের দুয়ারে ঠেলিয়া ঘরের ভিতর মনীষার প্রবেশ।)

মনীষা। কেও, তুমি নাকি! এত রাত্রে অন্ধকার ঘরে ব'সে তুমি কি করছ? একলা না—ও কে?

অমর। মনীষা, তুমি এত রাত্রে বাইরে থেকে কোথা থেকে এলে? দেওয়ানজী, আজ রাত্রে তবে আপনি আসুন, অনেক রাত হয়েছে।

গৌরী। হাঁ, আমি চল্লুম। আপনাদের ভালর জন্যই ; আমি তা না হ'লে নিজেই কোন স্বার্থের জন্য এত রাত্রে আসিনি, গিন্নি ঠাক্রুণ, তবে আমি আসি।

[ঘর হইতে বহির্গমন।

মনীষা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখ্ছো, তুমি সত্যি সত্যি পাগল হ'লে না কি ? তুমি কি ভাবছ ? সোনাকে সঙ্গে ক'রে নারায়ণের মন্দিরে গিয়েছিলুম, পূজা করতে দেরী হ'য়ে গেছে সে ত আমি ঠাকুরঝিকে বলেই গিয়েছিলুম, সে তোমায় বলেনি ?

অমর। না, তাইত! আমি কি হয়েছি ? আমি কি ভাবছিলুম ? কি ভাবছিলুম যে ভেবে আর কি হবে ? চল, আমরা ভিতরে যাই।

মনীষা। না, একটু বসো, তোমাকে দুটো কথা বল্ব। আমাদের এত দুর্দ্দশা হল, আমাদের এত বিপদে ফেল্লে তবু তুমি দেওয়ানজীর কথা শোন কেন ? তাকে এখানে আস্তে দাও কেন ? তার সঙ্গে আমাদের এখন আর কি সম্বন্ধ আছে ? একলা অন্ধকারে সে আবার তোমায় কি পরামর্শ দিচ্ছিল ?

অমর। না, পরামর্শ আর কি দিবে ? সংসারের জন্য কিছু টাকার দরকার হ'য়েছিল, তাই তেকে ডাকে পাঠিয়েছিলুম।

মনীষা। ছিঃ, ছিঃ, আমাদের ধিক্! আবার তার কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া! আমরা যদি খেতে না পেয়ে মরেও যাই তবুও তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে খেলে যে আমাদের বিষ খাওয়ার সমান হ'বে। আমাদের মহা পাপ হবে। তুমি আমাকে বল্লে না কেন ? আমাকে আজও দিদি আমার কাপড় সেলায়ের ২৫ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাতে আমাদের এ মাসের ক'দিন বাজার খরচ

চলে যেতো ; আর হয়তো আস্‌ছে মাসে তোমার চাকুরীও হবে, তুমিও ত বলছিলে বড় সাহেব তোমায় খুব ভদ্র ভাবে চিঠি লিখেছেন।

অমর। আর মনীষা—আমার আবার চাক্‌রী হবে! চাক্‌রী হ'লেও আমি কি তা রাখ্‌তে পারব?

মনীষা। কেন পারবে না! কেন তুমি বুকে বল বাঁধ না? কেন ঐ তোমার শনি দেওয়ানজীর কথা শোন? আর কেনই বা এ ছাই-পাঁশ খেয়ে নিজের শরীর একেবারে মাটী করচো।

অমর। না, আমি আর ও ছাই-পাঁশ খাব না। আমি মনকে শক্ত করব। মনীষা! তুমি যা বল্‌বে আমি তোমার কথা শুনে চল্‌বো।

মনীষা। তবে বল দেওয়ানজী তোমায় কি বলছিলেন! তোমায় কি পরামর্শ দিচ্ছিলেন?

অমর। পরামর্শ আর কি দেবেন? দলিলটা দাদার কাছ থেকে কি ক'রে উদ্ধার হয় সেই বিষয় যুক্তি হচ্ছিল, তিনি আমার ভালর জন্যই বলছিলেন।

মনীষা। হাঁ, তিনি তোমাকে ভাল পরামর্শ দেবারই লোক বটেন। আর যা কর তা কর, ওর পরামর্শে আর কোনও কাজ ক'রো না।

(দীপ হস্তে লীলার প্রবেশ)

লীলা। এই যে বৌদিদি, তুমি কখন এলে গা? অন্ধকারে ব'সে তোমাদের কি কথা হচ্ছে? আমি ভাবছি দিদি এখনো আসেনি বুঝি! তুমি না এলে সোনা ঘুমুবেও না, খাবেও না। চুপ্‌ ক'রে বসে রয়েছে ; এস এখন কত রাত হ'য়ে গেল।

মনীষা। শুনেছ আজ দিনের বেলায় দিদি লীলাকে নেবার জন্য গাড়ী

পাঠিয়েছিলেন, লীলা ঝিকে ফিরিয়া দিলে। ব'ল্লে, তোমার অসুখ ক'রেছে, সে এখন যেতে পারবে না।

অমর। তুমি বোন্, আমাদের জন্য কেন এত কষ্ট পাও, আমাদের এখন পর্য্যন্ত একটা মাথা রাখবার যায়গা র'য়েছে; কবে রাস্তায় দাঁড়াতে হয় তার ঠিক নেই। আর সেও তোমার ভায়ের বাড়ী, সেখানে কত যত্নে থাক্‌বে।

লীলা। বউদিদি ও খোকাকে যদি রাস্তায় দাঁড়াতে হয়, তা'হলে আমিও দাঁড়াব! আর ভগবান্ ত আমায় অনাথা ক'রেছেন তবে আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি, ছোটদা তুমি আমায় বাড়ী হ'তে যেতে বল্‌ছ।

অমর। তবে কি আমার এখনো আশা আছে, এখনো লক্ষ্মী একেবারে ছেড়ে যাননি। আমি কি তোমাকে ইচ্ছে করে বাড়ী থেকে যেতে বলছি বোন্! তুমি কেন কষ্ট পাবে! তবে যদি পরমেশ্বর আবার দিন দেন তখন তুমি আবার সোনার কাছে এসে থেকো। তুমি সোনাকে ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পারবে না, সেও তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না।

লীলা। তাত তুমি জান তবে ও পাগলের কথা মিছে কেন বল। এখন তোমরা যদি খেতে না এস তা হ'লে আমি সোনাকে খাইয়ে ঘুমুইগে যাই। তোমরা দু'জনে পরে যেও।

(অন্দর হইতে সোনা "পিসীমা" "পিসীমা")

ঐ ডাক্‌ছে বুঝি। সোনা—সোনা—আমি চল্লুম।

মনীষা। আমরাও আসছি। এস না গো, আমাদের কপালে যা আছে লীলারও তাই হবে, নারায়ণ যা ক'রবেন তাই হবে; অদৃষ্ট লিপি কে খণ্ডাতে পারে?

[সকলে উঠিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রামণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

দৃশ্যবিবৃতি—ফুলকুমারীর গৃহ, টিনের ছাদ, রঙ্গিন কাপড়ের চাঁদোয়া। তক্তপোষের উপর শুভ্র বিছানা, উদ্যানে দেশী ফুলের গাছ। ঘরে একটী বিড়াল ও একটী বিলাতি কুকুর। বিছানার উপর গৌরীশঙ্কর উপবিষ্ট।

গৌরী। আরে ফুলী শীগ্‌গির তামাক সেজে নিয়ে আয় না। আর তোর বড় দেমাক হ'য়েছে দেখ্‌ছি! ঘরে এসে বস্‌লে বিবিজানের দেখা পেতেই আধঘণ্টা কেটে যায়।

(রূপার হুকায় তামাক সাজিয়া ফুলকুমারীর প্রবেশ)

ফুলকুমারী। কেন, কি হয়েছে? মাতাল হয়েছ নাকি? বুড়ো হ'য়েছ, ভীমরতি ধরেছে। চোখে ত' ভাল দেখ্‌তে পাও না, খালি আমার সোনা দানা দেখলে চোখ টাটায়।

গৌরী। তাই ত আজ মেজাজটা বড় গরম দেখ্‌ছি। কিন্তু ব'লেছি ত এত দেমাক আর থাকবে না। তুমি ভেবেছো তোমার মত ডানাকাটা পরী আর ভগবান্ গড়ান নি:। কিন্তু বাবা, একবার দেখ দেখি চোখ দিয়ে, এমন মেয়েমানুষ কখনও দেখেছো কি বাপের জন্মে।

(পকেট হইতে মনীষার একখানা ফটো ছবি বাহির করিয়া দেখান)

ফুলকুমারী। (ছবির দিকে তাকাইয়া) এ আবার কোন কালামুখীর ছবি? দোকান থেকে কিনে আন্‌লে বুঝি? তা ছবি অনেকই

মিলে। ছবিকেই বুকে নিয়ে থেকো; এখানে আবার মরতে এলে কেন? মিন্সের আবার রকম দেখ না? আমাকে আবার শোনাতে এসেছে! আমি কিনা ভয় পাবার মেয়ে?

গৌরী। ছবি কেন রে! আসল মেয়েমানুষের সঙ্গে আমার মালা বদল হ'য়ে গেছে। তা একটা গলায় ছুটো হার কি পরতে নেই? তুমিই ত হলে পাটরাণী, তোমার দু'একটা দাসী বাঁদী চাই ত—এই ধর তোমার গাটাই একটু টিপে দিলে।

ফুলকুমারী। আহা। কি রূপের ধুচুনী গো। এঁকে দেখে সবাই একেবারে মরে যাচ্ছে।

গৌরী। আরে নে শালী, রূপ নিয়ে ত ধুয়ে খাবে। মরদ হওয়া চাই; রূপচাঁদ ছড়াতে পারা চাই। এই যে দেখ্‌চো আমার প্রাণ পিয়ারীকে; রূপওয়ালা মানুষ ওর অনেক ছিল তবে গৌরীশঙ্কর শর্ম্মার সঙ্গে ও পিরীতে পড়ল কেন। আমি ত এখন নয়নগঞ্জ পরগণার জমিদার। আমির ওমরাওদের দু'চার জন মেয়েমানুষ না থাক্‌লে কি মানায়?

ফুলকুমারী। যত বড়মান্‌ষী তোমার মুখে, মাসোহারা একটা টাকাও ত বাড়াতে জান না; আর নূতন তাবিজ আজও হচ্ছে কালও হচ্ছে; কাজ নাই আমার গয়না গাটিতে। আমি বাড়ী চল্লুম। আমার বাপের বাড়ী হ'তে লোক এসেছে আমি তারই সঙ্গে দিন দেখে এই মাসেই চলে যাব।

(ননী মাসীমার প্রবেশ)

মাসী। শুনেছ বাবা খবর! মেয়েটাকে নিয়ে এখানে এসে রইলুম; ভাবলুম নিশ্চিন্ত হ'য়েছি, তা আমার বোনের সইল না। ছেলেকে

পাঠিয়ে দিয়েছেন—ফুলীকে নিয়ে যেতে। ওর শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা নাকি টের পেয়েছে। তারা তাদের বউকে নিয়ে যেতে চায়। তারা মস্ত জমিদার লোক কি না! তাদের যে একটা নিন্দা র'টে যাবে!

গৌরী। ননী মাসী, তা তুমিও ফুলীর শ্বশুর বাড়ী গিয়ে থাক না। হয়ত, তোমারও একটা নিকে টিকে হ'য়ে যাবে এখন। মাসী তোমারও ত বয়স এখন কাঁচা, আর চেহারাটা কি এমন মন্দ।

ফুলী। নে, মাসী, তোরও যেমন কথা কইবার লোক জোটে না! এবার যাবার দিন টিন ঠিক কর! পথ খরচ দিতে ইচ্ছে হয় দেবে, না হয় না দেবে।

গৌরী। আবার পথ খরচটা কি? এই তোমার শ্বশুর মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া বাবুরা লোক পাঠিয়েছেন, তাদের হাতে পথ খরচা দিতে গেলেই ত একেবারে গর্দ্দানা যাবে।

ফুলী। তা মাসী, বাবুর আমাদের কথা বিশ্বাস হ'চ্ছে না—ডাক না একবার কেষ্টদাকে?

(দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এবং একটু রুক্ষ চেহারা কৃষ্ণের প্রবেশ)

কেষ্টা। এই যে মাসী, আমাকে কি আর চেঁচিয়ে ডাকতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী। তোমরা মনে ক'রতেই এলাম।

গৌরী। (স্বগত) ও বাবা—এ বেটা আবার কোত্থেকে বেরুল, দেখ্‌তে যেন সাক্ষাৎ যম। (প্রকাশ্যে) ফুলমণি এইটী কি তোমার ভাই নাকি? ভাই বোনের চেহারার আদলটা খুব আসে। একেবারে যেন এক বোঁটায় দুটী ফুল।

কেষ্টা। ইনিই বুঝি আমাদের বড় বাবু? সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে ত? আমার বোনটার ঘরে নিয়ে যাবার দিন স্থির হয়েছে ত?

ফুলী। তা, ভাই নয়ত কে?

গৌরী। কে তা তুমিই জান, কিন্তু এখন ত তোমার ভাই-ই হয়েছে, তা হ'লে ত এ বাড়ীতে আমাদের তুই ভায়ের যায়গা হয় না। আমিই নিজের পথ দেখি। আমি চল্লুম।

মাসী। না, না, এরি মধ্যে যাবে কেন? আজ কেমন আলুর দম, আর চিংড়ী মাছের কালিয়া রেঁধেছি। তুমি যে বড় ভালবাস একবার মুখে দিয়ে যাবে না?

গৌরী। না মাসী, ফুলীর দাদা এসেছে সেই খাবে এখন; তা হলেই ত হবে (উঠিয়া) তবে ফুলী আমি চল্লুম, কিন্তু যাবার আগে প্রাণ এই চেহারাখানা কেমন লাগলো বল্লে না? (ফটো প্রদর্শন)

ফুলী। দাদা, দেখছিস্ কি? মিন্সে আমায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপমান করছে, আর তুই কিছুই বলছিস্ না?

কেষ্টা। বলি ও সম্বন্ধী, এরি মধ্যে যাবে কি? তুমি ত বড় বদরসিক; একটু ব'সে যাও।

ফুলী। না ওকে আর বস্‌তে বল্‌ছিস্ কেন? ওর ব'সে কাজ নেই, কিন্তু একটা কাজ করত দেখি! ওর ঐ কালামুখীর ছবিটা কেড়ে আমায় দে, আমি তার ছবির সঙ্গে পীরিত করার দফা সারছি।

কেষ্টা। খালি ছবি কেন? ঘড়ি, চেন, আংটী—কত কি প'রে এসেছেন নুতন সম্বন্ধীকে আদর ক'রে দিয়ে যাবেন না। কি বলো জামাইবাবু! ব'সো ব'সো—

(একটু সজোরে গৌরীশঙ্করকে কাঁধে হাত দিয়া বসাইয়া দেওন)

গৌরী। বলি এটা কি রকম হ'ল। সহরের মধ্যে রাহাজানি করবে

নাকি? বাবা, একটু ভুল করেছো, গৌরীশঙ্করকে এখনও চেননি। তোর মত চাড়াল, চাষা, অনেকগুলো হজম করতে পারি— আরে না, না; খুড়ী বলছি কি? রসো (মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া) আরে নূতন সম্বন্ধীর সঙ্গে আজ দেখা হ'লো, কোথায় সাদরসম্ভাষণ করবো—না, চাষাদের মত কথা কাটাকাটি কচ্ছি। মাসী, চিংড়ী মাছের কালিয়াটা নিতান্তই কি ফুলীর দাদাকে দিয়ে খাওয়াবে, আমরা একটু প্রসাদ পাব না?

মাসী। সে কি কথা বাবা? তোমার জন্যে রেঁধেছি, তুমি খাবে না? তোমার মুখের অন্ন কে খাবে? এই যে তোমার খাবার জায়গা ক'রেছি। দেখ্ ফুলী, আর ছেলেমান্ষী করিস্‌নে? মানুষ কোথায় একটু আরাম কর্ত্তে এল না, তাকে সবাই মিলে ব্যস্ত ক'রে তুল্‌লো। আমি এই খাবার নিয়ে এলাম বলে।

[প্রস্থান।

গৌরী। ফুলকুমারী! যাদুমণি! আজ মেজাজ এত গরম কেন? সত্যি ভাই তোমার তাবিজের কথা ভুলিনি! এ আংটীটা কেমন লাগে দেখ দেখি? (ফুলকুমারীর আঙ্গুলে পরাইয়া দেওন) বাঃ, দিব্বি মানিয়েছে!

ফুলী। দাদা, তুমি অনেক পথ হেঁটে এসেছ, তোমার হয় ত ঘুম পেয়েছে, তুমিও মাসীকে ব'লে সকাল সকাল খেয়ে নাও।

কেষ্টা। হাঁ, আমি চল্লুম, তবে খাবার আগে সম্বন্ধীবাবুর ছবিখানা একবার দেখে যাব না।

গৌরী! যাও, শালা বাবু, আর রসিকতায় কাজ নেই। শোন, শোন একটা কথা আছে। তোমার ত প্রায়ই আনাগোনা করতে হয়,

এই নাও (টাকা প্রদান) এক জোড়া ভাল বার্ণিশ করা জুতো আর এক স্যুট কাপড় কাল কিনে নিও।

কেষ্টা। দেখছো বাবা, জমিদার বোনাই হ'লে কত আদর হয়। ব'স বাবা, বেঁচে থাক বাবা, আমার ঘুম পেয়েছে, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

গৌরী। (স্বগত) একে দিয়ে অনেক কাজ হাসিল হ'তে পারবে, তবে আজ স'রে পড়াই ভাল, ছবিটা নিয়ে এখানে আসা বড় ভাল হয়নি।

ফুলী। কিগো কথাই কইছ না যে, আর মনে ধরে না বুঝি ?

গৌরী। ফুলী, আজ আমি চল্লুম ভাই ; একটা বড় জরুরী কাজ ভুলে এসেছি। কাল নিশ্চয়ই আস্‌ছি ; আর কাল তাবিজ আনতে ভুলবো না।

ফুলী। সে কি, মাসী খাবার আন্‌তে গেছে। এমন ক'রে তাড়াতাড়ি চল্লে যে—তা যেতে চাইলে ত আমি ধ'রে রাখ্‌তে পারব না !

গৌরী। সোনামণি, রাগ ক'রো না। তুমি বারণ করলে ত যেতে পারব না। আজ তবে চল্লুম, কাল নিশ্চয়ই আসবো। আজ আমার শরীরটাও বড় খারাপ লাগ্‌ছে। আর আমি ত পোষা পাখী শিষ দিলেই গুড়্‌গুড়িয়ে আস্‌বো।

[উঠিয়া প্রস্থান।

ফুলী। তাই ত পাখী কি সত্যি সত্যি শিকল কাটলে নাকি ? ও ছবিটা কার ? তা কৃষ্ণদাকে লাগাচ্ছি, সে ঠিক বের করবেই। যাই মাসীকে বলে আসি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

দৃশ্য বিবৃতি—অমর বাবুর অন্দর মহল, শুইবার ঘর। ঘরে একটী মোমবাতী জ্বলিতেছে। শয্যায় সোনা, শায়িত, ব্যাধিগ্রস্ত। মাথার কাছে মনীষা ও তাহার কাছে মাটীর মেজেতে বসিয়া লীলা; একটী কেদারায় বসিয়া ডাক্তার ফণী বোস্। সম্মুখে একখানা ছোট টেবিল, দু চারিটী ঔষধের শিশি, কাঁচের গেলাস। একটী পেয়ালাতে দুধ, ডাক্তার বাবু ঘড়ি খুলিয়া রোগীর নাড়ি দেখিতেছেন, সম্মুখে অমর দণ্ডায়মান, সকলে নিস্তব্ধ।

ডাঃ বোস্। আজ ১৩ দিন হ'ল—আজ অসুখ বাড়বারই কথা!

অমর। আজ ত সারা দিনই প্রায় অজ্ঞানের মত রহিয়াছে—আর আমাদেরও চিন্‌তে পার্‌ছে না।

বোস্। না, চিনতে পারছে বৈকি? তবে শক্ত জ্বর। ছেলেমানুষ তাই অমন করে একটু অসাড় হয়ে রয়েছে। এখন যে ঔষধটা খাওয়ালেম, আশা করি তাতে একটু উপকার হবে।

মনীষা। ডাক্তার বাবু, আজকের রাত্তির ছেলের কাট্‌বে ত?

বোস্। আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, সবই পরমেশ্বরের হাত, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি ত নিরাশ হবার কারণ দেখছি না। আমাদের ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা হোক! আর আমি সেই জন্য বাড়ী থেকে খাওয়া দাওয়া ক'রে এসেছি। আমি রাত্তিরে এখানেই থাক্‌বো।

অমর। ছেলে বাঁচুক আর নাই বাঁচুক আমরা আপনার ঋণ জন্মেও শোধ দিতে পারব না। আপনি রাত্তিরে বাড়ীতে থাকলে

আমাদের প্রাণে অনেকটা সাহস হয়; কিন্তু আপনার ত বড়ই কষ্ট হবে।

বোস্। আমরা ডাক্তার মানুষ—রোগীর কাছে রাত্রি জাগা আমাদের অভ্যাস আছে, বরং আপনারা সকলে এক সঙ্গে জেগে থাক্‌লে কোনই লাভ নেই, মেয়েরা শু'তে যান, দরকার হলে তাঁদের উঠাতে পারবেন (সোনার পাশ ফিরিবার চেষ্টা, ঠোঁঠ নাড়িল, কথা বাহির হইল না)

সোনা। (ক্ষীণস্বরে) পিসিমা—জল দাও।

লীলা। এই যে বাবা, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে বুঝি? ডাক্তার বাবু, দেবো?

ডাঃ বোস্। তা' চামচে ক'রে আস্তে আস্তে দু এক চাম্‌চে দিন, তাতে হানি নেই।

(লীলার জলদান—জল খাইয়া সোনার পুনরায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অবস্থিতি। ডাক্তার বোসের ঘড়ি দেখিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষাকরণ, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়া)

সোনা। (অজ্ঞান অবস্থায় আবল তাবল বকা) বাবা, বাবা, নকুল দা আমায় মারলে। না, আমি লুচি খাব না, যাও (জোরে লাফাইয়া গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলা)

(লীলা ও মনীষার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ)

মনীষা। চুপ কর বাবা, গায়ের কাপড় ফেলো না।

ডাঃ বোস্। কই, যে চাকর বরফ আন্‌তে গিয়েছিল, সে এখনও ফিরে এল না?

অমর। হাঁ, সে একটু আগে ফিরে এসেছে; বরফ পাওয়া গেল না, কোনও দোকানে নেই, জাহাজেও আসেনি।

ডাঃ বোস্। বরফ একটু নিতান্ত দরকার। আচ্ছা আর ১০ মিনিট পরে আর এক দাগ ঔষধ খাইয়ে দেবেন। আমি একবার বেরুই। দেখি, club ঘরে কি অন্য কোন সাহেবের ওখানে কিছু বরফ পাই কি না। এখন মাথায় এই ইউ-ডি-কোলনটা বেশী করে দেবেন —যেন ন্যাকড়াটা সব সময় ভিজে থাকে।

(আস্তে আস্তে পা টিপিয়া বহির্গমন)

অমর। ডাক্তারের ভিজিট দেবো সে সংস্থানও নেই, ঔষধ কেনার দাম পর্য্যন্তও নেই। এখন কি উপায় হবে?

লীলা। উপায় আছে বৈ কি! আমার সেই বালা জোড়াটা সকাল বেলা বাঁধা দিয়ে একশ টাকা এনে রেখেছি; আপাততঃ তাতেই চ'লবে।

অমর। কি! বিধবা বোনের গয়না বিক্রয় ক'রে সেই টাকা আমি নেব? আমার ছেলে যদি বিনা চিকিৎসায়, বিনা ঔষধে মারাও যায়, তবু আমি সেই টাকা ছোঁবনা।

লীলা। আমি তোমার মার পেটের বোন আমি কি তোমার পর? না, এই সময় এসব কথা ভাববার সময় আছে?

মনীষা। কেন মিছে লীলার মনে কষ্ট দাও? সোনা আমারও যেমন, লীলারও তেমন। এখন কোন রকমে সোনাকে বাঁচাও।

অমর। আমার জন্যই তোমাদের সকলের এই শাস্তি।

সোনা। (ছট্‌ফট্ করিতে করিতে) ঐ দেখ মা, দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে; মা, ধর না।

মনীষা। (সোনার মাথায় জল দিয়া) হা লক্ষ্মীনারায়ণ, হা ভগবান্, একবার আমাদের দিকে চাও।

লীলা। বৌদি, চুপ কর, এই দেখ ছেলে বোধ হয় আবার একটু শু'ল।

(সোনার চুপ করিয়া বিছানায় শয়ন—বোস্ সাহেবের পা টিপিয়া ঘরে প্রবেশ)

ডাঃ বোস। আমি কিছু বরফ যোগাড় ক'রে এনেছি—আপনারা সকলে এখন এ ঘর থেকে যান। আপনারা থাক্‌লে ছেলের উপকার না হ'য়ে অপকার হওয়াই সম্ভব। আমি সঙ্গে ক'রে একজন Compounderও এনেছি, আমরা পালা ক'রে রাত্রে ছেলেকে দেখ্‌ব। দরকার হ'লে আপনাদের ডাকব'খন।

অমর। Compounder বাবু কোথায় ?

ডাঃ বোস। তাকে বাইরের ঘরে শুইয়ে এসেছি—আমার একটু ঘুম পেলে তা'কে নিয়ে আসব। আপনারা এখন যান।

লীলা। আমরা সকলে থাকলে যদি অপকার হয় তো আমরা যাচ্ছি।

অমর। আজ আমি Compounder বাবুর সঙ্গে পালা ক'রে জাগব, এখন আর একটু থেকে কেমন থাকে দেখে যাই। (Compounder বাবুর একটা বরফ পোরা Ice Bag হাতে করিয়া দোরের কাছে গলার শব্দ করণ)

অমর। আপনি আসুন না, এখানে আর লজ্জা কিসের ?

(Compounder বাবুর প্রবেশ ও Ice Bag মস্তকে দেওন)

লীলা। আমি ধর্‌ছি (মাথায় বরফের Bag ধারণ)

ডাঃ বোস। (ধীরে ধীরে) এইবার ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনারা সকলে এখন আস্তে আস্তে যান।

মনীষা। এস লীলা আমরা পাশের ঘরে থাক্‌ব ; দোরে একটু ঘা দিলেই আসবো।

[প্রস্থান।

অমর। আমি আজ বাইরের ঘরে Compounder বাবুর কাছেই থাকবো, আপনারো সেইখানেই বিছানা ক'রে দিচ্ছি।

ডাঃ বোস। বেশ, তবে এখন আপনারা দুজন একটু বিশ্রাম করুনগে— আমি খানিকক্ষণ বসি, আবার ডাকবো'খন।

[দুইজনের প্রস্থান।

(রোগী পরীক্ষা করিতে করিতে) শক্ত সমস্যা! বাঁচাতে কি পারবো! (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া) তাইত প্রাণ এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন? রোগীর জন্য, তাই হবে।

(ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দেখা, মনীষার পুনঃ প্রবেশ, একটী তাঁবার কোষায় একটু জল পুত্রের মুখে দেওয়া)

মনীষা। ঠাকুরের চরণামৃত একটু মুখে দিয়ে গেলাম—ঠাকুরের কৃপায় আর আপনার যত্নে যদি ছেলে আমার এ যাত্রা রক্ষা পায়।

ডাঃ বোস্। পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আপনাদের মুখের দিকে তাকাবেন। আমি আর কি ক'রতে পারি?

মনীষা। ছেলে এখন একটু স্থির বোধ হচ্ছে। বরং আমি তার কাছে বসি, ছট্‌ফট্‌ ক'রলে আপনাদের ডেকে দেব।

ডাঃ বোস্। এ সময় আমার কথাই আপনাদের শোনা কর্ত্তব্য—আপনি যান—আমরা তিনজন আছি—পালা ক'রে আমরাই থাকবো।

মনীষা। আচ্ছা, তবে আমি চল্লেম। নারায়ণ যেন আমাদের মুখের দিকে চান—যেন আপনাদের যত্ন সফল করেন।

[প্রস্থান।

(ফণীন্দ্রনাথের একখানি Easy chair লইয়া সোনার বিছানার ধারে মাথার নিকট নিস্পন্দভাবে উপবেশন)

পঞ্চম দৃশ্য।

—o—

দৃশ্যবিবৃতি—সমরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা, সম্মুখস্থ রক। রায় বাহাদুর রকের উপরে দাঁড়াইয়া—উঠানে বহুসংখ্যক বরকন্দাজ, জমাদার ও আমলা ফয়লা অত্যন্ত জাঁকজমকের এক ডালি সাজাইতেছে, সম্মুখে বাগানে একটী পুকুর, পুকুরের ধারে একটী বসিবার ঘর।

সমরেন্দ্র। ছ'টা আঙ্গুরের বাক্‌স ছিল, আর একটা কৈ? এখানে পাঁচটা বৈ ত দেখতে পাই না। ডাকতো রে বড়বাবুকে। যা চোখে না দেখবো তাই লুট হয়ে যাবে। বাদাম কিস্‌মিস্ ও ত সবই কম ঠেক্‌চে।

(মুরারির প্রবেশ)

হ্যাঁরে, মুরারি, এসব লুট ক'রলে কে? জিনিষ সব দেখ্‌ছি অর্দ্ধেক।

মুরারি। বাসন্তী আজ জ্বর থেকে উঠেছে তাই তার জন্য মা ব'ল্লেন এক বাক্স আঙ্গুর, আর একটা বেদানা ও কিছু কিস্‌মিস্ রেখে দিতে, তাই রেখে দিয়েছি। আর ত কেউ কিছু নেয়নি।

সমরেন্দ্র। তোমার মা ব'ল্লেন আর অম্নি তুমি তাই কর্লে! আরে আবাগীর বেটা "রায় বাহাদুরের" বাড়ী থেকে বড় সাহেবের কাছে ডালি যাচ্চে সেটা তোর জ্ঞান আছে? তাঁর মিস্ বাবারা যখন এক এক বাক্স আঙ্গুর চাইবে আর সকলের কুলিয়ে উঠবে না তখন আমার মুখ কোথায় থাকবে রে বেটা—মা বলেছেন—

(মাছের ডালার দিকে তাকাইয়া) এই যে একটা ভেট্‌কি মাছ কম দেখ্‌ছি। মোটে দুটো ভেট্‌কি মাছে বড় সাহেবের খানা হয়! তা যদি তুই জানবি তাহ'লে তোর এমন দশা হবে কেন? আর একটা মাছ কোথায় গেল?

মুরারি। আজ্ঞে, ছোট মামার ওবেলা আসবার কথা আছে, তাই মা একটা মাছ রেখে দিতে ব'লেছেন।

সমর। এঁ্যা, তোমার ছোট মামা আস্‌বেন ত' মাথা কিনে রেখেছেন আর কি? ভেট্‌কি মাছের ঘণ্ট না হ'লে তাঁর খাওয়া হয় না। বাড়ীতে কি খায় রে? পুঁটি মাছের ঝোল খেতে পারলেই ব'র্ত্তে যায়, আর এখানে এলে পোলাও ও কোপ্তা না হ'লে চলে না। নিয়ে আয় সে মাছ কোথায় রেখেছে—আর আঙ্গুরের বাক্সটা—যা কিছু রেখেছে সব নিয়ে আয়। পলতার ঝোল খেয়ে পথ্যি ক'রতে বল গিয়ে—যা আর আঙ্গুর খেতে হবে না (উচ্চৈঃ-স্বরে) ও শিরীষ, চিঠিখানা লেখা হ'লো ?

(শ্রীশের পত্র হস্তে প্রবেশ)

শ্রীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যে আপনি যে রকম ব'লে দিয়েছিলেন তেমনই লিখেছি।

সমর। ম্যাডাম সাহেবের পর্দ্দা পার্টি ঠিক ক'রে দিতে গিন্নি নিজে আগে যাবেন—ভাল ক'রে লিখে দিয়েছ ?

শ্রীশ। আজ্ঞে হাঁ, লিখে দিয়েছি।

সমর। আর মিস্ সাহেবদের জন্য গিন্নি নিজে খাবার ক'রে পাঠাচ্ছেন তা লিখে দিয়েছ ?

শ্রীশ। তাও লিখে দিয়েছি।

সমর। দেখি রে, কোন্ খাবারগুলিতে গিন্নির করা, Card দিয়েছিস ?

শ্রীশ। এই যে কলকাতার "চম চম" আর বাগবাজারের "আবার খাব" সন্দেশ দিয়েছি।

সমর। তা' বেশ, বেশ ; সব ঠিক হয়েছে। রামখেলন সিং গেল কোথায় ? তার হাতে চিঠিটা দাও।

(অদ্ভুত লাল ও কাল বনাতের উপর জরির কাজ করা পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া রামখেলন সিংএর প্রবেশ। কোমরে এক লম্বা কীরিচ ঝোলান, হাতে সঙ্গীন সহ বন্দুক, তরবারির খাপে পা আটকাইয়া পড়িবার মত হইয়া অগ্রসর)

রামখেলন। হুজুর, বড়বাবু তলোয়ার না হোয় ত বন্দুক একঠো হাতিয়ার রাখ দেনে বোল্‌তা হ্যায়। কোন্‌ঠো রাখ দিহি।

সমর। কাঁহে, হাতিয়ার রাখ দিবি কেন রে। রায় বাহাদুরের সময় যে হাতিয়ার নিয়ে বেরুতিস্ এখনো তাই নিয়ে বেরুবি নাকি ? বড়বাবুর বুদ্ধি যেমন ! এখন যাও বেরোও।

(অনিল, নরেশ, হরিচরণ ও প্রফুল্লবাবুর প্রবেশ)

সমর। (স্বগত) আরে এ বেটারা আবার কোত্থেকে এসে জুটল।

অনিল। আরে আজ দেখ্‌চি বরাত ভাল, কার মুখ দেখে উঠেছিলেম ব'লতে পারিনে। প্রথমেই ত রাজদর্শন, তারপর পাঁঠা, সন্দেশ, দুর্গোৎসবের ব্যাপার ! কোথায় পাঠাচ্ছ রাজা বাহাদুর ? পাঁড়েজী বাড়ী চেন ত ? এই সোজা পুরব মুখে চ'লে যাবে, বাঁ ধারে পইলা বড় বাড়ী, অনিল বাবু উকীলের নাম ক'রলেই কাণাও তোমায় ব'লে দেবে।

নরেশ। আবার তুমি ছেলেমানষী আরম্ভ ক'রলে—না, রাজা বাহাদুর ওর কথা শুনবেন না। আমরা আপনাকে congratulate ক'র্‌তে এসেছি। এই কালকেই শুনলাম মুরারির কাছে যে পাকা খবর এসেছে যে এবারকার Honours listএ বেরুবে আর কি। আপনি রাজা হওয়ায় আমাদের প্রাণে যে কত ফূর্ত্তি হয়েছে তা আর কি বলবো! ইচ্ছে কচ্চে আপনাকে কোলে ক'রে নিয়ে একবার সহর শুদ্ধ নেচে আসি।

অনিল। হাঁ, তুমি রাজাবাহাদুরকে নিয়ে নাচ, আর আমি এই নধর পাঁঠাটি নিয়ে নাচি, দেখি কার বেশী ফূর্ত্তি হয় (অগ্রসর হইয়া পাঁঠার দড়ি খুলিতে ব্যস্ত)

সমর। আরে কর কি, কর কি! ওটা যে সাহেবের বড়বাবুর পাঁঠা, তাঁর অনুগ্রহেই আমার আফিস মহলে এত খাতির। তিনিই ত অনুগ্রহ ক'রে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই ত তাঁকেও ভিন্ন ডালি পাঠাব। তোরা যা না রে, হাবার মতন দাঁড়িয়ে রইলি যে? ডালি নিয়ে যেতে দেরী হয়ে যাবে যে!

অনিল। ও সাহেবের বড়বাবুর পাঁঠাই হোক, আর নিজেই বড়বাবু হোক, আমরা ছাড়বার পাত্র নই। হুজুর রাজা হ'লে আমরা কালীবাড়ী যে জোড়া পাঁঠা মেনেছিলুম সে পাঁঠা ত আমাদের দিতে হবে।

রামখেলন। আরে বাবুজী ক্যা খেল্ করতা হ্যায়। রাজা সাহেবকা দোয়া মনাইয়ে এক পাঁঠা কি, শও পাঁঠা মিলে যাবে। আপনা লোগিন কেত্না খাইবে।

প্রফুল্ল। আরে বাবা ডাল রুটীর যম। রেখে দাও তোমার এওাই, মেওাই, আর তোমার লেজি তলোয়ার এখন রাস্তায় যেতে যেতে

হোঁচট খেয়ে না প'ড়লে হয়। ওহে অনিল, আর বাঁদরামি ক'রোনা, যে কাজের জন্য এসেছ রাজাবাহাদুরের দরবারে সেটা পেশ কর।

অনিল। হাঁ তা বটে ভুলে যাচ্ছিলুম। আমরা এসেছি municipality থেকে, আমাদের মড়া পোড়ানের ঘাটটা ভাল ক'রে নেবার যোগাড় করতে। বৃহস্পতিরা ঠিক ক'রেছেন public থেকে পাঁচ হাজার টাকা উঠ্‌লে তারাও পাঁচ হাজার দিয়ে ঘাটটা রীতিমত বাঁধিয়ে দেবেন, আর মুমূর্ষুদের থাক্‌বার জন্য দুটী পাকা ঘর ক'রে দেবেন। ম'রতে ত একদিন রাজা উজীর সকলকেই হবে, তাই এসেছিলাম প্রথমেই আপনার কাছে, আপনাকে দিয়ে বড় একটা সই করিয়ে নিয়ে যেতে।

[ডালি বাহকগণের প্রস্থান।

সমর। কেন, আমাদের মড়া ফেলবার ঘাট মন্দ কি আছে? আর আমি একলা মানুষ ক'দিকে ক'রবো, সেইদিন ত কোহিনুর সেনিটারিয়ামের জন্য বিশ হাজার টাকা দিলাম।

নরেশ। বাবা, তুমি কি টাকা ইচ্ছে ক'রে দাও, যাতে নেজুড়টী বড় হ'বে সেই মতলবে দাও, তখনই অনিলকে বলেছিলাম এখানে কোন কাজ হ'বে না মিছে সময় নষ্ট করা।

অনিল। হয় কি না হয় দেখাচ্ছি, আমরাও কি ভেতরে ভেতরে খবর নিচ্চিনে। বেনামী বিষয় হাত করা আমরা সব জানতে পেরেছি। আগে যাই ছোটবাবুর কাছ থেকে খাঁটী কথা শুনে আসি, তারপর হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গবো এখন। নাকের জলে চোখের জলে ক'রে তবে ছাড়বো।

সমর। আরে ভায়া অত চ'টে ওঠ কেন? বলি তোমাদের কোন কাজে আমি নেই। যাও আমার নামে ৫০০৲ টাকা লিখে রাখ।

প্রফুল্ল। না, আপনি ৫০০৲ টাকা দিলে ত ৫০০০৲ টাকা ত কোনরকমেই আদায় হবে না।

অনিল। না, আমরা ছোটবাবুর ওখানেই যাই। এমন ভদ্রলোক তাঁর এই বিপদের সময় আমরা পাঁচজনে না সৎপরামর্শ দিলে কে তাঁর হয়ে দাঁড়াবে?

সমর। তা যাও না, অমরকে ভাল পরামর্শ দিলেই আমি বাঁচি! আর দেখ ভায়া কাজটা যখন সৎ ব'লচ তখন আমার নামে ১০০০৲ টাকা লিখে রাখ। এই:নাও সই করে দিচ্ছি।

(খাতা হাতে লইয়া সই করা)

অনিল। এতক্ষণে পথে এলে। আমাদের রাজাবাহাদুরের মত অমায়িক লোক কি আর হয়। তবে আমাদের খ্যাটটা কবে হবে?

সমর। আরে রোসো, আগে খবরটা গেজেটে বেরোক, এই ত মাসখানেকের মধ্যেই বেরুবে। তখন তোমাদের না খাইয়ে খাওয়াব কাদের?

অনিল। চল হে চল খবরটা গেজেটে বেরুলেই আবার আসা যাবে।

প্রফুল্ল। এই যে হাঁড়ী কলসী মাথায় দিয়ে কারা আসছেন, আমাদের এই সময় পাশ কাটাতে পারলেই ভাল হয়।

[পুকুরের পাশ দিয়া প্রস্থান।

(মিঃ বানার্জ্জি ও ডাঃ বোসের প্রবেশ)

বানার্জ্জি। এই যে, সমর বাবু বাড়ী আছেন। সহরে ত বেজায় গুজোব যে এবার আপনি রাজা হ'চ্চেন। আমরা দুজন আপনাকে congratulate ক'রতে এলেম। এঁকে চিনতে পারলেন?

সমর। আরে আসুন, আসুন। খবর ত সবাই বলছে, কিন্তু হুকুম না পেলে বিশ্বাস কি—তা সে যা হোক চলুন উপরের বৈঠকখানায় বসবেন। ওঁকে চিনি চিনি মনে হ'চ্ছে কিন্তু ঠাহর ক'রতে পার্‌লাম না!

বানার্জ্জী। আর উপরের বৈঠকখানায় গিয়ে কি হবে? আপনার যে সুন্দর বাগান, আর এই পুকুরের ধারে ছোট ঘরেইত বেশ হাওয়া পাওয়া যাবে। একে চিন্‌তে পারলেন না? ইনি যে আমাদের দীনেশ বাবুর ছেলে। বিলাত থেকে ডাক্তারী পাশ ক'রে এসেছেন। এই খানেই Practice ক'চ্চেন্‌, এখন দিন কয়েকের জন্য আমাদের Civil Surgeon (ডাক্তার সাহেবের) কাজ কচ্চেন্‌।

সমর। কি, ডাক্তার সাহেব? বলেন কি? তাই ত, আপনাকে সে দিন কালেক্টার সাহেবের বাড়ীতে দেখ্‌লেম না?

ডাঃ। হাঁ, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম বটে।

সমর। আরে দীনেশবাবু আমাদের নিতান্ত আপনার লোক ছিলেন। আপনি এখানে এতদিন এসেছেন আর গরীবের বাড়ীতে পা'র ধুলো ধুলো দেন নি।

ডাঃ। আস্‌বো, আস্‌বো, মনে করেছিলুম, তা কুঁড়েমির জন্য আসা হয় নি। দিব্বি এই পুকুরের ধারের ঘরটী ত!

সমর। হ্যাঁ, আর এই তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, সন্ধ্যা আহ্নিক কর্‌বার, পরমেশ্বরের নাম করবার পক্ষে জায়গাটী বেশ নিরিবিলি, হরি হে দীনবন্ধু!

বানার্জ্জী। সমর বাবু, আমরা আপনার কাছে একটা দরবার ক'রতে এসেছি। আপনার এত টাকা, মান সম্ভ্রম, আর আপনার নিজের ছোট ভাইয়ের এত দুর্দ্দশা, সেটা কি ভাল দেখাচ্চে। শুন্‌তে পাই

না কি, এখন তাদের সংসার চলা ভার হ'য়েছে। আপনি বড় শুধু বয়সে নন্, বিদ্যা বুদ্ধিতে ও ঢের শ্রেষ্ঠ, আপনি ত তাকে ধম্‌কে বাধ্য ক'রে রাখ্‌তে পারেন। তার অপযশ হলে ত আপনার ও অপযশ।

সমর। দেখুন, বাঁড়ুয্যে সাহেব, কথাটা আপনার উপযুক্তই হ'য়েছে; কিন্তু যদি কেউ নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারে ত তাকে কেউ বাঁচাতে পারে? ভায়া আমার বিষয় সব ভাগ ক'রে নিলেন, আর তার পরে মদ খেয়ে বাবুয়ানী ক'রে উড়িয়ে দিলেন। আমার যা দু'পয়সা আছে তা তার হাতে প'ড়লে ক'দিন থাকবে। আমার ও ত নিজের সংসারে বহু পরিবার, কতবার আমি তার সাহায্য কর্‌তে পারি? আমার এই পৈত্রিক সম্পত্তিটা ত তার জন্য নষ্ট করতে পারি না।

বানার্জ্জী। না, অমরকে আপনার নিজের সম্পত্তি দিতে আমরা বলছি না; এমন অন্যায় অনুরোধ কেন করবো; তবে যাতে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট না হয়, ভদ্রতাটা থাকে সেটা ত আপনার করা উচিত।

সমর। উচিত, তাকি আমি বুঝি না, চেষ্টাই কি আমি করেছি কম, যাক্ সে বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। টাকা কড়ি যখন যা দরকার হচ্চে তা ত' দিচ্ছিই তবে এ বাড়ীতে তাঁদের এনে রাখা তা আমাকে দিয়ে হবে না। ভায়া হ'লেন একটি প্রকাণ্ড মাতাল। যাহোক আপনাদের আশীর্ব্বাদে সাহেব সুবো এখানে দুবেলা আনাগোনা কচ্ছে তাঁদের এখানে রাখলে ত আমার মান থাকে না। আর তাঁকে পেরে উঠলে ত তিনি যে সন্ন্যাসিনী বিবি বিয়ে ক'রে এনেছেন, তাঁকে বাড়ী রাখলেই ত আমার মেয়েগুলো অধঃপাতে যাবে।

ডাঃ। আপনি কি ব'লছেন! ভায়ের স্ত্রীর নিন্দা কি আপনার মুখে শোভা পায়!

সমর। না, ঘাট হয়েছে, তুমি আবার বিলাত ফের্‌তা সাহেব তা ভুলে গিয়েছিলুম। বাঁড়ুজ্যে মশায়, এ কথা নিয়ে আর বৃথা সময় নষ্ট ক'রে কি লাভ! কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে তো? সাহেব আমাকে বিকেল বেলা ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। এখানে এলে ত আমার উপর যত আব্‌দার।

বানার্জ্জী। আপনি রাজা হতে চলেছেন, সাহেব হাকিমেরা ত আপনার সঙ্গে দুবেলা দেখা করবেন; কিন্তু গরীব নিরাশ্রয় ভাইকেও ত আপনার দেখ্‌তে হবে। যাহোক বাড়ীতে এনে না রাখুন, আপনি তাদের মাসোহারা ঠিক করে দিন্। আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি তাদের এখন খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে; ছেলেটার লেখা পড়াও বড় কিছু হচ্চে না।

সমর। চাঁদা মাসোহারা দেবার কি আমার অবস্থা আছে? আর ছেলেটার লেখা পড়া হ'চ্ছে না কেন? শুনতে পাইত ছোট গিন্নী এঘাট, ওঘাট সব ঘাটেই বেড়িয়ে বেড়ান, মাষ্টারীর কাজ করেন, নিজের ছেলেকে পড়াতে পারেন না?

ডাঃ। মিঃ বানার্জ্জী, আমার বেলা হ'লো, আমাকে একজন রোগী দেখ্‌তে হবে, আমি চল্লুম।

সমর। হাঁ বেলা ত হয়েছে। এই যে দেওয়ানজী আসছেন আমাকেও আফিসের কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে হবে। আমিও উঠি।

(গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

গৌরী। এই যে আপনারা সব এসেছেন। বড়বাবু এখন ব্যস্ত আছেন, আমি একটু পরে আসব এখন।

(বাঁড়ুয্যে সাহেব ও ডাঃ বোস্ উঠিয়া)

বানার্জ্জী। না, আমরা চল্লুম, বেলা হ'য়েছে। (স্বগত ডাক্তারকে) এই রাস্কেলটাই সব অনিষ্টের মূল, এটার মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

গৌরী। এই যে ছোঁড়া ডাক্তারটীকে দেখ্‌লেন উনি এখন ছোটবাবুদের বড় আপনার লোক হয়েছেন। প্রায়ই আসা যাওয়া করতে দেখি। এমন কি, বাবু বাড়ী না থাকলেও ভেতরে হাসি ঠাট্টা, রঙ্গ রসের আমোদ শুন্‌তে পাই।

সমর। বল কি? আমাদের মুখে কালী পড়বে নাকি!

গৌরী। আর বলবো কি, যাক্ আজ ত একটা বিষম খবর পেয়েছি, তাই ব'লতেই তাড়াতাড়ি এলাম।

সমর। সে কি! কি খবর?

গৌরী। (একটু কাছে ঘেসিয়া ধীরে ধীরে) আপনার প্রাণ সমস্যা।

সমর। প্রাণ সমস্যা! বল কি! তোমার মতলবটা কি?

গৌরী। মতলবটা কি সব বল্‌ছি, এখানে নয় ঘরে চলুন।

সমর। ঘরে কেন, এখানেই বলনা। কেউ এখানে নেই।

গৌরী। না সে এখানে বলবার মত কথা না। দোতালায় আপনার ঘরে চলুন।

সমর। গৌরীশঙ্কর!—আচ্ছা—তা না—তা চল ঘরে গিয়েই শুনি, তুমি কি খবর এনেছ।

[দুইজনের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—o—

দৃশ্যবিবৃতি—হরিপুরে লক্ষ্মীনারায়ণজীর নিকটস্থ অরণ্য। দূরে মন্দির ভগ্নপ্রায়। একটী নূতন আটচালাতে মসীবরণা, এলোকেশী, করালবদনা, মহাকালী মূর্ত্তি। চারিদিকে বহুলোকের সমাবেশ। হাতে মশাল প্রভৃতি অন্যান্য আলো, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাকঢোল হস্তে বাদক উপস্থিত। মহাদেবীর আরতির সময়। দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে একটী বৃহৎ হাড়কাট। পুরোহিতের আসনে পট্টবস্ত্র পরিহিত বৃন্দাবন ঠাকুর। আটচালার ভিতরে খালি দুই চারিজন লোক। সকলের অনাচ্ছাদিত দেহ, চন্দনচর্চ্চিত মুখমণ্ডল, গলায় জবার মালা।

বৃন্দাবন। এসো, এগিয়ে এসো কে বলি দিবে নিজকে! কার প্রাণে মমতা নেই? এই মহাকালী ছাগলের বা মহিষের বলি গ্রহণ করেন না। মানুষের শরীরের ও বলি গ্রহণ করেন না। যে নিজের প্রাণ, মায়া, মমতা, সংসার সব বলি দিতে পারবে সেই এগিয়ে এস। এ সোনার দেশ কি ছিল, আর কি হয়েছে। আর কত উপায় চেষ্টা করে দেখেছি কিছুতেই কিছু হ'ল না, আমাদের অন্নকষ্ট ঘুচ্‌ল না। আমাদের দেশ থেকে মহামারী দূর হ'ল না। যে সব অত্যাচারীর অত্যাচারে এই সোনার দেশ শ্মশান হয়েছে, তারা জমিদারই হন, জোতদারই হন, আর প্রজাই হন তাদের সাফাই করতে কে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রবে এগিয়ে এস। কার স্ত্রী পরিবার অনাহারে মরছে? কার জমি, বাড়ী মিছে মোকদ্দমায় বিক্রী হ'য়ে গেছে? কে আজ পথের ভিখারী, কাঙ্গালী হয়েছে?

কে আজ মহাকালীর পায়ে রক্ত জবা দিয়ে জীবন উৎসর্গ করবে এস ?

১ম লোক। আমি আছি, আমি আছি।

২য় লোক। আমি ও যাবো।

৩য় লোক। আমি ঠাকুর তোমার দলে।

৪র্থ লোক। আচ্ছা ঠাকুর, কর্‌তে হবে কি ?

বৃন্দাবন। জীবন উৎসর্গ ক'র্‌তে হবে। পিশাচগুলোকে দূর ক'রে দিতে হবে। সোনার দেশে যাতে আবার সোনা ফলে তার উপায় ক'র্‌তে হবে। নগরে, নগরে, দেশে, দেশে আমাদের দুঃখ, আমাদের কষ্ট যাতে রাজা জান্‌তে পারে তার উপায় ক'র্‌তে হবে।

৪র্থ লোক। তা আমরা পার্‌বো ত, ঠাকুর ?

বৃন্দাবন। তা আর পারবে না ? এই বঙ্গদেশে শতকোটী প্রজা একত্র হলে, ধর্ম্মে মতি দিলে, তার নামে প্রাণ সংকল্প ক'র্‌তে পারলে কি না করতে পারি ! দু দশটা অপদার্থ, পাপাসক্ত জমিদার দূরে থাক্‌, দেশের সবই নূতন ক'রে করতে পারি। কিন্তু প্রাণে সাহস চাই। এক মন, এক প্রাণ হওয়া চাই। নিজেকে বলি দেওয়া চাই।

৪র্থ লোক। তা বেশ ঠাকুর, তা বেশ। আমাকেও ভর্ত্তি করে নাও। আমি তোমাদের দলে জুট্‌লুম। কিন্তু পুলিশ দারোগা ত আবার ধরাধরি করবে না !

বৃন্দাবম। পুলিশ, দারোগার যদি ভয় থাকে তা হ'লে এখানে এসো না। তা' হলে গর্ত্তের ভিতর যেমন ধোঁয়া খেয়ে ইন্দুর মরে তেমনি ব'সে পচে মর, গোল্লায় যাও, নিজের সম্পত্তি বাঁচাব, নিজের স্ত্রী পরিবারের অন্ন জোটাব, তাতে পুলিশ দারোগার ভয় কি ?

১ম লোক। না ঠাকুর, রাগ কর কেন? আমরা তোমার চরণে আশ্রয় নিতে এসেছি।

বৃন্দাবন। আমার চরণে, না মার চরণে!

৪র্থ লোক। তা, যেন হলেম মায়ের সন্তান; কিন্তু কি খেয়ে বাঁচবো? আমাদের জমিদারের পাইক পেয়াদার সঙ্গে লড়্‌তে হবে। পেটে ভাত নেই, দাঁড়াবার শক্তি নেই, জমিদারের সঙ্গে লড়াই করব কি করে?

বৃন্দাবন। মহাকালী তোমাদের হাতে বল দেবেন। প্রাণে বিশ্বাস কর রক্ত দ্বিগুণ বেগে শরীরে ছুটবে, আর ভবানীর কৃপায় কিছু অর্থ কিছু খাদ্য সংগ্রহ ক'রেছি। আমরা সব ভাই মিলে এক বেলা খেয়ে আবার হরিপুরের লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনবো। এস ভাই সব এবার আমরা মার আরতি আরম্ভ করে দি। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

(সকলে মিলিয়া একস্বরে তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে গান। ঢাক ঢোল ঘণ্টার রোলে চৌদিক পরিপূর্ণ)

গীত।

(কালীর ভজন, রাগিণী দেওশাক নিশ্র, তাল কাওয়ালী)

বর বালা শিবা মহামায়ী ভজ ভব'ওরে মন,
দেবী মায়ী কালীজি হিম্বা লোকনন্দিনী শ্রীভবানী,
অষ্টপানি রাগকারিণী তারিণী দৈত্যবিদারিণী দেবভয়বারিণী
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর কর পার শম্ভু বিধ্বংসিনী ধারিণী ঢাল শর॥
গৌরী কাশীরাণী ভয়ভঙ্গিনী মায়া মদ মুরারি মদ বাঞ্ছিনী,
মহিষাসুর আর রক্তবীজ পাপিষ্ঠা প্রাণ হারিণী;
দুর্গা দীন দয়াল দলনী দুঃখ জয় জয় যুক্ত জননী জনরঞ্জিণী।

(দ্রুতপদে আলুলায়িত কেশে, জনৈক স্ত্রীলোক একটী বালককে টানিয়া আনিয়া বৃন্দাবনের চরণে নিক্ষেপ)

স্ত্রীলোক। ঠাকুর রক্ষা কর, রক্ষা কর, গেল গেল সব গেল, দেওয়ানজী আমার ঘরে আগুণ দিয়েছে। আমি বিধবা, ছেলেটী দশ দিন থেকে জ্বরে ভুগ্‌ছে, কোন্‌ রকমে তাকে টেনে বা'র ক'রে নিয়ে আস্‌তে পেরেছি। বড় বাবুর দেওয়ান নগদি পাঠিয়ে ঘরে আগুণ দিয়ে দিয়েছে সমস্ত খাজনা দিতে পারিনি ব'লে।

১ম লোক। তাই ত এই যে, এযে খুব কাছে, ঐ যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বোসদের পাড়ায় আগুণ জ্বলে উঠলো (অনতিদূরে অনেকগুলি চালা ঘর হইতে অগ্নিশিখা উত্থান, ভৈরব কলরব ও আর্ত্তনাদ, দু চারিটা অগ্নিশিখা সমেত পোড়া কাঠ ও বাঁশ আসিয়া আটচালার কাছে পড়া)

২য় লোক। কি সর্ব্বনাশ! ঠাকুর আর তাকিয়ে দেখচ কি? এখনি যে আগুনের উল্কি প'ড়ে আটচালা পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে, মার বিগ্রহ পর্য্যন্ত ছাই হ'য়ে যাবে।

৩য় লোক। আরে দুর বেটা মূর্খ! মাকে পোড়ায় এমন আগুন এখনও জন্মেনি।

(আর্ত্তনাদ, কোলাহল আর ও নিকটাগত, দু চার জন লোক পাগলের মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে আরম্ভ করিল)

বৃন্দাবন। গেল গো, সব গেল, আমাদের পাড়ায় তোমরা এগোও গো। উঃ! চল ভাই সব এই ধারে এগুই, মহাকালী স্বয়ং আমাদের কাপুরুষতা লাঞ্ছিত করতে আমাদের প্রাণে আগুণ

জ্বেলে দিতে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সাধিত করেছেন। এগোও, যারা সত্যি মার ছেলে মার দুধ খেয়ে থাক এগোও। জয় কালী!

সকলে। জয় কালী করালবদনা, আমাদের প্রাণে সাহস দাও মা, হাতে বল দাও। এ পিশাচ গুলোকে সংহার কর মা!

(সকলের মহোৎসাহে অগ্নিদাহনের দিকে ধাবমান হওন)।

চতুর্থ অঙ্ক।

—০০০—

প্রথম দৃশ্য।

—০—

দৃশ্য বিবৃতি—সমরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানার পাশের ছোট ঘর। সমরেন্দ্র বা- কুশাসনে উপস্থিত হইয়া আহ্নিকে নিবিষ্ট। উন্মুক্ত দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া অমর। সময় সন্ধ্যা।

অমর। চোক বুঝে ভণ্ডামি ক'রে ভগবানের চোখে ধুলো দেবে ঠাউরেছ নাকি দাদা! উঠে এস, তোমার সঙ্গে আমার গুটী কয়েক কথা আছে। (সমরেন্দ্র হাত দ্বারা চুপ করিতে ইঙ্গিত) আরে রেখে দাও তোমার ভণ্ডামি; সেখানে বুজরুকীতে রাজা হবার যো নেই। ও সব ক'রে লাভ কি? এদিকে নিজের ভাইয়ের বিষয় ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছ আর তার পর চোখ বুজে ভগবানের চোখে ধুলো দেবে ভেবেছ; তার জো নেই। এখন আমি, দাদা, জবাব নিতে এসেছি; তোমার শেষ জবাব পেয়ে তার পর আমার যা করবার হয় করবো।

সমর। বলি, মাতাল হ'লে কি ঠাকুর দেবতাকেও মান্‌তে নেই? একেবারে গোল্লায় গেছ? দরোয়ানদের এবারে হুকুম দিয়ে রাখ্‌ব তোকে যেন এখানে কোন রকমে ঢুকতে না দেয়। ইচ্ছে করছে এখনি তাদের ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দি। আর এখানেই বা কাউকে না ব'লে কেমন ক'রে এলে?

অমর। ভয় হচ্ছে নাকি? তা' মনে পাপ না থাক্‌লে ভয়ের কারণ কি? আমি যেমন ক'রে পারি এসেছি। বেশীক্ষণ থাকতেও চাই নি। দেখ দাদা অত বাড়াবাড়ি করো না, আমার রাগ হ'লে কি করতে কি ক'রে বসবো তা বলতে পারি না। এখন আমার দলিল ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দেবে, না আমি যে রকম ক'রে পারি উদ্ধার করে নিয়ে যাব। এক মার পেটের ভাই হয়ে তুমি যে এ রকম চোর জুয়াচোরের ব্যবহার করবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

সমর। চুরি, জুয়াচুরির বিষয় তুমি বেশ ভাল বোঝ সে কথা তুমি ব'লতে পার, আর তোমার মাতাল ইয়ারেরা জানতে পারে। আমার এত সময় নেই যে তোমার সঙ্গে সে কথা নিয়ে তর্ক করি। তোমার যদি আর কোন কথা না থাকে তা তুমি এখন গেলেই আমার আহ্নিক শেষ কর্‌তে পারি।

অমর। আপনার আহ্নিক শেষ করতে ত আমার বাধা দেবার কোনও ইচ্ছে নেই, আর আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে আমার বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয় না। আপনি আমার দলিলটা ফেরত দিলে আপনার এ দিকে আর কথনও পা দেব না।

অমর। দলিল ফেরত দেব—জুয়াচুরি ক'রেছি—এ সব কথা কি হে বাপু! এতক্ষণ ভেবেছিলুম মাতাল হয়েছ তাই ও সব কথার উত্তর দেই নাই। দলিল ফেরত দেব, তুমি যেচে দলিল কর্‌তে এসোছলে

না আমি খোসামোদ ক'রতে গিয়েছিলুম? টাকার দরকার তোমার প'ড়েছিল, না আমার পড়েছিল? টাকা নিয়ে বিষয় বিক্রী ক'রেছ তাতে আবার চুরী জোচ্চুরী হ'ল কোথায়?

অমর। টাকা দিয়ে! আপনি আমায় টাকা দিয়েছেন? ঈশ্বরের সেবায় ব'সে এ ভয়ানক মিছে কথা বল্‌তে আপনার ভয় হল না? মর্‌তে একদিন হবে না?

সমর। যদি টাকাই না দিলাম তা হলে দলীলে এক লক্ষ টাকার কথা লেখা হ'লো কেমন করে?

অমর। ওঃ, দলীলে লেখা আছে! দলীলে কার পরামর্শে এ সব লেখা হ'য়েছিল তা বোধ হয় আপনি কিছুই জানেন না। যা হোক আগেই ব'লেছি, আপনার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তে আমি আসি নাই। আপনাকে মিনতি ক'রে আমি বল্‌ছি আমার সে দলীল আমায় ফিরিয়ে দিন্। ভাইকে ঠকিয়ে এ বিষয় নিলে আপনার কি ভাল হবে, না সে বিষয় আপনি ভোগ করতে পারবেন? এ মহাপাপ ক'র্‌লে পরমেশ্বর কথনই আপনার ভাল কর্‌বেন না।

সমর। পরমেশ্বর তোমার হাতধরা নন যে তুমি যে রকম ফরমাস্ ক'রবে ছুনিয়া সে রকম চ'ল্‌বে। এ বিষয় ক'রলে কে? আমার উপার্জ্জিত বিষয় যখন তোমায় অর্দ্ধেক ভাগ ক'রে দিয়েছিলুম তখন জুয়াচুরি করিনি, এখনই যত জুয়াচুরি করছি। যে বিষয় তুমি আমার কছে বিক্রী ক'রেছ তা যদি না ফিরিয়ে দি তাতে জুয়াচুরি কি? মাতালের হাতে পৈত্রিক সম্পত্তি উড়িয়ে দেবার সুবিধা আমি যদি আবার না ক'রে দি, তাতে যে ভয়ানক অন্যায় কাজ ক'রবো তাতো আমার মনে হয় না।

অমর। দেখ দাদা, বাবা মোটে সাত বৎসর হ'লো মারা গেছেন, তাকে

হয়ত এই ক' বছরের মধ্যে একেবারে ভুলে যাওনি, আজ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বল্‌ছি, এ রকম অন্যায় কাজ ক'রোনা আমার বিষয় ঠকিয়ে নিও না।

সমর। (ইতস্ততঃ করিয়া) তাইত—না—তুমি বেজায় বাড়াবাড়ি করছ। কলিতে ভাল মানুষের কাল নেই, আহ্নিক করা আর হ'ল না। ব'সে ব'সে তোমার মাতলামি শুনবার আমার সময় নাই। (আসন হইতে উঠিবার উপক্রম)

অমর। খবরদার! ওখান থেকে ন'ড়োনা। আগে শপথ ক'রে বল যে আমার বিষয় আমাকে ফিরিয়ে দেবে, দলিল ফেরত দেবে, তার পর ওখান থেকে নড়ো।

সমর। কেন, মারবে নাকি? তবে রে মাতাল, বদমায়েস, আমার বাড়ীতে চড়াও ক'রে আমাকে চোখ রাঙ্গান। একি মগের মুল্লুক হয়েছে নাকি?

অমর। (কম্পিত হস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া) দেখছ, রাজা বাহাদুর আমার হাতে কি? যদি এক সপ্তাহের মধ্যে এ ব্যাপার, এ জুয়াচুরির অবসান না হয়, বেনামী দলীল আমার হাতে আবার ফিরিয়ে না দাও—

সমর। (চীৎকার করিয়া) ওরে কে আছিস্ রে—আমাকে খুন ক'রলে রে—পেয়াদা বরকান্দাজ কে কোথায় আছিস্‌রে! এগো রে, আমায় খুন ক'ল্লে রে।

(গৌরীশঙ্কর, Deputy Superintendent of Police, দারোগা ও দুইজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

গৌরী। কি সর্ব্বনাশ! কি হল ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি। এতদিন পরে বুঝি সংসারটা মাটী হ'য়ে গেল।

সমর। Come Sir, Save me Sir, বদমাস্ make me kick the bucket, Sir. Pistol Sir, দেখ সাহেব নিজের চোখে দেখ।

অমর। ভাল বুঝ্‌তে পারছিনা,—গৌরীশঙ্কর! তুমি এ সময় পুলিশের ডেপুটী সাহেবকে নিয়ে এখানে উপস্থিত।

গৌরী। আমি পুলিশ সাহেবকে নিয়ে আসব কেন? বড় বাবুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসে দেখি যে সাহেব নীচে বসে রয়েছেন।

ডেপুটী পুলিশ মুখার্জ্জী সাহেব। I can't say that. I quite understand all this. But what have you got to say for yourself Amar Babu? What do you mean by threatening to shoot the Rai Bahadur with your revolver?

অমর। Please take me to the District Magistrate. I shall make my statement before him and not before anybody else.

পুলিশ সাহেব। That is just as you please. You will have to be produced before the Magistrate in any case.

গৌরী। কি সর্ব্বনাশ! মিটিয়ে ফেলুন বড় বাবু, ছোট বাবু, এতদূর গড়াতে দেবেন না, পুলিশ সাহেবকে বুঝিয়ে ব'ল্লেই হবে। ভায়ে ভায়েতে এ রকম কথা কাটাকাটি ত হ'য়েই থাকে।

সমর। চুপ কর বদমায়েস, আমাকে খুন করার পরামর্শে তুমিও আছ, মিটিয়ে ফেলাচ্ছি! আর বেশীদিন তোমাকে ছোট বাবুর দেওয়ানজীগিরি ক'রতে হবে না।

পুলিশ সাহেব। Now with your leave, Amar Babu, we shall

proceed to business. I arrest you for attempting to murder your brother and you may consider yourself our prisoner. Sub-Inspector, please take charge of the prisoner. (অমরের হাতে হাতকড়ি দেওন)

Now let us go straight to the house of the District Magistrate.

অমর। যেন একটু একটু বুঝতে পারচি, যেন একটু ঘুম ভেঙ্গেছে। কি বীভৎস! কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! গৌরীশঙ্কর, এর বোঝা পড়া একদিন হবে। দাদা! তুমিও খুব হরিনামের ধ্বজা ওড়ালে। বেড়ে অভিনয় ক'র্‌লে। কিন্তু মনে রেখো এ নাটকের যবনিকা এখনই পড়বে না। আর তোফা অন্ধ গাধা আমি! হাঃ, হাঃ, হাঃ' নিয়ে চল,আমায় নিয়ে চল।

[অমরকে ধৃত করিয়া পুলিশ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—o—

দৃশ্য বিবৃতি—অমরের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তার ধারে একটা আমগাছের তলায় গদাধর ও নগদ মিঞা কথোপকথনে ব্যস্ত। কিছু দূরেই পদ্মা। নগদ মিঞা একটা ছোট সাঁকোর উপর বসিয়া।

সময়—সন্ধ্যা।

গদা। বলি কি হে নগদা দাদা! আজকাল যে একেবারে ডুমুরের ফুল হ'য়েছ, দেখাই পাবার জো নেই, বলি আজ এখানে ব'সে ব'সে [illegible]

নগদ। আরে ভাই তাকিয়ে দেখলে ত দেখতে পাবে—তা এখন তোমার পায়া ভারি, তুমি এখন দেওয়ানজীর ডান হাত, আর দেওয়ানজীই ত এখন জমিদারীর মালিক। এক বেটা ত পটল তুলেছে, একেবারেই হরিণবাড়ীতে রপ্তানী; আর বড় বাবুকেও বিশ বাঁও জলে ফেলতে আর বড় দেরী নাই। বাবা খুব খেল খেলছে যা'হোক। বলিহারি যাই বুদ্ধির! কিন্তু তোমার কিছু হ'চ্ছে? নিজের সুবিধা কিছু ক'রে নিতে পারলে?

গদা। এক সময় খাতির ছিল বটে; কিন্তু এখন বড় একটা কাউকে বিশ্বাস করে না। তলিয়ে তলিয়ে জল খেতে চায়। কত রকম ফন্দি খাটাচ্ছে। কাউকে বিশ্বাস নেই।

নগদ। হাঁ, তা' যার প্যাঁচের কথা আমরাও একটু আধটু খবর পাই। ছোটবাবুকে জেলে দিয়েছে, খালি যে তার বিষয়টী হস্তগত করবার জন্য, তা নয়। অন্যদিকেও নজর আছে।

গদা। তা খালি দেওয়ানজীরই যে নজর পড়েছে, তা কে জানে? তুমিও ত পাশের বাড়ীতে থাক। রাস্তা ঘাটে অন্ধকারে ব'সে, কে নদীতে জল আনতে যায় না যায়, তা দেখ্‌বার জন্য হাঁ ক'রে কি অমনি ব'সে আছ?

নগদ। তোবা, তোবা, আল্লার কিরে বে-ইমানি করব না। গরীব হ'লে কি হয়, ছোট বাবু আমায় বড় মেহেরবাণী করতেন, জান দিয়ে যদি ছোটমার উপকার করতে পারি, তাও রাজি আছি, তা চোরের মন বোঁচকার দিকে। তুমি এখানে কি জন্য বল দেখি? মনিবের হ'য়ে কিছু সন্ধান টন্ধান নিতে এসেছ নাকি? তা তারা যে একেবারে নিঃসহায় তা ভেবনা। ছোট ডাক্তার প্রায়ই যাওয়া আসা করেন, আর আমি শুনেছি, যে পশ্চিম তরফের হরিপুরের

ডাকাতের সর্দ্দার হ'য়েছে—সেও ছোটমার হাতের লোক। তোমার মনিব যে সহজে এখানে কিছু কর্‌তে পার্‌বেন তা ভেবো না।

গদাধর। বেশ, বেশ, নগদা দাদা, তোমার পেটে যে এত খবর, এত ধর্ম্মের টান ছিল, তা' কে জান্‌ত। তোমার মনের কথা তোমার আল্লাই জানে (সম্মুখে দেখাইয়া) আরে কি সর্ব্বনাশ, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়, আমি চল্‌লুম দাদা।

[প্রস্থান।

নগদ। (সম্মুখে তাকাইয়া) আমাকেও একটু গা ঢাকা দিতে হ'লো,

(আম গাছের তলায় একটা কুঁড়ে ঘরের পাশে প্রচ্ছন্ন হওয়া)

(গৌরীশঙ্কর ও কৃষ্ণচন্দ্রের সেই পথে আগমন)

গৌরী। না, আর এগোব না, ঠিক দেখ্‌তে পেয়েছিস ত? ঐ একতালা বাড়ী। একটা পাঁচিল ভাঙ্গা, রাস্তার লণ্ঠন! ঠিক বাড়ীর উঠানের ডান দিকে গলির মাথায় খিড়কী দরজা। সেই দিক দিয়া ঢুক্‌বি, দোর সবই খোলা পাবি, সে বিষয় আমি ঠিক ক'রেছি।

কৃষ্ণচন্দ্র। তা ঠিক হবে এখন। কোন গোল হবে না।

গৌরী। গোল ত হবে না ব'ল্‌ছিস, সব ঠিক মনে থাক্‌বে ত? যেন বেশী চেঁচাতে না পারে। আগে গিয়েই মুখে কাপড় ঠেসে দিবি, তার পর রাণীমণিকে বের ক'রে ডুলিতে পুরে বাড়ীর বের করবি, অম্‌নি আমরা গিয়ে পড়বো। বিধবা মেয়েটাকে উদ্ধার ক'রে বড় বাবুর কাছে নিয়ে যেতে হ'বে। তাকে ত বাবু রাখবেন না, চাই তো তোর সঙ্গে পরে নিকে দিয়ে দিতে পারবো; কিন্তু এখন

সেইখানে নিয়ে যেতে হবে। আর দেখ ঠিক্ চিন্‌তে পার্‌বি ত, রাণীমণিকে আলোতে দেখলে কাণা হলেও চিন্‌তে পারবি; নধর গড়ন, রং কাঁচা সোণা, দেখ বাবা কিছু বেয়াদবি টেয়াদবি করো না, তা হ'লে ভাল হবে না। আর ছোঁড়াটাকেও আমি আসবার আগে বের ক'রে নিয়ে যেও। এর পরে কাজে লাগবে। নিতান্ত যদি বশ করতে না পারি, ছোঁড়াটাকে হাতে রাখা ভাল। বেশ, চল আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল নয়।

কৃষ্ণচন্দ্র। তাই ত রোসোনা, এত তাড়াতাড়ি কি? সব তো বুঝলুম; কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তুমিও নূতন বন্দোবস্ত ক'রে নিলে, কিন্তু আমার বোন ফুলমণির কি দশা হবে?

গৌরী। বেটা ন্যাকামো রেখে দে, এতক্ষণে তোমার মনে পড়লো, তোমার ফুলমণির কি হবে। তোমার মত আর একটা ভাই জুটবে আর কি হবে? বেটা, বলি কাজ না করতে চাও তবে বল আমার ঢের লোক জুটবে।

কৃষ্ণ। আরে বাবু গলাটা একটু নরম রেখো, রাস্তাঘাটে এখনও লোক চলাচল ক'রছে। ধরা প'ড়লে গর্দ্দানটা প্রথমে আমারই যাবে, তুমি হয়তো লম্বা দিবে। দেখ বাবা, একাজে বিদায় নগদা। ৫০০৲ এখুনি আর কাল সকালে ৫০০৲র কমে শর্ম্মা এগোচ্ছে না।

গৌরী। তোমায় চিন্‌তে আমার বাকী নেই, যাদু। রূপচাঁদ ছাড়া তোমরা ভাই বোনে কেউ নেই তা জানি। আচ্ছা তাতেই রাজী হলুম সঙ্গে ক'রে নোট এনেচি, এই নাও পাঁচখানা একশ টাকার নোট—গুনে বাজিয়ে টাজিয়ে দেখে নাও বাবা। আর কাল সকালে কাজ হতে ক'রতে পারলে বাকী ৫০০৲ বুঝে নিও। না দিলে আমায় খুন ক'রো। তাতো তোমার অসাধ্য কিছু নেই।

কৃষ্ণ। (নোটগুলি গণিয়া হাতে রাখিয়া) আমার প্রতি দেখছি আপনার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তা চলুন এখন দুজনেই গা ঢাকা দি।

(নগদ মিঞার প্রবেশ)

নগদ। তাই তো! ব্যাপারতো বেশ গর সুবিধে মালুম হচ্ছে। এখন উপায়—আর আমারই বা তাতে এত মাথা ব্যথা কেন? আচ্ছা! চোরের উপর বাটপাড়ি করলে হয় না? এই দেওয়ান শালাকে বাগে ফেলে তার কাছে থেকে কিছু থোক্ থাক্ মেরে লওয়া যায় না? না, ও পাপে কাজ নেই। ছোট বাবুর অনেক নিমক খেয়েছি—যাই পুলিশে খবর দেওয়া যাক্—উহুঃ, শেষে নিজের হাতে দড়ি পড়ুক আর কি? যা হোক, আজ ঘুমুচ্ছি না, দেখি কি ক'রতে পারি?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—o—

দৃশ্যবিবৃতি—মনীষার শয়ন কক্ষ। মনীষা একলা এক বিছানায় শুইয়া। পাশের তক্তপোষে লীলা ও সোনা। মেজের উপর একটী হিন্দুস্থানী দাই। দুয়ারের কাছে ভৃত্য বিজাধর ঘুমাইয়া। সময়—অমাবস্যার গভীর রাত। দরজার বাইরে একটী হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে।

লীলা। দিদি—দিদি—উঠতো—ও কিসের শব্দ—কি খট্ করে উঠ্‌লো?

মনীষা। হ্যাঁ, কি লীলা—শব্দ কই, কোন শব্দ ত শুনলুম না? আর বাছা

কাজ নেই এ অশান্তিতে। কালই ভাসুরের বাড়ীতে কি বিধবা আশ্রমে কি যেখানে হয় চ'লে যাব। এখানে একলা আমাদের থাকা উচিত নয়।

বিজাধর। (বাহিরের হইতে) আর কোন্ হইয়েরে ?

কৃষ্ণ। (বিকৃত কণ্ঠে) আর হবে কে ? তোমার বোনাই, পুলো এই শালাকে আগে বাঁধ—চোপরাও শালা, নেই তো জান্‌মে মার দেগা।

বিজাধর। আরে শ্বশুরা হামহিকে মারব ? জান রহ্‌তে তো হাম ঘর মে ঘুসনে নেই দেব।

(বাহিরে ধরাধরি, মারামারির শব্দ)

বিজাধর। ভাগি মাইজী। একদম রাস্তামে নিকাল্‌কে সোর সার কঁরি।

কৃষ্ণ। আরে, শালার মুখ বন্ধ কর্‌না।

(বাহিরে গোঁ গোঁ শব্দ) .

লীলা। দিদি, কি সর্ব্বনাশ হ'লো। কে আমাদের বাঁচাবে।

(সোনাকে বক্ষে ধারণ)

সোনা। কি পিশিমা। কি হয়েছে ?

(জয় কালী—জয় কালী ধ্বনি করিতে করিতে পুলো, ভেকো, কৃষ্ণ প্রভৃতির প্রবেশ, গালে গালপাট্টা বাঁধা, মুখে মুখোস্ হাতে মসাল লাঠী প্রভৃতি)

কৃষ্ণ। এই যে, কেন গা এত ছটফটানি কেন ? আমরা ত তোমাদের শ্বশুর বাড়ী থেকে পাল্কি নিয়ে এসেছি।

লীলা। (আর্ত্তনাদ করতঃ) ওরে বাবারে! এগোরে! কে আছিস রে!

কৃষ্ণ। ভেকো দেখছিস কি ? ছুঁড়ীর মুখে শীগ্‌গির কাপড় দে। দেখ্

ঐ মাগী ঘরের বাহিরে যায় বুঝি? (একজন অগ্রসর হইয়া দাইকে ধরণ এবং মাটীতে ফেলন ও একজনের লীলার দিকে অগ্রসর হওন)

সোনা। কেরে বদমায়েস - আমার পিসিমাকে মারবি? (ছুটিয়া গিয়া আক্রমণকারীকে আক্রমণ)

পুলো। আরে বাপ্‌রে কেউটের বাচ্ছা, চুপ কর ছোঁড়া, নইলে মেরেই ফেলবো। মেয়ে মানুষরা, তোমাদের ব'লে দিচ্ছি সাবধান! যদি কেউ একটু শব্দ ক'র্‌বে তবে মান ইজ্জত কিছুই থাক্‌বে না।

লীলা। তোমরা কে? এইমাত্র না মার নাম কর্‌ছিলে? কালীমাকে ডাকছিলে? তোমরা তা হ'লে হিন্দু, মোসলমান নও। আমাদের এখানে কি সম্পত্তি আছে যে তোমরা লুঠ করতে এসেছ?

কৃষ্ণ। এই দেখ, এই মাগীটার বুদ্ধি সুদ্ধি আছে। মিছে চেঁচামেচি ক'রবার ত কোন ও দরকার নেই। বিবিজান, আমরা ডাকাতও নই, চোর ও নই। আমাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে চলে এলেই আর আমরা কাউকে কিছু ব'লবনা, কিছু চাইবও না। হাঁ, ছেলেটার কথা ব'লেছিল বটে, আর তোমার ছেলেটাকে ও সঙ্গে নেবার হুকুম আছে।

মনীষা। কে তোমাদের এ সব হুকুম দিয়েছে।

কৃষ্ণ। আরে অত কথায় দরকার কি? আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি ক'রে রাত কাটাতে ত' আসিনি, শীগ্‌গির বেরিয়ে এস, না হয়, আমাদের যা দরকার তা করতে হয়।

মনীষা। (স্থির অকম্পিত স্বরে) চল, তোমরা কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে চাও, আমি যাচ্ছি।

লীলা। (চীৎকার করিয়া) না, প্রাণ থাকতে দিদিকে নিয়ে যেতে দেবনা।

ভেকো। তবে মাগী মর (দুই জনে এক সঙ্গে লীলার হাত ধরিয়া তাকে তক্তপোষের পায়ার সঙ্গে বাঁধিবার উপক্রম)

মনীষা। ওকে ছেড়ে দাও। তা না হ'লে তোমাদের সাধ্য হবে না যে আমাদের এখান থেকে জীয়ন্ত নিয়ে যাবে। বোন্, আমি যাব, তোর কোন ভয় নেই। যতদিন লক্ষ্মীনারায়ণে আমার মতি থাক্‌বে, ততদিন আমার কোন বিপদ নেই। তুমি আর সোনা বড়বাবুর ওখানে যেও। আমার সময় হলে আমি আপনি আসবো।

(ঘরের বাহিরের দিকে মনীষার অগ্রসর হওন—লীলা মূর্চ্ছিত প্রায়)

সোনা। মা, আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌বো না।

(মার দিকে ছুটিয়া যাওয়া)

কৃষ্ণ। মার ছোঁড়াকে, একেবারে মুখ বন্ধ হয়ে যাক্।

পুলো। (সোনাকে ধরিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত)

(মনীষা ছুটিয়া গিয়া সোনাকে বুকে ধরিয়া, একখানা তীব্রধার ছোরা বাহির করিয়া)

মনীষা। এখন কে ম'রতে চাও, এগিয়ে এসো।

কৃষ্ণ। তাগ করে চালা লাঠি, আর মিছে সময় নষ্ট নয়। (লাঠির আঘাতে মনীষার মাটীতে পতন এবং হস্তে আর এক আঘাতে ছুরী ছিটকাইয়া পতন)

মনীষা। মাগো কোথায় তুমি লজ্জা নিবারণ কর।

(মূর্চ্ছা)

লীলা। (বন্ধনাবস্থায়) ওরে কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি! দিদিকে মেরে ফেললি!

সোনা। (ছুটিয়া মার বুকের উপর পড়িয়া) মা, মা, তোমায় যে মেরেছে, মা।

কৃষ্ণ। আর কাজ নেই, এই সব গোলমালে কাজের বড় দেরী হয়ে যাবে। পুলো, মুলো তোরা দুজনে কোলাকুলি করে ঐ ছুঁড়িটাকে আর এই ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে পুরে রেখে আয়, আমি গিন্নি ঠাকরুণকে নিয়ে পাল্কিতে তুলি। তা'তেই কর্ত্তার কাজ হাসিল হবে। এখন আর আণ্ডা বাচ্চা নিয়ে আমরা যেতে পারি না।

(পুলো, মুলোর, সোনা ও লীলাকে মুখে কাপড় দিয়া তুলিয়া লইয়া ভিতর দিকে গমন)

কৃষ্ণ। এইবারে চল চাঁদমণি। মিছে আর বেশী গোলমাল ক'রে কি হ'বে!

মনীষা। না, আমি যাবনা তোদের সাধ্য থাকে ত আমায় নিয়ে যা।

(সকলে মিলিয়া মনীষাকে নিয়া বাহিরের দিকে যাওন। সহসা বৃন্দাবন ও আর ৪।৫ জন বিদ্রোহীর প্রবেশ)

বৃন্দা। জয় মা কালী! জয় মা ভবানী! পাষণ্ড নরাধম। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার!

(সকলে যুগপৎ ডাকাতদিগকে আক্রমণ)

কৃষ্ণ। আরে পুলো আরে মুলো, আর কাজ নেই এই বেলা মানে মানে পথ দেখা ভাল।

(সকলের পলায়ন)

(মনীষার প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতন)

বৃন্দা। ভবানীর কৃপায় কার্য্য সিদ্ধ হ'য়েছে—এইবারে ভাই সকলে ডাকাতদের পিছু নাও। আমি মনীষাকে দেখছি।

সকলে। যে আজ্ঞে ঠাকুর।

[সকলের প্রস্থান।

বৃন্দা। মনীষা, মনীষা, আর ভয় নেই। উঠ স্থির হও।

মনীষা। কে ও বৃন্দাদাদা! আমি কি দেখছি? তুমি এতদিন পরে এখানে কেমন করে? উনি কোথায়, আমার স্বামী? কোথায়? বৃন্দাদাদা তোমায় এখানে কে পাঠালে?

বৃন্দা। স্বয়ং ভবানী আমায় পাঠিয়েছেন। আমার হৃৎপিণ্ডের প্রতি ধমনীতে তোমার বিপদের বিদ্যুৎ বারতা জানিয়ে দিয়েছে। মনীষা, আজ আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত! দেখ কেউ কোথাও নেই, শুধু দিগম্বরী নিশিথিনী আমাদের দুজনকে গভীর নির্জ্জনে ঢেকে রেখেছে। মনীষা, তুমি বল—তুমি আমার; বিধাতা তোমাকে আর কারুর জন্য করেন নাই। তোমার বিবাহ, স্বামী, পুত্র—সব স্বপ্ন, সব মোহ, সব মিথ্যা। সত্য শুধু আমার দিগন্তব্যাপী প্রেম তোমাকে যে এ জীবনে ও অনন্ত জীবনে গ্রাস ক'রে রয়েছে। মনীষা! এ কি দেখলেম। তোমার এই দশা! তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চল। সেই হরিপুরের নিবিড় অরণ্যে যেখান থেকে তোমায় এরা অপহরণ ক'রে এনেছে সেইখানে ফিরে চল। যে নিষ্ঠুর তোমাকে রাণী করবে বলে নিয়ে এসে এই দুর্দ্দশায় নিক্ষেপ করেছে, সে তোমার স্বামী নয়। ভুলে যাও সে নরাধমকে ভুলে যাও—এ জীবনে। চল আমাদের সেই বাল্যলীলার স্বর্গে। যে হৃদয় এতদিন নীরবে তোমার পূজা ক'রে এসেছে চল তার অঞ্জলি গ্রহণ ক'রবে চল।

মনীষা। বৃন্দাবন—তুমি কি বলচো! আমি ত কখনও তোমায় ওচোখে দেখিনি। তোমায় কখনো ও চোখে দেখ্‌তে পারব না। তুমি যে আমার ভাই, তুমি আমায় ভুলে যাও। সমস্ত জীবন ভবানীর চরণে উৎসর্গ কর।

বৃন্দা। না, মনীষা—আমি ফিরবো না, তুমি আমার স্বর্গ, মর্ত্ত ও নরক। এ হৃদয়ে কি গভীর ঝড় বইচে। একবার তোমার ছোট হাতখানি আমার হৃদয়ের উপর রাখ।

মনীষা। শোন বৃন্দাবন! নিজের ইচ্ছায় মানুষ স্বর্গের দেবতা কিংবা নরকের পিশাচ হতে পারে! আমি যে বৃন্দাবনকে জানতেম সে ত ঋষিকুমার, সেই আকারে আজ তুমি কেন আমার কাছে এলে না? তুমি কি আমায় এতদিনেও চিনলে না?

বৃন্দাবন। আমি চিনি—তবে বিদায় হই। এই বিদায়ই শেষ বিদায়।

মনীষা। না, শেষ বিদায় না। আবার দেখা হবে কিন্তু এখন যাও। আমি তোমার বোন্। আমার লজ্জা নিবারণ কর।

বৃন্দাবন। তুমি মৃন্ময়ী, তুমি দেবী, কিন্তু তুমি হৃদয়হীনা পাষাণী। আমি তবে চ'ল্লাম। না—না—আমি কি ব'ক্‌চি, আমি কি ব'ল্লাম, আমি কি সত্যই পাগল হ'য়েছি। পাগলের মত তোমায় কি ব'লেছি। সব মিথ্যা, সব ভুলে যাও, আমি তোমার সেই বৃন্দাদাদা। আর কিছু নই। তুমি পাষাণী নও। তুমি সত্যই দেবী।

(বৃন্দাবনের প্রস্থান, নগদ প্রভৃতির প্রবেশ)

নগদ। বুঝি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! বুঝি আমাদের দেরী হ'য়ে গেছে। ডাক্তার বাবু শীঘ্র এইদিকে এগুন্। কারো ত সাড়া শব্দ পাই না।

(ডাক্তার বাবুর ও দুচার জন দরোয়ানের লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ)

মনীষা। না বাবা নগদা। আমাদের কোন বিপদ হয়নি! ডাক্তার বাবু, আর একটু আগে এলেন না কেন?

ডাক্তার। কেন কি হয়েছে? সত্যি ক'রে বলুন, কোন বিপদ হয়নি ত? সোনা কোথায়? লীলা দিদি কোথায়?

মনীষা। না, কিছু বিপদ হয়নি, তবে বড় ভয় পেয়েছিলুম। সোনা, লীলা ভাল আছে। কাল সকালে আসবেন। সব খবর দেবো'খন। আমি এখন তাদের দেখিগে।

ডাক্তার। না, আমি অমন ভাবে ত যাব না। তোমাদের একলা ফেলে আমি আর কোথাও যাব না। এর পরে এ রকম একলা থাকা একেবারেই অসম্ভব। একটা উপায় কালই ক'রতে হবে।

মনীষা। হাঁ, আমরাও আর একলা থাকব না, কিন্তু আজকের রাত্রির কথা যত চাপা থাকে ততই ভাল। কত লোক কত কথা ব'লবে, বিশেষ বড়বাবু। আপনি শিগ্‌গির যান! দেখ নগদা দাদা, এ কথা যেন রাষ্ট্র না হয়।

নগদ। না মা ঠাকরুণ। ছোট বাবুর অনেক নিমক খেয়েছি। আমরা নিমকহারাম নই।

ডাক্তার। আচ্ছা, তবে আমরা চল্লেম। বাইরে দরোয়ানদের বসিয়ে রেখে যাই। কিন্তু আপনি বলুন যে কাল আর আমাদের বাড়ী যেতে আপত্তি করবেন না। মা আপনাদের জন্য কত চিন্তিত থাকেন!

মনীষা। আচ্ছা তাই হবে, কালকের কথা কাল হবে।

ডাক্তার। তা হ'লে সত্যই আপনাদের কোন বিপদ হয়নি?

মনীষা। না, আপনি কেন উদ্বিগ্ন হচ্ছেন? আমাদের কোন বিপদ হয়নি (মুখ ফিরাইয়া স্বগতঃ) হা, ভগবান, কেন আমায় নারী জন্ম দিয়েছিলে।

(ভিতর হইতে না, মা, করিয়া শিশু কণ্ঠে)

সোনা এই যে আমি —

[প্রস্থান।

ডাক্তার। নগদা দাদা এগোও ত, দারোয়ানগুলোকে নিয়ে দেউড়ীতে

বসিয়ে দাও। আমি আসছি। যদি কারুর কিছু আরো দরকার পড়ে?

নগেন। আপনিও আসুন, ডাক্তার বাবু। আজ আর বাড়ীতে কোন দরকার প'ড়বে না।

ডাক্তার। হ্যাঁ, চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—o—

দৃশ্যবিবৃতি—সমরেন্দ্র বাবুর অন্দর বাটী, ঘরের দেওয়ালে দেব দেবীর ছবি। পালঙ্ক পাতা, সমর বাবু একটী কেদারায় বসিয়া। গৃহিণী রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ।

সমর। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গিন্নি। বুড়ো বয়সে ভিক্ষে ক'রে খেতে হ'ল আর কি!

রাজলক্ষ্মী। কেন কি হ'ল? কিসের সর্ব্বনাশ হ'ল, আমি এলাম একটা কথা ব'ল্‌তে, আর আপনি দেশের যত বিপদের খবর এসে পৌছল।

সমর। আমারও যেমন পাগলামো। তোমার কাছে মানুষ কাজের কথা ব'ল্‌তে আসে! মহালে বিদ্রোহী হ'য়ে প্রজারা ধর্ম্মঘট করে সব কাছারী জালিয়ে ফেলেছে, আমি এলাম তোমার সঙ্গে দুটো পরামর্শ ক'র্‌তে, আর তুমি কি না আবল তাবল বকতে আরম্ভ ক'রলে।

(বৃদ্ধ আমলা রাজনারায়ণের দ্রুত ও ত্রস্তভাবে প্রবেশ)

রাজনারায়ণ। হুজুর! হুজুর! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। সেই বেটা বৃন্দাবন নাকি সত্যি সত্যি বিদ্রোহী প্রজাদের একটী ফৌজ ক'রে সদর কাছারী বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে লুঠ করবার জন্য নয়নগঞ্জের দিকে আস্‌ছে। রাস্তায় পুলিশওয়ালাদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই ক'রে হটিয়ে দিয়েছে, সহরশুদ্ধ তোলপাড় প'ড়ে গেছে।

অমর। নবুনে, শীগ্‌গির চোগা চাপকানটা নিয়ে আয়। কাপড় নিয়ে আয়। সিপাই, শান্ত্রিদের বন্দুক টন্দুক দেওয়া হ'য়েছে ত। গাড়ী ঘোড়া জুতে নিয়ে আয়। এখুনি সাহেবের কাছে যাই। কি সর্ব্বনাশ! শেষে মান, ইজ্জত সব যায় বুঝি। আর মাসেই যে আমার দরবারে যাবার কথা, আর এই সময়ের মধ্যে বেটারা এই কাণ্ড আরম্ভ করলে।

রাজলক্ষ্মী। একটা কথা শুনে অমনি ক্ষেপার মত চেঁচালে কি চলে? সত্যি মিছে জেনে তবে সাহেবের কাছে যাও। হাঁ বাবা রাজনারায়ণ! এ খবর কে নিয়ে এল?

রাজনারায়ণ। মা ঠাকরুণ! এ সব খবর কি লুকান থাকে। যাঁরা স্বচক্ষে বেটাদের বিটলামি দেখেছে তারাই দৌড়ে এসে খবর দিয়েছে। আমাদের তিনটে কাছারী জ্বালানের খবর ত' কালকেই এসেছে। হুজুর আপনি শীগ্‌গির যান। সাহেবকে ব'লে পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত করুন, তা না হ'লে আমাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়।

রাজলক্ষ্মী। তোমরা এমনি বিশ্বাসী লোক বটে। যা হোক কর্ত্তাবাবু, এই গোলমালের সময় ছোট বৌমা আর লীলা একলা সেই বাড়ীতে প'ড়ে থাকবে তা কোন রকমেই হ'তে পারে না। আর শুনে হাত পা বুকে সেঁদিয়ে গেল, কাল নাকি ছোট বউয়ের বাড়ীতে

ডাকাত পড়েছিল। ভাগ্যিস্ পাড়া-পড়শিরা এসে প'ড়েছিল তাই জাতকুল বেঁচেছে। তোমার ত জমিদারীতে বিদ্রোহ, আমাদের যে বাড়ীতে জাতকুল যায়, তার উপায় কি ক'রছ?

সমর। তোমার পরামর্শ শুনে কাজ ক'রলে ত এতদিনে আমার ভিটেয় ঘুঘু চ'রত। ওরে হাবাতি, যারা ঘর দোর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে তাদের কি ধ'রে রাখতে পারবি, বল্ দিকিন? কেন, লীলাকে সাধতে ত কিছু কম হয়নি। তার সাধের ছোটদাদার বাড়ীতে না হ'লে থাকা হয় না। আমি ত জোর ক'রে ধ'রে আনতে পারব না।

(লীলা ও মনীষার প্রবেশ)

রাজলক্ষ্মী। এই যে বোন তোমরা নিজেই এলে। আমি একটু আগে ব'লে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখ্‌ব ভেবেছিলুম, তা এতে বোঝাবার কি আছে? তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে। বাবু এখন নিজের মুখে সব কথা শুনুন। বাবা রাজনারায়ণ, একটু ওদিকে যাও ত।

[রাজনারায়ণের প্রস্থান।

সমর। তবে রে মাগী, আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী। ঘরের ভিতর এঁদের লুকিয়ে রেখে আমার সঙ্গে ন্যাকামো হচ্ছিল। লীলা এসেছে, ওর থাকবার ইচ্ছে হয় থাক্। কিন্তু এ বাড়ীতে ওসব বিবি সন্ন্যাসিনীর জায়গা হবে না। আমাদের একটা কুলমর্য্যাদা আছে ত? বাড়ীতে কি অমনি ডাকাত প'ড়েছিল? আমরা কিছু না ব'লে কি হবে? পাড়া-পড়শির মুখ ত আমরা বন্ধ ক'রে রাখতে পারব না। পেট যদি না চলে তা হ'লে আমি মাসোহারা দিতে রাজী আছে। কিন্তু বাড়ীতে ওদের যায়গা দিতে পারব না।

গিন্নি, আমার সাদাসিদে কথা, আমি তোমার মত ভিজে বেড়াল হ'তে পারবো না।

লীলা। দাদা, তুমি ব'লছ কি? কার বিষয়ে এসব কথা ব'লছো? তোমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সম্বন্ধে যদি লোকে এসব কথা বলে, কিংবা তুমি যদি বল তা হ'লে তোমার কুলমর্য্যাদা রৈল কি? আর ছোটবৌদিকে ছেড়ে আমি তোমার বাড়ীতে থাক্‌ব? তা প্রাণ থাক্‌তে নয়।

মনীষা। (অবগুণ্ঠন হইতে) লীলা, তুমি ভাসুর ঠাকুরের সঙ্গে আমার জন্য ঝগড়া ক'রো না। তুমি এখানে থাক, পরমেশ্বর আমার আর সোনার মুখের দিকে যদি না তাকান, তা হ'লে লোকনিন্দা আর আমাদের বেশী কষ্ট কি?

রাজলক্ষ্মী। ছোট বৌ, তুই অমন কথা বলিস্ না। তোর এত কষ্টের পরে ও কথা শুনলে আমার বুক ফেটে যায়। কর্ত্তা যদি তোমায় জায়গা না দেন, তা হ'লে তোমার হাত ধ'রে আমিও এবাড়ী হ'তে বেরিয়ে যাব। দেখি ওদের কুল মান কোথায় থাকে?

সমর। যাও না তোমরা সবাই বেরিয়ে যাও। তা হ'লে ত ব্রজপুরী আঁধার হয়ে যাবে না। তোমাদের বড় বাড় হয়েছে। আমার কথার উপর আবার কথা। যাই, একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, তারপর যা হয় এর একটা ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

[গজ্‌গজ্ করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।

রাজলক্ষ্মী। বোন্, তুমি কিছু মনে ক'রো না, উনি পাগল হয়েছেন। ভীমরতি ধরেছে, এস এখন বস্‌বে, একটু মুখ হাত ধোও। আমিই তোমাদের সব ঘর দোর গোছ গাছ ক'রে দিচ্ছি।

মনীষা। দিদি, তুমি আমার বড় বোন—আমার মা বাপ নেই। তুমি

আমার মাতৃতুল্যা। আমি এখানে থেকে তোমায় বিপদে ফেলব, সে আমি কখনই পারব না।

রাজলক্ষ্মী। সবাই কি সমান একগুঁয়ে? যা হোক আমি এই বাড়ীর গিন্নী, আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বড়, আমি যা কর্'ব তাই হবে, তোমাদের সকলের কথা শুনলে ত চলবে না।

লীলা। হাঁ ছোটবৌদি, দিদির কথা শুন।

মনীষা। তাঁর কথা শুনবো না ত কার কথা শুনবো। এখন বাড়ী গিয়ে সোনাকে নিয়ে আসতে হবে তো। আমি এখন বাড়ী যাই। তুমি থাক।

রাজলক্ষ্মী। তা যেও এখন। এখন ত মুখ হাতে একটু জল দেবে এস।

[হাতে ধরিয়া দুই জনকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

দৃশ্যবিবৃতি—বিধবা আশ্রম। কাল—প্রভাত। শশীর মা চরকা কাটিতে ব্যাপৃতা। কাছে বসিয়া শশী।

শশী। মা, আমি সোনাদের বাড়ী যাব। মা, সোনারা এখন আসে না কেন?

শশীর মা। নে বাছা, আর জ্বালাস নে। ব'সে চরকাটা কাট্‌তে এলেম—আর তুই বায়না করিস নে। সোনারা আসে না কেন, তা

তারাই জানে। আমি কি ক'রে ব'লব? তুই যেমন সোনা সোনা করিস তারা ত তোর জন্য ম'রে যাচ্ছে।

শশী। না মা, আমি সোনার জন্য চড়কে পুতুল কিনে রেখেছি। আমরা দুজনে খেলব, আমাকে নীলুদার সঙ্গে পাঠিয়ে দে না মা।

শশীর মা। ছিঃ মা! সোনাদের বাড়ীতে আর যেতে নেই, তারা ছোট লোক হ'য়ে গেছে। তোমাকে নীলুর সঙ্গে বড়বাবুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। সেখানে কত ঘটা ক'রে চড়কপূজা হবে, নাগর-দোলায় দুলবে এখন।

শশী। না মা আমি সেখানে যাব না—আমি সোনাদের ওখানে যাব।

শশীর মা। এইবার উঠে যখন টিপ্ টিপিয়ে দেব তখন ঠিক হবে। বল্‌ছি না ওদের ওখানে যেতে নেই। সোনারা এখন ছোটলোক হয়ে গেছে।

(লীলা ও মনীষার প্রবেশ)

এই যে বোন্ তোমাদের কথাই শশী বলছিল, আমি এই ব'লছিলাম :সোনাকে দেখতে ওকে পাঠিয়ে দেব। আমিও এতদিন ধরে মনে কচ্ছি যাব যাব; কিন্তু এত কাজের হাঙ্গাম, কোন রকমেই হ'য়ে উঠে না, আহা! এমন বিপদও মানুষের হয়! সোণার সংসার ছারখার হ'য়ে গেল! তা সোনাকে আন্‌লি না কেন বাছা?

মনীষা। দিদি, আজ আর সোনাকে আনলুম না। সুখ দুঃখের .গোটাকয়েক কথা তোমার কাছে ব'লব ব'লে এসেছি। অদৃষ্ট লিপি কে খণ্ডাতে পারে? যা কপালে ছিল তা হ'য়েছে। মা শশি! তোর মাসীদের ডেকে আন্‌তো?

শশী। ষাই মাসীমা। আমি ডেকে আন্‌লে আমাকে সোনার কাছে নিয়ে যাবে ত ?

মনীষা। হাঁ, তা নিয়ে যাব। তুই এখন একটু ঘুরে আয় তো মা।

(শশীর প্রস্থান ; নীরজার প্রবেশ)

এই যে নীরজা এসেছ। এস এস, অনেকদিন দেখিনি।

নীরজা। আমিও তোমার গলা শুনে এলাম, দিদি। আমার মনে যে কি কষ্ট হ'য়েছে তা পরমেশ্বরই জানেন। এসময় যে তোমার কোন উপকার ক'রতে পারলাম না, এই বড় দুঃখ র'য়ে গেল।

মনীষা। তা বোন! তোমাদের কাছেই এখন থাকব ব'লে এসেছি। (শশীর মার প্রতি) হাঁ দিদি! আমার নিতান্ত ইচ্ছা কিছু দিনের জন্য লীলা আর আমি তোমাদের কাছেই থাকি। আমার অন্য কোন জায়গায় সুবিধা হচ্ছে না।

শশীর মা। আহা মরে যাই! তুমি রাজরাণী, তুমি কি বিধবা আশ্রমে কষ্ট ক'রে থাকতে পারবে? তুমি এসে থাকবে সে ত আমাদের সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি থাকতে চাও, তবে আমি কমিটীকে জিজ্ঞাসা করি।

নীরজা। সেকি কথা মাসীমা! দিদি এতদিন ত আমাদের সব ক'রে এসেছেন এখন তাঁকে একটু জায়গা দিতে হ'লে কি আবার আমাদের কমিটীকে জিজ্ঞেস ক'রতে হবে?

শশীর মা। বাছা তুই ছেলেমানুষ তুই কি বুঝবি ? সে.দিন কি আর আছে ? এখন ভারি কড়াকড়ি হ'য়েছে। আর আমাদের হাত কি বল ? দেখ্‌না আমি হরপ্রসাদ বাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করছি। নীলু, নীলু আছ ওদিকে ? একবার হরপ্রসাদ বাবুকে এদিকে ডাক ত।

মনীষা। হ্যাঁ, সেত সত্যি কথা; দিদি সকলকে না জিজ্ঞেস ক'রে আমাকে যায়গা দেবেন কেমন ক'রে!

নীরজা। এ আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের এমন কে আছেন যে তোমাকে তোমার এই বিপদের সময় এখানে যায়গা দিতে আর দুই মত ক'রবেন?

শশীর মা। নীরজা, লীলা, একটু ন'ড়ে দাঁড়াত মা, হরপ্রসাদ বাবু আসছেন।

(হরপ্রসাদ প্রবেশ করিয়া মনীষাকে প্রণাম)

হরপ্রসাদ। দিদি! ডেকেছেন কেন?

শশীর মা। ছোটবাবুর গিন্নী এসেছেন; তাঁর ইচ্ছে এখানে দিনকতক থাকেন। আপনি কি বলেন? এতে কমিটীর মত হবে ত?

হরপ্রসাদ। হাঁ তা হ'তে পারে। তবে আমি ত ঠিক ক'রে সেকথা কিছু বলতে পারব না; একটা নিয়ম আছে যে বিধবা না হ'লে এখানে থাকবার যো নেই। তবে ছোটমার বেলা যে সে নিয়ম চলবে তা বলছি না। কিন্তু কথা হ'চ্চে সেদিনকার রাত্রের হাঙ্গামাটার বিষয়ে অনেক লোক অনেক কথা ব'লছে।

লীলা। (অবগুণ্ঠন হইতে) কু-লোকে আমাদের বিষয় আপনাদের কাছে কি বলেছে তা শুনতে ত আমরা আসিনি, যে বিধবা আশ্রম আমার বোন নিজের টাকায়, নিজের যত্নে গ'ড়ে তুলেছিলেন সেখানে তাঁর একটু যায়গা হবে কিনা তাই শুনতে আমরা এসেছি।

শশীর মা। তা বাছা রাগ কর কেন? রাগের কথা ত কিছু হ'চ্চে না। আমাদের পাঁচজনের টাকা নিয়ে আশ্রম চলছে। আর কোন রকমে আমাদের যদি একটুও দুর্ণাম হয় তাহ'লে আমাদের ত আর দাঁড়াবার গতি থাকবে না। তুমি যদি থাকতে চাও, তা হ'লে ত কোন বাধা হবে না। তা আমি আজ হরপ্রসাদ বাবুকে

সেক্রেটারী বাবুর কাছে পাঠিয়ে তাঁদের মতামত জানবো। এমন তাড়াতাড়ি ত আর কিছু নেই।

নীরজা। মাসী তুমি বল কি? পৃথিবীতে কি ধর্ম্মাধর্ম্ম সব উঠে গেছে? যাঁর কাছে আমরা সবাই এত রকমে ঋণী, তাঁর আজকে বিপদ, তাঁর স্বামীর বিপদ, আর আমরা এমনি সাধু হ'য়ে বস্‌লেম যে তাঁকে এখানে একটু থাকবার যায়গা দিতে পারি না? অনেক দিন এ পোড়া জেলখানা থেকে চলে যাব মনে করেছিলুম। আর এখানে একবেলাও থাক্‌তে ইচ্ছে করে না।

শশীর মা। তা তুমি যাবে বৈ কি? এখন বাপের বাড়ী থেকে, শ্বশুর বাড়ী থেকে খোঁজ নিতে আসে। বাবা তোমার আবার বিয়ে দেবেন। তোমার আর এখন বিধবা আশ্রমে থাক্‌তে ইচ্ছে ক'রবে কেন বল?

মনীষা। আমাদের নিয়ে তোমাদের মনোমালিন্য হবার দরকার নেই। আমি আজ ফিরে যাচ্ছি। কমিটীতে ঠিক হ'লে দিদি আমায় জানিও।

গৌরীশঙ্কর। (নেপথ্যে) কি হে, হরপ্রসাদ আছ নাকি? আমি আস্‌তে পারি।

(গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

(মনীষা, লীলা ও নীরজার সরিয়া দাঁড়ান)

গৌরী। এই যে মাসী, আজ কিসের দরবার হচ্ছে?

শশীর মা। (মাথায় একটু কাপড় টানিয়া দিয়া) আজ তোমার ছোট গিন্নী অনেক দিন পরে এসেছেন, আমাদের খোঁজ ত নিজের বিপদের মধ্যে ও নিয়েছেন, আমাদেরই বরং কিছু করা হয়নি

আজ এসেছেন। এখানে দিন কতক থাকতে চান্। তাই সে কথা হরপ্রসাদ বাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করছিলেম। তুমিও ত এখন কমিটীর লোক। তোমার কথাও সকলেই শোনেন। তোমার মত কি?

গৌরী। ছোটবাবুর গিন্নী আপনাদের আশ্রমে থাকবেন সে তো গৌরবের কথা। কিন্তু আমি হ'লেম তাঁদের তিন পুরুষের চাকর। ছোটবাবু যেন আমার কথা না শুনে গোঁয়ারতুমি ক'রে নিজে বিপদ ডেকে আন্‌লেন; আর বড়বাবু না হয় একগুঁয়েমী করে নিজের জেদ বজায় রেখেছেন। কিন্তু আমারও ত বিষয় আছে? আমার বাড়ীতে পদার্পণ করলে আমার স্ত্রী ওঁকে মাথার করে রাখবেন। আমি আজ সেই কথা বলব বলেই ত বলে বেরিয়েছিলাম। কি বলেন ছোট গিন্নি, বলেন ত এখনি আমি বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিই গে।

শশীর মা। আহা! গৌরীশঙ্কর বাবুর কি প্রভুভক্তি। কিন্তু সমর বাবু কি ছোট গিন্নীকে অন্য কোন খানে যেতে দেবেন?

লীলা। (অবগুণ্ঠন হইতে) হাঁ মাসীমা! যেমন দেওয়ানজীর প্রভুভক্তি তেমনি দাদার ভাইয়ের স্ত্রী আর বোনের প্রতি ভালবাসা। দুইই মিলেছে ভাল। যা হোক আজ আমরা চল্লেম মাসীমা। যা হয় খবর দিয়ে পাঠিও।

মনীষা। লীলা তুমি দেওয়ানজীকে বলে দাও, আমাদের ভিক্ষে মেগে খেতে হয় সেও ভাল, তবু তাঁর আশ্রয়ে যেন কখনও না থাকতে হয়, তার আগে যেন আমাদের মরণ হয়।

গৌরী। শুনলে মাসী! পৃথিবীর নিয়মই এই। যে যার ভাল ক'রতে যায় সেই হয় দুষমন্। যাই হোক ভগবান আছেন, তিনি সবই দেখতে

পাচ্চেন ; কার মনে কি আছে তিনি সবই জানতে পাচ্চেন। আমি চল্লেম। কমিটীর যা মত হয় তাই হবে। আমি এখন চল্লুম।

[মনীষার দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া প্রস্থান।

নীরজা। দিদি, তুমি যেও না, এই খানেই থাক। আমারও ঐ লোকটার কথা শুনে কেমন ভয় করছে।

শশিমুখীর প্রবেশ)

শশী। মাসীমা, আমি ত কতক্ষণ অন্য যায়গায় ছিলেম, তোমাদের কথা শেষ হয়েছে ত? এখন আমি কত ভাল গান ক'রতে শিখেছি। সোনা আর আমি এক সঙ্গে গাইব। আমাকে নিয়ে চল না মাসীমা।

মনীষা। না, মা, আর একদিন গান শুনবো, আজ যাই মা, আমি সোনাকে পাঠিয়ে দেবো।

[তাকে চুম্বন করিয়া লীলা, মনীষা ও শশীর প্রস্থান।

শশীর মা। দেখেছ একবার দেমাকটা। মেয়েটা এত করে থাকতে ব'ল্লে একটু তর সইল না। [illegible]র যায়গা দিয়ে আমরা মরি আর কি! হর, তুমি বাপু এখনি লি[illegible]পাঠাও এখানে যায়গা হবে না। কি দেমাক, কোন্ কালে কোন্ উপকার ক'রেছিলেন ব'লে এখন আমরা ওর কলঙ্কের ডালি মাথায় নিই, আর আমার মেয়েটাও এমনি হয়েছে—সোনা, সোনা করে একেবারে গেল।

হরপ্রসাদ। আমারও অনেক কাজ, বাৎসরিক রিপোর্ট লেখা এখনও সারা হয়নি। এবারে রায় বাহাদুর বড় সাহেবকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজে রিপোর্ট পড়বেন। যাই লিখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

—০—

দৃশ্যবিবৃতি—সদর জেলখানা। জেলখানার বাহিরে একটা ঘর। সেখানে কয়েদীদের সঙ্গে বাহিরের লোকের দেখা হয়। গৌরীশঙ্কর একখানা কেদারায় বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়াদিয়া সিগারেট ফুকিতে ব্যস্ত।

গৌরী। তাই ত জেলার বাবু! খুব লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ছেন যে! আমরা ত নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে ভুত নই।

জেলার। পাড়াগেঁয়ে ভুতই হন, আর সহুরে জুয়াচোরই হন, আমরা সরকারী লোক, কারুর তোয়াক্কা রাখিনা। নিজের নিয়ম মাফিক কাজ করে যাব তাতে পাঁচজন সন্তুষ্ট হোক্, আর না হোক্, তাতে কিছু আসে যায় না।

গৌরী। আরে বাবা, রেখে দাও ও সব লম্বাই চওড়াই, হাতে কিছু তেল মর্দ্দন ক'রে দিতে পারলেই সকলের মন ফিরে যায়। ঢের ঢের সরকারী লোক দেখেছি।

জেলার। দেখুন গৌরীশঙ্কর বাবু, বেশী বাড়াবাড়ি ক'রবেন না। কয়েদীর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছেন, দেখা ক'রে চলে যান। আপনি যে সব গাল গল্প এনেছেন, সে বিষয় আমি কিছু জানিও না, আমি কিছু বলতেও পারব না, আর সত্য কথা যদি শুনতে চান তা' হলে বলি যে, ও সব কথা আপনার বানান, সব মিথ্যা আমি ও সব ব'লে বেচারার মন খারাপ ক'রব কেন? ডাক্তার সাহেবের অনুমতি

না থাক্‌লে আপনাকে আমি অমর বাবুর সঙ্গে দেখা করতেই দিতাম না।

গৌরী। যাক্‌, সে সব কথায় আর কাজ নেই কিন্তু আমাকে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলুন দেখি? এখানেই কি আজ সারাদিন কাবার হবে নাকি?

জেলার। আমাদের অনেক কাজ আছে, যদি ব'সে না থাকতে পারেন বেরিয়ে চ'লে গেলেও আমরা খুব দুঃখিত হ'ব তা বোধ হয় না। যা হোক আমি কয়েদীকে এখানে এনে দিতে ব'লছি। আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন। আরে, হেড ওয়ার্ডারকে অমর বাবুকে শীগ্‌গির আন্‌তে বল ত?

[জেলার বাবুর প্রস্থান।

(ওয়ার্ডারের সহিত কয়েদীর পোষাক পরিহিত অমর বাবুর প্রবেশ)

গৌরী। আহা ছোটবাবু, এ পোষাকে আপনার সঙ্গে এখানে যে দেখা হবে একথা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনাকে দেখে কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে।

অমর। তাই ত গৌরীশঙ্কর! তোমার প্রভুভক্তির মাত্রাটা একটু বেশী দেখছি। তুমি এখানে পর্য্যন্ত ব'য়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? মতলবটা কি বল দেখি?

গৌরী। মতলব আর কি? একটা খুব ভাল খবর পেলাম তাই আপনাকে জানাতে এসেছি।

অমর। কি রকম?

গৌরী। এই জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগাতে বরবানী কোল কোম্পানী একেবারে আবার ফেঁপে উঠেছে। যে শেয়ারগুলো একটাকা

পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছিল তা' এখন একশো টাকায় উঠেছে। শুনে এলাম যদি এখন হাত ছাড়া না করা যায়, তা হ'লে ১০।১৫ দিনের মধ্যেই ১০৲ টাকার শেয়ার ২০০। ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত উঠবে। আপনার ৫০,০০০৲ টাকার শেয়ার আছে, ভাগ্‌গিস্ ছেড়ে দেন নি। এখন বাজারে তার মূল্য ৮।১০ লাখ্ টাকা।

অমর। তাইত! এসব কথা সত্যি?

গৌরী। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, এই সঞ্জীবনীতে কি লিখেছে দেখুন।

অমর। (সংবাদ পত্র পড়িয়া) দেওয়ানজী, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সত্যি সত্যি কি তা' হ'লে আকাশে ঈশ্বর আছেন! আমার স্ত্রী-পুত্রের মুখের দিকে তিনি তাকিয়েছেন। আর আপনি এ সু-খবর আমার কাছে এখানে পর্য্যন্ত এনেছেন, তা হ'লে কি আমার সবই ভ্রম।

গৌরী। আপনি কি ভুল বুঝেছেন, কি ঠিক বুঝেছেন তা জানি না। কিন্তু হরি যে আপনার মুখের দিকে তাকিয়েছেন তা কি ক'রে ব'লবো। তা হ'লে কি এ রকম ভয়ানক কলঙ্ক আমার মনিবের বংশে প্রবেশ করে!

(গৌরীশঙ্করের মৌনাবলম্বন)

অমর। কি বলছ দেওয়ানজী! কলঙ্ক! অবশ্য আমা হ'তে কুলের ত অনেক রকম কলঙ্ক হ'ল। তার প্রায়শ্চিত্ত ত আছে।

গৌরী। আপনা হ'তে আর কি কলঙ্ক হল! রাগের মাথায় একটা কাজ ক'রে ফেলেছেন, তাতে আবার কলঙ্ক কি? যে কলঙ্ক হ'য়েছে তাতে আমাদের মুখ দেখাবার যো রইল না।

অমর। সে আবার কি! কথা খুলে বল। স্পষ্ট বল। আমার স্ত্রী পরিবার কুশলে আছে ত? তাদের মঙ্গল ত?

গৌরী। যতদূর জানি, তাঁরা সব ভালই আছেন। কিন্তু গিন্নী ঠাকরুণ আর বাড়ীতে নেই।

অমর। বাড়ীতে নেই? তবে কি দাদা তাদের নিয়ে গেছেন? ব্যাপারটা কি শিগ্‌গীর বল। আমার আর ধৈর্য্য থাকে না।

গৌরী। বড় বাবু অনেক চেষ্টা করেছিলেন বৈ কি? কিন্তু ছোট গিন্নীর তা পছন্দ হ'লো না। তিনি এখন বোস্ ডাক্তারের আশ্রয়ে আছেন।

অমর। (লাফাইয়া উঠিয়া গৌরীশঙ্করের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া) পাষণ্ড—নরাধম! এতক্ষণে তোর মতলব বুঝতে পারলেম—কেন তুমি এখান পর্য্যন্ত কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছ! এখনি এখান হ'তে দূর হও। তা না হ'লে লাথি মেরে তোমায় যমালয়ে পাঠাব।

(জোরে ধাক্কা দিয়া দুয়ারের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া)

ওয়ার্ডার। আরে কেয়া করতা বাবু, কড়া সাজা হো যায়গা।

গৌরী। (চীৎকার করিয়া) জে'লার বাবু! জে'লার বাবু! কয়েদী আমাকে খুন করলে। সত্যি কথা বল্‌ব, আমায় মুখ চেপে ধরলে কি হবে? গিন্নী যে বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে র'য়েছে, এ কথা কে না ব'ল্‌বে? এই জে'লের ডাক্তার বাবুদের জিজ্ঞেস কর না।

(অমরের পুনরায় গৌরীশঙ্করের দিকে ধাবিত হওন)

খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে—ধর ধর।

(নায়েব জেলার আবদুল আলির প্রবেশ ও অমরকে জড়াইয়া ধরণ)

নাঃ জেলার। জেলার বাবুর যেমন কাণ্ড! শেষে জেলখানার ভিতর একটা খুনোখুনী হ'য়ে যাবে। বাবুজী, আপনি শীগ্‌গীর এখান থেকে বেরোন। অমরবাবু! তুমি জেলের কয়েদী হ'য়ে তোমার এত স্পর্দ্ধা কেন? আর তুই ওয়ার্ডার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিস নাকি?

গৌরী। মৌলবী সাহেব, হাতে পায়ে বেড়ী পরিয়ে ওঁকে রেখে দাও; আর ওঁর সুন্দরী গিন্নীকে নিয়ে বোস্ ডাক্তার মজা করুক। ভাল ক'রতে গেলে মন্দ হয়। মৌলবী সাহেব! জেল আপনার হাতে থাকা উচিত ছিল। জে'লার বাবু ত অর্ব্বাচীন, অকর্ম্মণ্য লোক, যা'ক আমি চল্‌লুম।

[গৌরীশঙ্করের প্রস্থান।

অমর। জেলার বাবু, জেলার বাবু কোথায়? আমার প্রাণ যায়। একবার জেলার বাবুকে ডেকে দাও।

(জে'লার বাবুর প্রবেশ)

জেলার। কি হ'য়েছে। কিসের এ গোলমাল?

অমর। জেলার বাবু, আপনি কি জানেন? আপনি কি শুনেছেন? জগদীশ্বরের দোহাই, আমায় সত্য বলুন।

জেলার। কিসের কথা? কিসের বিষয় আমি কি জানি?

আবদুল আলি। আবার কিসের কথা, কে না শুনেছে, সকলেই ত জানে।

অমর। চুপ কর। তোমাদের পায়ে পড়ি, আর ব'ল না। হাঁ, আমি জানি, সব মিছে, আমি জানি সব মিছে। জে'লার বাবু, আপনি

কি জানেন? আপনি কখনও মিছে ব'লবেন না। আপনারও স্ত্রী-পরিবার আছে, আপনাকে জিজ্ঞাস করি।

জেলার। আমি কিছুই শুনিনি, আর আমার যতদূর বিশ্বাস, গৌরীশঙ্কর বাবু আপনাকে ঠকাতে এসেছিলেন, সব মিছে।

অমর। হোঃ—হোঃ—হোঃ বুঝেছি; আপনি ভদ্রলোক, দয়াবান্ কষ্ট দিতে চান না। আমাকে ব'লবেন্ না। আমাকে ব'লবেন না; কিন্তু আমার ত আর প্রাণ নেই, আমার কিছুই নেই, সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। এই যে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমায় ছাড়ো, একবার ছাড়ো আমি একবার দেখে আসি। জেলার বাবু, একবার আমায় ছেড়ে দাও। আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব। আমি একবার শুধু দেখে আসব।

জেলার। অমর বাবু, সব আমি খোঁজ নিচ্চি, আপনি অস্থির হবেন না। আবদুল সাহেব, আপনি ত এখন আছেন, আমি এখুনি ফিরে আসছি।

[প্রস্থান।

অমর। অস্থির হব না। প্রাণ গেল, সব গেল, ! উঃ—কেন আমি বিষ খাইয়ে ওকে মেরে রেখে এলেম না। আমায় একবার ছাড়। আমি নয়নগঞ্জের জমিদার। নয়নগঞ্জের বাবুরা কখনও মিছে কথা বলে না। আমি ঠিক ফিরে আসবো। ওই যে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, ঠিক্ দেখতে পাচ্ছি। সোনা মার, তোর মাকে মেরে ফেল। আমার কথা শুন্‌বিনি? না, আমি কি বক্‌ছি আমি কি পাগল হলেম। সব মিছে কথা। মনীষা! আমার মনীষা অবিশ্বাসিনী! মিছে—মিছে কথা, আমি কখনও বিশ্বাস

ক'রবো না—প্রাণ থাক্‌তে নয়। আমায় যেতে দাও। একবার যেতে দাও! জে'লার বাবু! একবার ছেড়ে দাও।

নায়েব-জে'লার। ওয়ার্ডার! এখন কয়েদীকে নিয়ে যাও। অমর বাবু! জেলে পাগ্‌লামো ক'রে কোন লাভ নাই। সাহেব জান্‌তে পারলে কড়া সাজা হবে।

অমর। সাজা! সাহেব—সাজা! দেবেন! আমায় আবার মানুষে কি সাজা দিতে পারে? জে'লার বাবু! আমায় একটিবার খালি ছেড়ে দাও। তারপর সব সাজা মাথা পেতে নেব।

ওয়ার্ডার। চল বাবু, আভি।

[অমরকে লইয়া ওয়ার্ডারের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—o—

দৃশ্যবিবৃতি—সমরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানা। একটা প্রশস্ত আয়নার সামনে সমরেন্দ্র বাবু দাঁড়াইয়া। পার্শ্বে রূপার গুড়গুড়ির উপর রূপার ও সোনার কাজ করা কলিকায় গয়ার সুগন্ধি তামাক সাজা। জনাব আলি ও নবাব আলি দর্জ্জিদ্বয় বাবুকে পোষাক পরাইতে ব্যস্ত। কিংখাব সাটীনের মহামূল্য চোগা প্রভৃতি মোগলাই পোষাক। একটা কেদারার উপর মুকুটের উপরে, একটা হীরক খচিত পাগড়ী। নেদু খান্‌সামা বাবুর ভৃত্য, কেরাণী বাবু, শিশির বাবু, দারোয়ানের সর্দ্দার চৌবেজী।

সমরেন্দ্র। চাচা শীগ্‌গির। বাবা, তোমাদের জন্য আবার দেরী হ'য়ে পড়লে বড় সাহেব কি আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন? ঐ দেখ পাঁচটা বাজবার মোটে ১৫ মিনিট বাকী আছে। সাহেব ঠিক পাঁচটার সময় আসবেন। জমাদার, ফটকমে আদমী রাখা তো?

চৌবেজী। হাঁ, রাজা মহারাজ! ফটকমে আদমী মোতায়েন হ্যায়।

সমর। শীগ্‌গির শীগ্‌গির কর। শিশির কেমন মানেয়েছে হে?

শিশির। হুজুর, ঠিক নবাব সিরাজদ্দৌল্লা।

নবি। বাবু ঠিক বলেছেন। আমাদের কাছে এ রকম পোষাক খালি দুটী আছে—একটী আপনার জন্ত এনেছি, আর একটী দারভাঙ্গার মহারাজার ফরমাস আছে।

সমর। আরে রাখো তোমার দারভাঙ্গার মহারাজা। এ শর্ম্মা কি আর মহারাজা বাহাদুর না হ'য়ে ছাড়ছে? এখন সাহেব এসে যাতে পোষাক দেখে সন্তুষ্ট হন তাই দেখ। বলি শিশির, আজ রাত্রে বাড়ীতে আলো দেবার সব বন্দোবস্ত ঠিক ত?

শিশির। হুজুর শুধু আলো! বাজীপোড়ান, ২১ তোপের আওয়াজ, সব ঠিক ক'রে রেখেছি। সাহেব এসেছেন খবর পাবা মাত্র সেগুলো ছাড়া হবে।

সমর। হ্যাঁ, সাহেব বড়ই ভালবাসেন ব'লে নিজেই খবর দিতে আসবেন। তার সব বন্দোবস্ত যেন ঠিক থাকে। তাই ত, দেরী হ'য়ে প'ড়ল যে! পাঁচটা ত বেজে গেল! কল্‌কাতার ডাক ৩।৪টার সময় আসে। শিশির, সাহেব পাঁচটার কথা ঠিক লিখেছিলেন ত? দেখ ত, চিঠিটা দেখ ত?

শিশির। হ্যাঁ হুজুর। তাকি আর ভুল হবার যো আছে। তা দেরী কত কারণে হ'তে পারে। ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই।

জনাব আলি। হুজুর, এইবার এই মুকুটটা পরুন। দেখুন এই সাদা পালক হীরার কোলে কি মানিয়েছে। (সমরের মাথায় পাগড়ী পরিয়া আয়নার সামনে গিয়া দেখা)

(বড় সাহেবের চাপরাশির চিঠি হস্তে প্রবেশ)

সমর। কি রহমত! সাহেবের কোন অসুখ ক'রেছে নাকি? তাই

তোমাকে পাঠিয়েছেন ? শিশির পড় তো, পড় তো। জয় জগন্নাথ, জয় মহাকালী, জোড়া মহিষ বলি দেব মা।

শিশির। (চাপরাশির হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িতে পড়িতে শুষ্ককণ্ঠে) এ'ত সুবিধের খবর নয়। সাহেব লিখেছেন, এবারে হ'ল না, আসছে বছর হবে।

সমর। (একটা হাত কেদারায় ভর রাখিয়া) এবারে হ'ল না! বলিস কি শিশির! উকীল ছোঁড়ারা যে আমায় আর মুখ দেখাতে দেবে না।

(সহসা সোফায় বসিয়া পড়িয়া)

ওরে বাবারে বাবারে—আর যে নিশ্বাস ফেলতে পারি না—হঠাৎ সব শরীর কেমন হিম হ'য়ে গেল। ওরে এ হাতটা যে একেবারে তুলতে পারি না। ওরে নেহু, আমায় শুইয়ে দে রে। আর যে বসতে পাচ্চিনে। হায়! বাবারে! বুঝি এ হাত পা একেবারে প'ড়ে গেল। আর যে নাড়তে পাচ্চিনে। ওরে বেটারা ডাক্ না রে, কাউকে ডাক্ না রে, মুরারিকে ডাক্ না। ডাক্তারকে ডাকতে পাঠানা রে ? ওরে গেলাম রে, ম'লাম রে, শুইয়ে দে রে।

নেহু। ওরে দরোয়ানকে ডাক্—চোবেজী, পাঁড়েজী দৌড়াও, শীগ্‌গির এস। বড়বাবুকে ডেকে নিয়ে এস—কর্ত্তাবাবুর কি হ'লো—দৌড়াও দৌড়াও।

মুরারি। (দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে) হ্যাঁ, বাবা, কি হ'য়েছে ? বুড়ো ঝি গিয়ে খবর দিলে যে তোমার নাকি হঠাৎ কি একটা বড় অসুখ ক'রেছে। কি হ'য়েছে বাবা, অমন ক'রে শুয়ে র'য়েছ কেন ? উঠে ব'সো। এক্ষুনি হয়তো বড় সাহেব আসবেন।

সমর। আর বাবা—তোমার বাবার বোধ হয় শেষ সময় উপস্থিত। ঐ যে খবর এসেছে এবার খেতাব হ'ল না।

মুরারি। এবারে খেতাব হ'ল না—তা না হ'ল, না হ'ল। তাতে এত ব্যস্ত হ'চ্চ কেন? প্রাণে বাঁচলে ত খেতাব। বাবা, এ হাত পা কি একেবারে নাড়তে পাচ্চ না নাকি?

সমর। না বাবা, একেবারে অসাড়। দেখ্‌ছ কি? পক্ষাঘাত—আমার এখন মরণই ভাল।

মুরারি। যাই, দৌড়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি। চৌবে শীগ্‌গির গাড়ীটা জুতে আন্‌তে বল্‌।

(গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

এই যে দেওয়ানজীবাবু এসেছেন, ভালই হ'য়েছে। বাবার হঠাৎ কি একটা ব্যথা হয়েছে, ডানদিকের হাত পা একেবারে নাড়তে পাচ্চেন না।

গৌরী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত! কলিকালেও ধর্ম্ম ব'লে একটা জিনিষ আছে ত।

মুরারি। আপনি কি রকম মানুষ দেওয়ানজী। বাবার এই অসুখ এ সময় তাঁকে আপনি রাগাচ্ছেন।

গৌরী। দেখ বাবা মুরারি—তোমার বাবার রাগে আমার কিছু এসে যায় না। রাজার প্রজা যারা তারাই ওঁকে ডরাবে। আজ একটা বিশেষ কাজে এসেছি—দেখ্‌ছি ঠিক সময়েই এসেছি। আরও দিন কতক ফেলে রাখলে হয়ত একেবারেই দেরী হ'য়ে যেত।

মুরারি। যান যান, এ বাচালতা ক'রবার সময় নয়। এখন কোন কাজ ক'রবার অবসর বাবার নেই।

গৌরী। আছে কিনা—তা তোমার বাবাই ব'ল্‌বেন। দলিল জাল ক'রবার শাস্তি—দশ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত জেল কিম্বা দ্বীপান্তর। জাল দলিলের জোরে সমরবাবু যে ষোল আনা জমিদারী দখল ক'রে রাজার হালে থাকবেন, আর বেচারা ছোটবাবু বিনা দোষে জেল খাটবে, সেটা আর সহ্য হ'চ্চে না—কাল তাই জেলখানায় গিয়ে ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর বিষয়ের অংশ লিখিয়ে এনেছি। তিনি আমাকে সব বিষয় গচ্ছিত ক'রে কাশীতে গিয়ে থাকবেন। এখন বড়বাবুর সঙ্গে দু' চারটে কথা হ'লেই হয়। এই দলিল খানার কথা মনে ক'রে দিতে এলাম। মুরারি, তোমার বুদ্ধিতে এসব কথা প্রবেশ ক'রবে না। তুমি রাজনারায়ণকে ডেকে আনাও।

(সমরের মুখ পাংশুবর্ণ ও একেবারে বিকৃত)

সমর। (কম্পিত স্বরে) দলিল! দলিল! কিসের দলিল?

গৌরী। দলিল আর কিসের? যে দলিলে আপনি অমরবাবুর নাম জাল করেছিলেন, সেই দলিল। এখনও ত দেখতে পাচ্চেন। নিজের চোখেই দেখুন (দূর হইতে সেই দলিল দেখাইয়া)

সমর। (রাগে কম্পিত কলেবর) পিশাচ! শয়তান—আমি জাল করেছিলাম, আর তুমি সাধু পীর। এই দলিলে যদি কেউ নাম জাল ক'রে থাকে ত—সে তুমি ক'রেছ। আসল দলিল ত আমার সিন্দুকে।

গৌরী। হাঃ হাঃ হাঃ। সমরবাবু, আপনি মনে করেন পৃথিবীর মধ্যে আপনিই একজন বুদ্ধিমান্। কিন্তু বাবারও বাবা আছে। সিন্দুক খুলে দেখুন গিয়ে, সেখানে যে দলিল আছে সেটা সাচ্চা, না এই দলিলটা সাচ্চা—সাচ্চা অর্থাৎ যে দলিলে আপনি

অমরবাবুর নাম জাল করেছিলেন। সেদিন তুখানি দলিলই আমার কাছে ছিল। আপনি যখন নিজের বাক্সে কাগজগুলো বন্ধ ক'রতে যান তখন ভুলে আপনাকে ভিন্ন একটা দলিল দিয়ে ফেলেছিলাম। আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে এই দেখুন— আপনার নিজের লেখা ত আপনি চিনতে পারবেন। (দলিল-খানা আরও কাছে ধরিয়া)

সমর। (একটু উঠিয়া বসিয়া) যাও, যাও ওসব ধাপ্পাবাজী এখানে চ'লবে না। তোমার যা করবার হয় কর গিয়ে। এখুনি বেরোও। না হয় ত, দরোয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবো। না— রোসো রোসো, এ বেটা জুয়াচোরের সঙ্গে আবার ভদ্রতা কি? কি জানি কি জাল টাল ক'রে বেটা বিপদে ফেল্‌বে। মুরারি ও দলিলটা কেড়ে নিয়ে দরোয়ানদের দিয়ে বেটাকে বের ক'রে দাও। এখুনি বের করে দাও বল্‌ছি।

গৌরী। একটু আস্তে বড় বাবু! একটু সবুর ক'রে। এতদিন আপনাদের সঙ্গে কাজ কর্ম্ম করলুম, আপনাকে আর চিনতে পারিনি? গৌরী-শঙ্কর কি এমনি কাঁচা ছেলে যে রোজার যোগাড় না করে সাপের গর্ত্তে পা দিয়েছে। এখান থেকেই দেখতে পাবেন ঐ আমগাছটার তলায় থানার দারোগা নবিবক্স বিচরণ কচ্ছেন। আর ছোট বাবুর বন্ধু দেবেন বাবু ও সুশীল বাবু উকীল তু'জনেই বেড়াচ্ছেন। কেমন ক'রে সন্ধান পেয়েছেন জানিনা। কিন্তু তুজনেই লুকিয়ে আছেন— একবার গলার সাড়া পেলেই এসে হাজির হন্। আপনার বোধ হয় তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার তত আগ্রহ নেই। সে যা' হোক, আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। আপনার শরীর ভাল নেই। আপনার যাতে বেশী কষ্ট না পেতে হয় তার সব আমি ঠিক

ক'রে এনেছি। ছোট বাবু তাঁর সমস্ত বিষয় আমাকে কাল লিখে দিয়েছেন। আপনি ছোট বাবুর আট আনা বিষয় যা এতদিন ফাঁকি দিয়ে খাচ্চেন, আর নিজের অংশের ৶৹ ছ' আনা সুদের হিসাবে লিখে দেন। দলিল প্রস্তুত; আপনি সই করলেই হয়। আর এই দলিলে সাক্ষী হবেন আপনার একমাত্র পুত্র মুরারি। হয় সই করুন, না হয় কাল আদালতে আমি জাল দলিল পেশ করবো।

সমর। আরে মুরারি, একে ব্যাথাতে প্রাণ যায়, তার উপর এ বদ্‌মায়েস বেটা বলে কি! আমি করি কি! না, না, নিজের বিষয় লিখে দেব? ছেলেকে পথের ভিখারী ক'রব? প্রাণ থাকতে নয়। দূর হও শালা ধাপ্পাবাজ। মুরারি, দরওয়ানদের দিয়ে জুতো মেরে শালাকে বের ক'রে দাও।

গৌরী। (একটু কাছে গিয়া সমরের চোখের কাছে একটা লেখা কাগজ ধরিয়া) বড়বাবু, ভাল ক'রে দেখুন। যদি কোন সন্দেহ থাকে ত দেখে নিন্। ছেলে বিষয় ভোগ করুক, আর রাজা বাহাদুর গিয়ে দশ বছর শ্রী-ঘরে ঘানি ঠেলুন। তা' যদি ইচ্ছা হয় তাই করুন। আমি আর থাকতে পারবো না, আমি আর বিলম্ব ক'রবো না।

(সমরের উঠিতে চেষ্টা করিয়া বাঁ হাত দিয়া সেই দলিলটা কাড়িয়া নেবার চেষ্টা; গৌরীশঙ্করের তৎক্ষণাৎ সরিয়া আসা)

তবে এখানেই দারোগাকে আর আপনার বন্ধু সেই উকীলগুলোকে ডেকে দেই—এখানে এসেই জালিয়াৎ, জোচ্চোরকে ধ'রে নিয়ে যাক্। কি বল, অমন ঠক ঠক ক'রে কাঁপচো যে?

সমর। না, না, রোসো, রোসো—দারোগাকে ডেকো না—সেই ডাকাত

উকীলগুলোকে ডেকো না—কেন কি হবে? ডাক না তোমার যাকে ইচ্ছা; আমি কি বোকা বেটার ধাপ্পায় ভুলে গেলাম। ডাক্ তোর দারোগাকে। আমি চ'ল্লাম বড় সাহেবের কাছে (উঠিতে চেষ্টা করিয়া) ওরে বাবা রে, গেলুম রে, শুইয়ে দে রে ম'লাম রে।

মুরারি। বাবা, এখন এর সঙ্গে গোলমাল ক'রে কাজ নেই। সই ক'রে দাও। কাজ নেই আমাদের এ বিষয়ে। আর বিষয় যদি সত্যি সত্যি আমাদের হয় তা হ'লে কার সাধ্য আমাদের কাছ থেকে নেয়। আমি গৌরীশঙ্করের গলায় পা দিয়ে বের ক'রে নেব। এখন সই ক'রে দাও। তোমার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে অনেক বিষয় হবে। এই বুঝি ডাক্তার বাবু এলেন।

গৌরী। (পকেট হইতে একটী কলম বাহির করিয়া দিয়া) মুরারি সৎপরামর্শ দিচ্ছে। সই ক'রে দিন। পরের ধন আত্মসাৎ করা মহাপাপ। বড় বাবু সে পাপ থেকে মুক্ত হন।

সমর। (কলম ও দলিল হাতে লইয়া) উঃ! উঃ! উঃ! কলম যে ধর্‌তে পাচ্চি না—এ হাতটাও অসাড় হ'য়ে পড়লো?

গৌরী। আঁচড় কেটে দিন না—সই কর্‌তে হ'বে না—মুরারি আপনার হ'য়ে সই ক'রে দেবে—শীগ্‌গির করুন; ঐ বুঝি ডাক্তার বাবু এসে প'ড়লেন। এ কাজ ত আর ঢাক বাজাবার নয়।

সমর। (ধীরে ধীরে অত্যন্ত মুখ বিকৃত ক'রে) আচ্ছা, আমিই সই ক'রে দিচ্চি বটে; কিন্তু এ জুয়াচুরির বোঝা পড়া পরে হবে। গৌরীশঙ্কর, তুমি কি ঘোর পাষণ্ড!

গৌরী। বড় বাবু, তা' না হ'লে কি আপনার প্রিয় মন্ত্রী হ'তে পারি।

(ডাক্তার রমানাথ বাবুর প্রবেশ)

ডাঃ। কি সর্ব্বনাশ! রাজা বাহাদুরের হঠাৎ এ কি হ'লো! খবর পাবা মাত্রই ছুটে আস্‌চি।

মুরারি। ডান ধার সর্ব্বাঙ্গটা হঠাৎ একেবারে কেমন অসাড় হ'য়ে পড়েছে।

গৌরী। দেখুন ত, ডাক্তার বাবু, কি ভয়ানক ব্যাপার। আমি ত খবর পেয়ে দৌড়ে এলাম। পুরাণো মণিব; বলেন কি—ওঁর জন্য আমি কি না ক'রতে পারি।

ডাঃ। এখানে সুবিধে হবে না—ঘরের ভিতর না গেলে আমি ভাল করে Examine কর্‌তে পারব না।

সমর। হ্যাঁ, নিয়ে চল আমাকে এখান থেকে (গৌরীশঙ্করের দিকে তাকাইয়া) ঐ পাষণ্ডটার কাছ্‌ থেকে আমায় শীগ্‌গির নিয়ে চল। ওর নিশ্বাসে সাপের মত বিষ আছে।

ডাঃ। ব্যাপারটা কি?

মুরারি। না, এমন কিছু নয়। একে শরীর খারাপ, বিষয় কর্ম্মের কথায় বাবা একেবারে চ'টে গেছেন। চল নেড়ু, চল চৌবেজী আমরা ধরাধরি ক'রে বাবাকে ভিতরে নিয়ে যাই। মাও বড় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। তাঁকে আর রাখা যাচ্চে না।

(সকলে ধরাধরি করিয়া সমরেন্দ্র বাবুকে ভিতর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া)

গৌরী। রাজা ত কুপোকাৎ। এক ভাই জেলে, আর এক ভাই পঙ্গু ভিখারি। আমিই ত আজ থেকে পায়রাবন্দের জমিদার; আমিই ত পায়রাবন্দের রাজা। গৌরীশঙ্কর মাথা খেলাও, মাথা খেলাও; সব হবে, পৃথিবী আমার হবে।

[প্রস্থান।

তৃতায় দৃশ্য।

—o—

দৃশ্যবিবৃতি—মনীষার শয়ন কক্ষ। বাতায়ন উন্মুক্ত। চাঁদের আলো মনীষার বিছানার উপর পড়িয়াছে। পাশের খাটে সোনা ও লীলা শায়িত। তাহাদের খাট অন্ধকার। কয়েদীর পোষাকে অমর ধীরে ধীরে মনীষার খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিঃশব্দ হইয়া অনেকক্ষণ মনীষার নিদ্রামোহিত নিরুপম রূপরাশির দিকে চাহিয়া রহিল। অমরের মুখ অন্ধকারে। চোক জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল; হস্তে তীক্ষধার ছুরিকা; চাঁদের আলোকে চক্ চক্ করিতেছে, হাত কাঁপিতেছে।

অমর। বিধাতা আমার হাতে বল দাও। কেন হাত কাঁপছে, সত্যাই ত সেই পাপিষ্ঠের আশ্রয়ে র'য়েছে। বিধাতা এ রূপরাশি কেন পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন; এত দিন তুষারের মত মনে হ'ত, কে জানতো তা'তে এত বিষ ভরা। ব্যাভচারিণী! আরে মূর্খ, আর বিলম্ব কর্‌সি কেন? না, না, নিদ্রিতা—অনাশ্রিতা—আমার স্ত্রী। একবার তাকে না জিজ্ঞেস করে, তার কথা না শুনে এ মহাপাপ আমি ক'রতে পারবো না। মনীষা! মনীষা!

মনীষা। আঃ কে—কে—তুমি? তুমি! একি স্বপ্ন না সত্যই তুমি এসেছ? তুমি এত রাত্রে কেমন ক'রে এলে?

অমর। আমি তোমার যম। তুমি রাত্রে এ বাড়ীতে কেন? আর শোবার ঘরের দ্বার খুলে রেখে কার জন্ত অপেক্ষা করচো?

মনীষা। (ধীরে ধীরে) তুমি তাই দেখবার জন্ত এত রাত্রে কয়েদার পোষাকে জেল থেকে পালিয়ে এসেছ! প্রাণনাথ,. স্বামী,

তুমি আমায় এত ভালবাস? আমি অন্ধ তা' এতদিন দেখিনি, জানিনি। হে বিধাতঃ! এত সুখ তুমি আমার কপালে লিখেছিলে!

(উঠিয়া স্বামীর দিকে হস্ত প্রসারণ)

অমর। দূর হও পিশাচিনী—মায়াবিনী—আমায় ছুঁয়ো না।

(জোরে মনীষাকে বিছানায় নিক্ষেপ)

এখন তোমার মনস্তাপ হয়েছে। কিন্তু তোমার কালামুখ আর দেখাতে হবে না—তোমারও নয় আমারও নয়।

(মনীষার দিকে অগ্রসর হইয়া ছুরী তুলিয়া আঘাত করিতে উদ্যত, লীলা ঝটিতি আসিয়া অমরের হাত ধরিল)

লীলা। দাদা, দাদা, তোমার এ কি মূর্ত্তি? কাকে মা'রতে যাচ্ছ! তুমি কি সত্যি সত্যি পাগল হ'য়েছ? এত রাত্রে এখানে কেমন ক'রে এলে? বিজাধর! বিজাধর কোথায়?

অমর। এঁ্যা, একি লীলা, লীলা তুমিও এখানে এই ঘরে। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে। ঘরের দোর খুলে শুয়েছিলি কেন? তোরা এখানে কেন?

লীলা। বুড়ী দাইয়ের জন্য দোর খুলে রেখেছিলাম। কই সে তো এখনো আসেনি। আমরা এখানে না এসে, আর কোথায় যাব? দাদা ছোট বৌদিদিকে যায়গা দিলেন না, আর কেউ দিলে না। আমাদের বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছিল, আর একটু হ'লে ত তারা বৌদিদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় প্রাণে মেরেই ফেলছিল। দাদা, আমাদের কপালে এত কষ্ট গেছে তা আর কি বলব? ডাক্তার বাবু আর তাঁর মা যে আমাদের কত যত্ন করেছেন তা কি আর জানাব।

অমর। তোমাদের বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছিল! বৌদিদিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

বুঝেছি। নিতান্ত গণ্ড মূর্খ আহাম্মক না হ'লে এ সব কথা অনেক দিন আগেই বুঝতে পারতাম। উঃ! আমি কি মূর্খ। আমি কি নরাধম! মনীষা, তুমি কি কখনো আমায় ক্ষমা করবে? আমায় আবার বিশ্বাস করবে?

মনীষা। এত রাত্রে এখানে কেমন ক'রে এলে—জেল থেকে যদি পালিয়ে এসে থাক তা হলে ত আরো বেশী শাস্তি হবে। কি সর্ব্বনাশ করলে? আর মোটে ১৫ দিন যে বাকী ছিল।

অমর। আমার ১৫ দিন কি, ১৫ বৎসর কি—দুই-ই সমান মনে হ'চ্ছিল, তাই বোধ হয় এসেছিলাম জানতে যে আর কখনও লোকের কাছে মুখ দেখাব কি না। প্রাণের অন্তস্তলে যে এত পাগলামী লুকানো ছিল তা কখনও স্বপ্নেও মনে করি নাই। তোমার জন্য যে এত পাগল হ'তে পারি তা কখন জানতেম না। বোধ হয়, এটা মানুষের একটা ধর্ম্ম। নিজের স্ত্রীকে মানুষে মন্দ চোখে দেখতেও না পারে, তার জন্য প্রাণ দেবার ইচ্ছা একটা মস্ত স্বার্থপরতা মাত্র। তবে আজ কিন্তু এখন তোমায় দেখে পৃথিবীতে একটা নূতন রাজত্ব পেলাম মনে হ'চ্চে। সব দুঃখ নিরাশা কোথায় মিশে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড তৃপ্তি মনে আসছে। আমি আজ সত্য সত্যই সুখী হ'য়ে এইবার আমি সচ্ছন্দে জেলে ফিরে যেতে পারি।

লীলা। ফিরে যেতে হবে কেন? তুমি ত কোন দোষ করনি।

মনীষা। এখনি ফিরে যেতে হবে কি?

অমর। হাঁ, যত শীগ্‌গির ফিরে যেতে পারি ততই ভাল। আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে, আমার কষ্ট দেখে জেলার বাবু আমায় বেরিয়ে আসবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিল। রাত থাকতে ফিরে

যেতে না পারলে, যদি কেউ জানতে পারে আমার ত বিপদ হবেই, জেলার বাবুরও সমূহ বিপদ।

মনীষা। কেন এলে, দেখা দিলে, কেন আবার যাবে? তোমায় ছেড়ে এখন আমি একদিনের জন্যও থাকতে পারবো মনে হয় না। পরমেশ্বর কেন আমাদের এত কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন।

অমর। শাস্তি নয় মনীষা! সারা জীবন যে সম্পদের শুধু বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছি, আজ সেই স্বর্গের সিঁড়ির পথ পরমেশ্বর আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। আজ আমি হাস্‌তে হাস্‌তে আগুনে প্রবেশ ক'রতে পারি। সত্যিই আমার মনে সেই রকম বল পেয়েছি।

ডাক্তার বাবু। (দ্বারের কাছে আসিয়া) বুড়ী দাই! বুড়ী দাই। গোলমাল কিসের?

লীলা। এই বুঝি ডাক্তার বাবু উঠে এসেছেন—দাদা, যদি যেতে হয় ত এই বেলা বাইরের দরজা দিয়ে চলে যাওয়াই ভাল।

অমর। না লীলা, আমি চোরের মত পালিয়ে যাব না। আর যিনি তোমাদের জন্য এত করেছেন তাঁকে দুটো কথা না ব'লেও যাব না। একেই তাঁকে অবিশ্বাস ক'রে মহাপাপ ক'রেছি। (অগ্রসর হইয়া) আসুন ডাক্তার বাবু, আসুন, আমি অসময়ে এসে এই সব গোলমাল বাধিয়েছি।

ডাক্তার। (প্রবেশ করিয়া) অমরবাবু! আপনি! কি সর্ব্বনাশ! কেন এলেন? শীগ্‌গির যান, এ যে গুরুতর অপরাধ। যান্, শীঘ্র অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে যান।

অমর। পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। সহস্র লোকের মধ্যে আপনি একজন লোক। আমার কপালে যাহাই হউক, আমার স্ত্রী

পুত্র, আমার বোন, আপনার দয়া মায়া কখনই ভুলবে না। আমি এখনি যাচ্ছি! মনীষা! একবার ছেলেকে তুল্‌বে না?

ডাক্তার। না ওকে না তোলাই ভাল। যত গোলমাল কম হয় ততই ভাল। আমারও ঘুমে চোখ জড়িয়ে র'য়েছে—আমি আবার শুতে চল্লুম। লীলা দিদি, তুমিও শোওগে যাও। অমর বাবু, খুব সাবধান; যত শীঘ্র পারেন ফিরে যান।

[প্রস্থান।

লীলা। আমি দেখি, বুড়ী দাই কোথায় গেল। এখনও এল না?

[প্রস্থান।

মনীষা। (স্বামীকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে) তুমি যেও না, আমায় ফেলে যেও না।

অমর। চুপ কর। সোনা জেগে উঠবে, আমি আবার শীঘ্রই আসব। আজ এই এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার বুকের কাছে থেকে যে গভীর আনন্দ অনুভব করছি তার জন্য জন্মজন্মান্তরে এসব কষ্ট পেলেও ক্ষুণ্ণ হ'ব না। আমি তবে এখন যাই (অগ্রসর হইয়া) তাই ত দুর্ব্বল মন। যেতে প্রাণ চাইছে না—পা চলে না কেন? মনীষা, আর না, আমি চল্লুম?

[মনীষাকে পুনরায় বুকে ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মনীষা। (মেজের উপর বসিয়া) কেন এত মাথা ঘুরছে? কেন এত অন্ধকার বোধ হ'চ্ছে? না—আর যে ব'সে থাক্‌তে পারছি না।

(ধুলায় শুইয়া নীরবে ক্রন্দন)

তৃতীয় দৃশ্য

—০—

দৃশ্যবিবৃতি—ডাঃ ফণী বোসের আফিস ঘর। কেদারায় ফণীন্দ্র বসিয়া। সম্মুখ টেবিলে সোনা, হাতে একটু কালি, একটা কাঠের চাবুক। সময়—প্রভাত।

সোনা। কাকা বাবু, চল উঠনে আমরা ঘোড়া ঘোড়া খেলবো! বাবা কবে আসবে?

ফণী। শীগ্‌গিরই আসবে। কেন রে?

সোনা। বাবা এলে আমরা কোথায় থাকবো? এ বাড়ীতে না সেই বাড়ীতে? আমি সে বাড়ীতে যাব না।

ফণী। না, তোমরা এই বাড়ীতেই থেকো।

সোনা। তুমি মিছে কথা বলছো, যাই আমি ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করিগে।

ফণী। হাঁ তাই, যা।

[সোনার প্রস্থান।

(মনীষার প্রবেশ)

মনীষা। সোনা এ দিকে এসেছিল না? কোথায় গেল? আমি আজ আপনার আফিস ঘরে এসেছি। কিছু মনে ক'রবেন না। আমার মন বড় ব্যাকুল হ'চ্চে। একবার গিয়ে জেলখানায় দেখে আসবার সুবিধে হবে? কেউ টের পেলে কিনা?

ফণী। আমি নিজেই যাব মনে করেছিলুম। তুমি তার জন্ত কষ্ট ক'রে

এখানে এলে কেন? মনীষা! তুমি আমার ছোট, নাম ধ'রে ডাক্‌চি, কিছু মনে ক'রো না।

মনীষা। তা সত্যি, আমার আর তোমার কাছে আস্‌তে লজ্জা ভয় কিছুই নেই। তোমাকে আজ আমি যথার্থই ভা'য়ের মত দেখ্‌চি। তুমি বল, তুমিও আমায় ঠিক ছোট বোন্‌টীর মত দেখ।

ফণী। হাঁ মনীষা, আমিও তোমায় ছোট বোনের মত দেখি। আমি চল্লেম জেলে দেখে আসতে, কেউ কোন কথা টের পেয়েছে কিনা?

(নেপথ্যে—ডাক্তার সাহেব বাড়ী আছেন?)

ফণী। তুমি শীগ্‌গির আড়ালে যাও। হয়তো এখনি কেউ আস্‌বে?

[মনীষার প্রস্থান।

(নায়েব-জেলার আবদুল আলীর প্রবেশ)

আবদুল। এই যে ডাক্তার সাহেব এখানেই রয়েছেন। উত্তর না পেয়ে ভাবলাম হুজুর বুঝি বাড়ী নেই।

ফণী। তার পর নায়েব সাহেব। আজ কি মনে ক'রে? অনেক দিন পরে যে? খবর ভাল ত? আপনার ও জেলার বাবুর সে ব্যাপারটা মিটে গেছে ত?

আবদুল। হুজুর ত সবই জানেন। আপনার কাছে যে ক'দিন চাকরী, কি সুখেই যে ছিলুম তা আর জীবনে ভুলবো না। আজ একটা বিশেষ কারণে আপনার কাছে এসেছি।

(কিছু কাছে সরিয়া আসিয়া)

বান্দাকে বিশ্বাস করলে আপনার ও আমার দুজনেরই কাজ হাঁসিল হয়। আমি ত সবই জানি।

ফণী। কি রকম ? তাই ত, এ হেঁয়ালীতে কথা না ক'রে আজ সকালে কি প্রয়োজনে মৌলভী সাহেবের শুভাগমন বুঝিয়ে বল্লেই হ'তো না ?

আবদুল। আমি ঘরে ঢুকবার আগে একেবারে কাণা হয়ে ঢুকনি। তা' খোদা আপনার গলায় মুক্তার মালা পরিয়ে দিয়েছেন, আপনি কেন সে মালা গলায় পরবেন না ? আর যে কয়েদী চুরি ক'রে জেল থেকে পালায়, আর যে জেলার সরকারের নিমক খেয়ে নিমকহারামী ক'রে কয়েদিকে পালাবার সুবিধে ক'রে দেয়, তারা নিজের দোষে সাজা পাবে তাতে আপনি কিংবা আমি কি করতে পারি। বরং আমাদের ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য যে যাতে এ রকম লোক সমুচিত শাস্তি পায় তাই দেখা।

ফণী। ব্যাপারটা আর একটু খুলে বল্‌তে বাধা আছে কি ?

আবদুল। ডাক্তার সাহেব আপনি সবই জানেন। এখন কি ক'রে কার্য্যোদ্ধার হয় তার পরামর্শ দেন। না—হয়ত আপনি সব জানেন না। ছোট বাবু যে কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন জেলার বাবুর সাহায্যে, এ কথা কোন রকমে প্রকাশ হবে না। আমি প্রমাণও করতে পারবো না। যদি আমি এ বিষয় রিপোর্ট দি, তা' হলে আমাদের শত্রুতা মূলে মিছে রিপোর্ট দিয়েছি তাই প্রমাণ হবে। আমার স্বপক্ষে কেউ সাক্ষী দেবে না। কিন্তু আপনি যদি ডাক্তার সাহেবকে এ বিষয় জানান—আপনাকে ত তিনি ভাল রকমই জানেন—তা' হলে আপনার কর্ত্তব্যও করা হবে, আর—আর—আমি বেশী বল্‌তে চাইনে। তার পর শুনছি এ ডাক্তার সাহেব চ'লে যাচ্ছেন, এ রকম একটা ঘটনা

ধরিয়ে দিতে পারলে আপনার জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের চাকরী এবার নিশ্চয়ই পাকা হ'য়ে যাবে।

ফণী। তাইত হে নায়েব সাহেব! তোমার পেটে এত বুদ্ধি ছিল তা ত আমি জান্‌তাম না, এবারটা বিত্থে কিছু বেশী জাহের করে ফেল্লে না? তুমি এখনও মানুষ চিন্‌তে পার্‌লে না। তুমি আমাকে এতই নীচ, এতই কৃতঘ্ন মনে করলে যে তোমার সঙ্গে তোমার জেল দারোগার কি হ'য়েছে ব'লে তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে, যারা আমার আশ্রয়ে আছে তাদের বিপক্ষে, তাদের বিপদে ফেলবার জন্য একটা চক্রান্ত ক'রব!

আবদুল। আমার কথা সত্যি কি মিছে তা আপনি মনে মনেই বেশ জানেন। আর আপনার কাছে যাঁরা আছেন তাঁরা আপনার আশ্রিতই হবেন। রাখলেও থাক্‌বেন—না রাখলেও থাক্‌বেন।

ফণী। আমি শুনেছি জেলের ওয়ার্ডার ও জেলার বাবু তোমাকে উত্তম মধ্যম দু'এক ঘা জলযোগ দিয়েছিলেন। আবার যদি সে সম্মান পাবার ইচ্ছে না থাকে, তা হ'লে শীগ্‌গির এখানে থেকে বেরোও।

আবদুল। আমি ত যাচ্ছি, আপনার এখানে থাকবার জন্য ত আসিনি। আপনি না বল্‌লে কি সত্যি সত্যি একথা আমি প্রমাণ করতে পারব না? আর আমার উপর না হয় আপনি চোখ রাঙ্গালেন— লোকের মুখে—

ফণী। (উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইয়া) আর একটা কথা মুখে আন্‌লে—

[আবদুল আলির দ্রুত প্রস্থান।

(মনীষার প্রবেশ)

মনীষা। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি।

ফণী। সে কাজ ত ভাল করনি।

মনীষা! না তাই দেখচি, কিন্তু আমি ইচ্ছা ক'রে শুনিনি। জেলখানার লোক শুনে আমি চ'লে যেতে পারলাম না। যা' হোক আপনি আমাদের জন্য লোকের কাছে কেন অপদস্থ হবেন? আমাদের জন্য কেন মিছে কথা কইবেন?

ফণী। সে আমার ইচ্ছা মনীষা! আমি ত এখন আর ছেলে মানুষ নই। যা'হোক এখানকার লোকের কাছে মান সম্মানে আর আমার কিছু এসে যায় না; আমি শীগ্‌গির ক'লকাতা চলে যাচ্চি।

মনীষা। ক'লকাতা চলে যাচ্ছেন? কি আমাদের জন্য? বরং দিন পেলে আমরাই এখান থেকে চ'লে যাব। আপনার এখানে এত সুখ্যাতি, এত পসার, আপনি এখান থেকে চ'লে যাবেন কেন?

ফণী। আমি এই পাড়াগাঁয়ের মত ছোট সহরে practice ক'রবার জন্য ত বিলেত থেকে লেখাপড়া শিখে আসিনি। আমি আমার নিজের উন্নতির জন্তেই এখান থেকে যাচ্চি। ছোট যায়গায় হাত সাফ করলুম্। এখন দেখি ক'লকাতায় কিছু করতে পারি কি না।

মনীষা। বেশ, যা ভাল মনে হয় তাই করুন; আজ সে কথায় আর কাজ নেই। আপনি গিয়ে একবার দেখে আস্‌বেন?

ফণী। হাঁ, তুমি নিজের ঘরে যাও। আমি মাকে ব'লে এসে এখনি যাচ্ছি।

মনীষা। আমি আর কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দেব। পরমেশ্বর আপনার মনে যেন শান্তি দেন; আপনাদের সুখী করেন।

[মুখ ফিরাইয়া উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

দৃশ্যবিবৃতি—পদ্মাতীর, ভগ্নমন্দির অট্টালিকার ছায়ায় মিশিয়া। চন্দ্রালোকে রাশি রাশি সৈকত ভূমি ও ছোট ছোট নৌকার সারি উদ্ভাসিত।

রামতনু। আজ তোমরা বাড়ী ছেড়ে একেবারে চ'লে যাবে শুনে একবার দেখা করতে এলেম। আহা! তোমার মাথার উপর কত বিপদই গেল!

অমর। সবই নিজের কর্ম্মফল জ্যাঠাম'শায়। যা' হোক তাতে আর আমার কোন অনুতাপ নাই। আর কিছু না হোক, এখন প্রাণে পরের জন্য, দেশের জন্য একটা কেমন মমতা হ'য়েছে, এখন আর শুধু নিজেকে নিয়ে ঘুরে ম'রতে ইচ্ছে হয় না। এখন ত দেশ ছেড়ে চল্লুম, আবার হয় তো আসব; জন্মভূমির বন্ধন চিরকালের জন্য কে কাটাতে পারে! আমার উপর আপনার পুত্রাধিক স্নেহ, তাই এ সময়ও আপনি আমাদের দেখ্‌তে এসেছেন; আশীর্ব্বাদ করুন যেন যে কাজের জন্য ক'লকাতায় যাচ্ছি তা সিদ্ধি ক'রতে পারি।

রামতনু। বৎস, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমার মনোরথ পূর্ণ হয়। তোমার বয়স হ'লেও এত দিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, আশাকরি এখন তুমি সম্পূর্ণ মানুষ হয়েছ। তোমার কাছে তোমার বুড়ো জ্যাঠামহাশয় অনেক আশা করে। হাঁ, ক'লকাতাতেই যাও। বাংলার হৃৎপিণ্ড ক'লকাতা। যে সব

মহৎ কাজ করবার তোমার বাসনা সে ক'লকাতাতেই হ'তে পারবে। আর এখানে যে রকম সময় কাল প'ড়েছে, এখানে স্ত্রী পরিবার নিয়ে না থাকাই কর্ত্তব্য। শুন্‌লেম নাকি ইসলামপুরের বিদ্রোহী প্রজারা খুব বাড়াবাড়ি ক'রেছে। আর বড়বাবুর দুর্দ্দশার কথা হয় ত শুনে থাকবে। তিনি ত জীবন্মৃত বল্লেই চলে।

অমর। হাঁ, আমিও দাদার অসুখের কথা শুনেছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি।

রামতনু। অসুখের চেয়েও তাঁর বিষয় সম্পত্তি যাওয়াতে নাকি বেশী কষ্ট হ'য়েছে। তুমি কি সত্য সত্যই তোমার বিষয়ের অংশ দেওয়ানজীকে দিয়েছ?

অমর। জ্যাঠামহাশয়! সে পাপিষ্ঠের কথা আমাকে আর ব'লবেন না। আমি এখন চ'লে যাচ্ছি। তার কথা মনে হ'লে তাকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। যা' হোক যাওয়াই স্থির ক'রেছি। আর অন্যদিকে আমার উপর লক্ষ্মীও দেখ্‌চি এখন সুপ্রসন্না। কয়লার সেয়ারের দামও খুব বেড়েছে। ভাগ্যিস্ সেয়ারগুলি তখন ছাড়িনি। কিন্তু খালি টাকা কড়ির জন্য মন আর তত ব্যস্ত হয় না। দেখি যদি জীবনের একটা কোন সদ্ব্যবহার ক'রতে পারি।

রামতনু। তবে আমিও আসি বাবা, তোমার এ রকম ধর্ম্মনিষ্ঠা পত্নী থাক্‌তে কোন ভয় নেই। যেখানেই যাও, যে কাজেই হাত দেও, নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে।

অমর। আপনার আশীর্ব্বাদ, আপনার ভালবাসা মাথায় নিয়ে যে দেশ থেকে যেতে পারছি এ আমার পরম সৌভাগ্য।

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম, রামতনুর প্রস্থান।

(মন্দিরাভ্যন্তর হইতে মনীষার প্রবেশ)

মনীষা। আমার হ'য়েছে চল, অনেক রাত হ'য়েছে। এইবার ঠাকুরকে নিয়ে মাথায় তুলি। হ্যাঁ, ঠাকুরকে নিয়ে গেলে ত কোন দোষ হবে না?

অমর। না, ঠাকুর ও মন্দির ত আমাদের। যখন বাড়ী বিক্রয় করি, দলিলে স্পষ্ট লেখা ছিল যে ঠাকুর ও মন্দির কবালার বহির্ভূত। এস আর দেরী ক'রে কাজ নেই। সোনা এখনও জেগে র'য়েছে, লীলা আমরা না গেলে মুখে জল দেবে না।

(দুজনের মন্দিরে প্রবেশ ও ক্ষণপরে প্রস্তর মূর্ত্তিসহ বাহির হওন)

মনীষা। (কিছুদুর অগ্রসর হইয়া) একটু দাঁড়াও, আমার কেমন মাথা ঘুরচে।

(হস্তস্খলিত হইয়া প্রস্তর মূর্ত্তির ভূতলে পতন)

আমায় তুমি ধর। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

অমর। (মনীষাকে বুকে ধরিয়া) মনীষা! মনীষা! চাকরদের ডাকি; নৌকা থেকে মাঝিদের ডেকে নিয়ে আসুক, তারাই লক্ষ্মীনারায়ণ-জীকে উঠিয়ে নিয়ে যাক্।

মনীষা। না কাউকে ডেক না—আমরা দুজনেই ঠাকুরকে নিয়ে নৌকায় তুল্‌ব। তুমি আমাকে আরও কাছে ধর, আঃ কি স্বর্গ! কি শান্তি! কেন আমরা মিছে আর এ পাথরের বোঝা বইব। চল অমনি গিয়ে নৌকায় উঠি। না হয় লক্ষ্মীনারায়ণজীকে আবার মন্দিরে রেখে যাই।

অমর। ওকি ব'ল্‌ছ মনীষা! লক্ষ্মীনারায়ণজীকে নিয়ে যাব না? ঠাকুরকে এইখানে ফেলে যাবে?

মনীষা। না, ফেলে যাব না। তাঁকে পেয়েছি, এতদিন পাথরের মূর্ত্তিতে

তাঁকে পূজা ক'রতেম, পূর্ণমাত্রায় তাঁকে কখনও পাইনি। এখন তাঁকে বুকের ভিতর পেয়েছি। এখন আর আমার কোন বিগ্রহ —কোন পাথরের দেবতার দরকার নাই।

অমর। তাই হো'ক, তোমার যেভাবে ইচ্ছে সেই ভাবেই চল। আমার দেশ ছেড়ে যেতে কোনই দুঃখ নেই। শুধু একটা বড় ক্ষোভ র'য়ে গেল—যে নরাধম তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছে, যার জন্য আমাদের দেশত্যাগী হ'তে হ'ল—তাকে কোন শাস্তি দিয়ে যেতে পাল্লেম না।

মনীষা। তার শাস্তির পথ সে নিজেই ক'রেছে—আমাদের সে ছোট কাজের জন্য থাকতে হবে কেন? ওগো, ওটা কিসের আলো? কিসের এত গোলমাল, এই দিকে আলোটা আসছে না?

(দূরে অত্যন্ত গোলমাল, মশাল হস্তে অনেক লোকের নদীতীরের দিকে আগমন)

অমর। তাইত! সত্যিই ত এই দিকেই যে লোকগুলো আসছে। শুনছি নাকি বিদ্রোহী প্রজারা ভয়ানক বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রেছে। এস আমরা একটু স'রে দাঁড়াই। মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ দেখতে পাবে না।

মনীষা। সোনা আর লীলা তারা যে নৌকায় রইল।

অমর। তাদের কোনও ভয় নেই। বিদ্যাধর আছে, দরকার হ'লে আপনি নৌকা ছেড়ে দেবে। তুমি শীগ্‌গির স'রে এস।

[মন্দিরের ভিতর প্রস্থান।

(গৌরীশঙ্করকে ধাক্কা দিতে দিতে কয়েকজন লোকের সেইস্থানে আগমন। কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে মশাল, কাহারও

মাথায় কাঠের বোঝা, কয়েকজন লোকের মাথায় গোটাকতক বাক্স)

১ম লোক। বাঁধ শালাকে! জ্যান্তই চিতে জ্বেলে পুড়িয়ে মার।

২য় লোক। কি বাবা.দেওয়ানজী! গরীব প্রজার রক্ত শুষ্‌তে কখনও ত পিছ্‌পাও হয়নি! বড় যে বড়বাবুর খয়ের-খা হ'য়ে ব'সেছ। আজ তোমাকে কে বাঁচায়? আজ তোমায় চিতায় দ'গ্ধে দ'গ্ধে পুড়িয়ে মেরে কাল সেই কুষ্মাণ্ড জমিদার বেটাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে মা কালীর কাছে বলি দেবো, তবেত মা কালীর ক্ষুধা তৃপ্তি হবে।

গৌরী। (দুহাত পেছন হ'তে বাঁধা, মুখ শুষ্ক, চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত, জিহ্বা তালুতে আবদ্ধ সহসা চীৎকার করিয়া) ও বাবা, তোমরা সব আমার বাবা, আমার সন্তান, আমাদের প্রজা, ওসব মিছে, কে তোদের মিছে বলেছে, মিছে শিখিয়েছে।

বৃন্দাবন। মিছে কিরে শালা, সোণার হরিপুর যে শ্মশান হয়ে গেছে! প্রজারা তোদের দৌরাত্ম্যে বাড়ীঘর রেখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে! কত ভিটেতে ঘুঘু চ'রছে সে সব মিছে! আবার যদি মিছে কথা কইবে, তবে জিভ টেনে ছিড়ে বের ক'রব।

গৌরী। না বাবা, মিছে নয়, তোমরা যা বল সত্যি, আমায় এবারটী ছেড়ে দাও। আমি জামিন হচ্ছি, জমিদারের কাছে গেলে তোমাদের যার যা নালিশ আছে সব প্রতিকার ক'রবো।

৩য় লোক। হাঁ তোর মত জুয়াচোরের কথায় আমরা ভুললেম আর কি! বলি বৃন্দাবন ঠাকুর! যদি কাজ খতম ক'রতে হয় ত এই বেলা কর। তা না হ'লে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করা কিসের জন্ম? পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার জন্ম?

৪র্থ লোক। হাঁ গ্রেপ্তার করেছে সব শালা! তাদের ত আর প্রাণে ভয় নেই যে এখানে ম'রতে আসবে! এই সেদিন সুলতানপুরের থানাটাই পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিলাম। কোন শালা আবার আমাদের ধ'রতে এগোবে? কিন্তু তবু কথাটা বলেছ ভাল। আর একাজে দেরী ক'রে কাজ নেই। শালাকে ধরে পেড়ে ফেল। তারপর আচ্ছা ক'রে ঘি মালিশ ক'রে চিতায় ফেল। আগুনের জ্বালে কাবাব কোপ্তা হ'য়ে যাবে এখন। প্রজাদের শুষে খুব চর্ব্বি হয়েছে, ভাল শিক কাবাব হবে এখন।

(২।৪ জনের অগ্রসর হইয়া গৌরীশঙ্করকে ধারণ, তার গায়ে ঘি মর্দ্দন আর অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান)

গৌরী। ওরে! বাবারে! আমায় মাপ কর। তোমাদের পায়ে পড়ি আমাকে প্রাণে মেরো না।

সকলে। ফেল্ শালাকে, ফেল্ শালাকে! এ রকম পিশাচ প্রজাদের রক্ত শুষ্‌বার যম আর নেই, একে দয়া করবে যে সে এখনো মায়ের গর্ভে আছে।

(গুতা মারিতে মারিতে গৌরীশঙ্করকে চিতার দিকে ঠেলিয়া লওন)

গৌরী। (চীৎকার করিয়া) ওরে বাবারে! মরলেম রে! বৃন্দাবন বাবা। আমায় রক্ষে কর! বাপরে! তুমি এদের কর্ত্তা, তুমি হুকুম দিলেই এরা থামে।

১ম। আরে রোসো রোসো—শালাকে শেষ করবার আগে শালার বাক্স পেটরায় কি আছে সব আগুনে ফেল—

(লাঠির আঘাতে ও দা কুড়ুলের সাহায্যে টিনের বাক্স খুলিয়া)

২য়। আরে এই যে, এই সিন্দুকে বেটা সব দলিল দস্তাবেজ রেখেছ

এইগুলো আগে আগুনে ফেল। কত লোকের রক্ত শুষে শালা এই সব দলিল তৈরী করেছে।

গৌরী। রক্ষে কর রক্ষে কর বাবা। ঐ লাল ষ্ট্যাম্পের দলিলখানি নষ্ট ক'রো না, পথের ভিখারী হব। অনেক কষ্ট ক'রে সম্পত্তিটী খরিদ ক'রেছি।

৪র্থ। আরে বুঝেছি, বুঝেছি। শুনলাম, শালা বড় কর্ত্তার কাছ থেকে কি ধাপ্পা দিয়ে একটা দলিল বার ক'রে নিয়েছে ওটা সেই দলিলটাই হবে। পোড়া, পোড়া। দলিলগুলো পুড়িয়ে ঐ আগুনেই বেটার মুখাগ্নি কর।

(দুই চার জনের দলিল রূপার বাসনপত্র আগুনে প্রক্ষেপ)

৩য়। ফেল এইবার শালাকে পুড়িয়ে ফেল, আমিই ওর জীয়ন্ত মুখাগ্নি ক'রবো।

(সকলে মিলিয়া গৌরীশঙ্করকে ফেলিয়া তার মুখে পোড়া ছাই গুজিয়া দেওন)

গৌরী। গেলাম রে, ম'লাম রে, বাঁ চোখটা যে একেবারে কাণা হ'য়ে গেল। পুড়িয়ে মারলে রে, বাবারে আর প্রাণে মারিস নে রে!

৫ম। যা শালাকে এইবারে চিতেয় ফেলে মার। দগ্‌ধে মেরে কি হবে!

(কয়জনে গৌরীশঙ্করকে ধরিয়া চিতায় ফেলিতে প্রস্তুত)

বৃন্দাবন। পিশাচ, পাষণ্ড, তোর অন্তিম সময় উপস্থিত, এই সোণার দেশটাকে তুই আর তোর মনিবেরা শ্মশান করেছিস। মা কালীর আদেশ, তোদের জীয়ন্তে নরবলি দেওয়া। মার আদেশ কখনও অমান্য হবে না।

(ঢাক ঢোল করতালি ইত্যাদি বাজাইয়া 'জয় জয় কালী করালী

অন্নকষ্ট মহামারী তাড়াও মা' ইত্যাদি শব্দ ও সকলে ধরাধরি করিয়া গৌরীশঙ্করকে তুলিয়া চিতার চারিদিকে ভৈরব নৃত্য)

(মনীষার প্রবেশ ও চিতার নিকট গমন)

মনীষা। (রক্ত বস্ত্র পরিহিতা গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, সাক্ষাৎ চণ্ডীরূপিণী) বৃন্দাবন ! বৃন্দাবন ! মার নামে কেন তোমরা এ মহা পাপ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছ ! মায়ের প্রাণে তা ত সহ্য হবে না ! তাই মা আমাকে তোমাদের নিরস্ত ক'রতে পাঠিয়েছেন।

১ম লোক। এ কে ? গভীর রাতে ? একি সাক্ষাৎ মহামায়া নাকি ?

২য় লোক। কেন মা, তোমার এ মহাবলিতে তৃপ্তি হবে না? তা যদি না চাও, তা হ'লে বাবা-ঠাকুরকে স্বপ্নে দেওয়ানজীকে বলি দিতে আদেশ ক'রেছিলে কেন ?

মনীষা। না মার সে আদেশ নয়। বৃন্দাবন ঠাকুর ! পিশাচীর আদেশকে মার আদেশ ব'লে ভ্রম ক'রেছ ! মা কথনও সন্তানের বলিতে তৃপ্ত হন না।

৪র্থ লোক। মার আদেশ নয়,—তখনি ব'লেছিলাম, তা শোনে কে ? গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে কি না ! এ শালাকেত আগুনে পোড়ান হ'লই না। এখন কত জন ধরা পড়ে, কত জন ফাটকে যায় দেখ।

১ম লোক। মা যদি বলি গ্রহণ না করেন ত আমাদের কি উপায় হবে ? আমাদের পেটের ভাত কি ক'রে জুটবে? মহামারী অনাবৃষ্টি দেশ থেকে কি ক'রে যাবে ?

মনীষা। মার আদেশ হ'য়েছে এ বছর দেশে সোণা ফলবে, ধন ধান্যে দেশ পূরে যাবে, অনাবৃষ্টি আর থাকবে না।

৩য় লোক। সোণা ফলবে, সোণা ফল্‌লে কি হবে ? জমিদার আর তার

গোমস্তার অত্যাচারে আমাদের হাড় কালী হ'য়েছে। ঐ অকাল কুষ্মাণ্ড দেওয়ানটাকে না সরালে আমাদের মঙ্গল কেমন ক'রে হবে ?

মনীষা। আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের হ'য়ে দরবার ক'রবো। আমি দেওয়ানজীকে পদচ্যুত ক'রে তোমাদের মহলে ভাল নায়েব গোমস্তার বন্দোবস্ত ক'রবো।

১ম লোক। কই বাবা, বৃন্দাবন ঠাকুর, কথা কও না যে ? তোমার আদেশই আমাদের শিরোধার্য্য। এ ভৈরবী কোথেকে এল ? একে ত আমরা কেউ চিনি না।

মনীষা। বৃন্দাবন, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। তুমি আমায় জান তুমি আমায় চিনতে পারবে।

বৃন্দাবন। (মনীষার দিকে খানিকক্ষণ স্থির নেত্রে তাকাইয়া) হাঁ—না—হাঁ—চিনি—চিনতে পেরেছি, তুমি মনীষা। তুমি দেবী না ক্ষসী, তুমি এমন সময়ে একলা এখানে ?

মনীষা। আমি আপনি আসিনি। আমায় মা ভবানী পাঠিয়েছেন। যদি তুমি আমায় সত্যিই চিনতে পেরে থাক তা' হ'লে আমার আজ্ঞা পালন কর। মা ভবানীর আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের বন্দীকে শীঘ্র মুক্ত ক'রে দাও। ওকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে দাও।

বৃন্দাবন। না, আমরা তা পারবো না। মা আমাদের সে আজ্ঞা দেন নি। মা আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন এ সোণার দেশ থেকে যত পার পামরদের আমূলে নিহত ক'রতে। তুমি স'রে যাও। তুমি আর আমায় বাধা দিও না। তোমাদের পথ ও আমাদের পথ ভিন্ন। তোমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের ধর্ম্ম ভিন্ন।

মনীষা। বৃন্দাবন, মিছে কাল হরণ ক'রো না। তোমার, আমার, আর সকলের ধর্ম্ম চিরকাল একই ছিল। চিরকাল একই থাকবে। মা আদেশ ক'রেছেন—ভাইদের বাঁচাও, সান্ত্বনা দাও। ধরার দুঃখভার লাঘব কর।

গৌরী। (মনীষার পায়ের নিকট পড়িয়া)
আমায় রক্ষা কর। মহাপাপ ক'রেছি! নিজগুণে আমায় মার্জ্জনা কর। আমায় রক্ষা কর।

মনীষা। মা তোমাদের সকলকেই রক্ষা ক'রবেন। মায়ের আদেশে তোমাদের সকলকে আমি আদেশ ক'রছি—ঘরে যাও। দেখ, আকাশে মার ইঙ্গিতে ঘন কাল মেঘরাশি, তার কোলে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এখনি বৃষ্টি আসবে। সে বৃষ্টি আর থামবে না, তোমাদের ঘরে ঘরে শস্যপূর্ণ হবে। মার কৃপায় তোমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

১ম ব্যক্তি। আরে সাঙ্গাতরা দেখছিস্ কি? সাক্ষাৎ ভৈরবী মহামায়া। এর আদেশ শুন্‌ব না ত কার আদেশ শুন্‌ব? চল্ ঘরে যাই। অনেক দিন ঘর ছেড়ে এসেছি। দস্যুবৃত্তি অনেক করা হ'য়েছে। মা ব'লেছেন দেশে আবার সোণা ফ'লবে। চল ভাই আবার নিজের ঘর সংসার দেখি গে।

২য় ব্যক্তি। (গৌরীশঙ্করকে বাঁধন খুলিয়া দিয়া) যা শালা এ যাত্রা বড় বেঁচে গেলি। একটা চোখ কাণা হ'য়েই প্রাণে বেঁচে গেলি। কিন্তু সাবধান, ফের যদি তোর কালামুখ আমরা হরিপুর গ্রামে দেখি তো মাথা নেড়া ক'রে ঘোল ঢেলে একবারে পগার পার ক'রবো।

গৌরী। (উন্মুক্ত হইয়া মনীষার কাছে গিয়া) মা তোমার চরণে প্রণাম করি। মা শত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রো। আমি বামন হ'য়ে চাঁদে

হাত দিতে গিয়েছিলুম। মা আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। নিজগুণে আমায় মাপ কর মা! আমি তোমার অবোধ সন্তান।

মনীষা। নারায়ণ তোমায় মাপ ক'রেছেন। তিনি যেন তোমায় সুমতি দেন।

গৌরী। আঃ বাঁচলুম মা! তুমি আমায় যথার্থই প্রাণ ভিক্ষা দিলে। কিন্তু প্রাণ নিয়েই বা কি হবে, পথের ভিখারী হ'য়ে বাড়ী ফিরছি।

(গৌরীশঙ্করকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রস্থান)

বৃন্দাবন। মনীষা, কেন তুমি আবার আমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালে? এত কষ্টে যা কিছু করেছিলুম আবার সব কেন ভেঙ্গে দিলে? কি নয়ে আমি দিন কাটাব? কি নিয়ে বাঁচবো?

মনীষা। ভাই বৃন্দাবন আমি তোমার কিছু ভাঙ্গিনি। স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ তোমায় পথ থেকে ডেকে ফিরিয়ে এনেছেন। এতদিন মাটির পুতুল গ'ড়ছিলে, এইবার জীয়ন্ত দেবীমূর্ত্তি গ'ড়তে হবে। ঐ শোন—

(দূরে পদ্মার বক্ষ হইতে গীত)

আকাশ ভ'রে জগৎ জুড়ে
মার নাম উঠেছে রে
কে আছিস কোথায় তোরা
মার নামে ধেয়ে আয় রে
আপন পর ভুলে গিয়ে
মার বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়।

(পিছন হইতে লীলা ও অমর সোনার হাত ধরিয়া প্রবেশ)

অমর। হাঁ বৃন্দাবন! তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

বৃন্দা। আপনিও এসেছেন। তবে চলুন আমি আপনাদের পদানুসরণ করি।

সোনা। মা শীগ্‌গির চল না। মাঝিরা যে ব'লছে জোয়ার ব'য়ে গেল কখন যাবে?

মনীষা। তাইত বাবা, আমি ত তাই বল্‌ছি জোয়ার ব'য়ে যাচ্ছে। এস আমরা সব এক সঙ্গে যাই।

(বালিকা অন্নার প্রবেশ)

অন্না। বৃন্দাবন দাদা, আয়ি মা তোমায় ডাক্‌ছে।

বৃন্দা। কে! অন্না! তুমি এত রাত্রে একলা এসেছ ?

অন্না। আমি তোমায় ডাক্‌তে এসেছি।

বৃন্দা। ঠিক কথা, আপনাদের সঙ্গে যাওয়া হবে না। আমার হরিপুর ছেড়ে যাওয়া হবে না। মনীষা আমাদের লক্ষ্মীনারায়ণজীকে দাও। আমরা আবার তাঁ'কে নিজের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করি আমি আর অন্না তাঁর পূজা ক'রবো। কি বল অন্না ?

অন্না। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য দাদা!

মনীষা। তাই হবে—তোমরাই লক্ষ্মীনারায়ণজীকে নিয়ে যাও। কিন্তু একটু দাঁড়াও ঐ শোন আবার—

আমরা সবাই যাব, ঘরে কেউ রব না রে,
মার ডাকে মার নামে সব যাত্রী এক হব।
সব দুঃখ সব দৈন্য ভুলে যাব,
ভাসিয়ে দেব সব বিবাদ সব কলহ,
অপার স্নেহে গভীর প্রেমে
মার চরণ আগলে রব।

(সকলে একসুরে)—অপার স্নেহে.........রব।

(মানস পটে ভারত-মাতার মূর্ত্তির আবির্ভাব)।

যবনিকা পতন।